অভিনেতৃ-কাহিনী।

12677

[দ্বিতীয় সংস্করণ]

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত।

অভিনেতৃ-কাহিনী।

12677
30/12/14

[দ্বিতীয় সংস্করণ]

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত।

182Cc 914.4

C. 914.4 174

অভিনেতৃ-কাহিনী।

নটগুরু গিরিশচন্দ্র।

জন্ম ও শৈশব-কাহিনী।

১২৫০ বঙ্গাব্দের ১৫ই ফাল্গুন সোমবার, কলিকাতা বাগ
বসুপাড়ায় গিরিশচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন।
চন্দ্রের পিতার নাম ৺ নীলকমল ঘোষ
সম্ভ্রান্ত কায়স্থকুলোদ্ভব—বাগবাজা
গিরিশচন্দ্র পিতার মধ্যম পুত্র, জননীর অষ্টম গর্ভজাত
বিশ্বাস—অষ্টমগর্ভজাত সন্তান সর্ব্বজনপ্রিয় সর্ব্ববিদ
খ্যাত সর্ব্ববিশ্রুতকীর্ত্তি হইয়া থাকেন; এই বিশ্বা
সন্তান—পিতামাতার অত্যধিক প্রিয় হয়। গি
সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। তিনি পিতামাতার বড়
গিরিশচন্দ্র অতি শুভদিন ও শুভলগ্নে

অভিনেত্রী-কাহিনী।

ন্দ্রের উপরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও কতকগুলি ভগিনী ছিলেন। কিন্তু ক্রমে ভগিনীগুলির মধ্যে অনেকেই শৈশবে লোকান্তরিতা হয়। পাঠশালার পাঠ সাঙ্গ করিয়া গিরিশচন্দ্র যখন ইংরাজী বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ গমন করিলেন, তখন তাঁহার বয়স সাত বৎসর ... প্রথম ...শচন্দ্র গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে ভর্ত্তি হন।

অষ্টমবর্ষবয়সে গিরিশচন্দ্র ভীষণ ভ্রাতৃশোক ...তি হইলেন। তাঁহার স্নেহময় অগ্রজ পিতামাতাকে কাঁদাইয়া, অনুজের স্নেহপাশ ছিন্ন করিয়া ইহধাম পরিত্যাগ করিলেন। নিদারুণ ভ্রাতৃশোকে গিরিশচন্দ্র অত্যন্ত ...পিত হইলেন।

ভাব-বিকাশ।

... হইতেই গিরিশচন্দ্রের শিশুহৃদয়ে ভাবের বিকাশ হইয়াছিল। শৈশব হইতেই তিনি গান ও কবিতা শুনিতে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। রাস্তা দিয়া কোন ভিখারী ...গলে, তিনি নিবিষ্টচিত্তে তাহা শুনিতেন। বিদ্যালয়ের পাঠা... ...ন্দ্র তাদৃশ মনোযোগী ছিলেন না, কিন্তু রামায়ণ, মহা... ...পাঠে তাঁহার আগ্রহের সীমা থাকিত না; তিনি অতি ... ও মহাভারতের অনেকাংশ কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিয়া... ...লে গিরিশচন্দ্র তাঁহার খুল্লপিতামহীর নিকট রামা... ...রত প্রভৃতি পুরাণ-বর্ণিত আখ্যাগুলি নিবিষ্টচিত্তে ... গল্প শুনিতে পাইলে, তাঁহার আর আহ্লাদের ... ...শুনিবার সময় নানা ভাবে

নটগুরু গিরিশচন্দ্র।



বালক গিরিশচন্দ্র সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আবার আ
সেন ?"

পিতামহী বলিলেন,—"না।"

গিরিশচন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর আসিলেন না ?"

পিতামহী বলিলেন,—"না।"

গিরিশচন্দ্র ব্যথিত হৃদয়ে তিনবার এই প্রশ্ন করিলে, উত্তরে তি
ই শুনিলেন,—"না।" তাঁহার কোমলপ্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল।
কাঁদিয়া ফেলিলেন ; তাহার পর পিতামহীর নিকট হইতে পলাই
লেন। ইহার পর তিন দিন আর তিনি গল্প শুনিতে আসেন নাই।
যাও কবি, যাত্রা বা হাফ-আখড়াই হইলে, বালক গিরিশচন্দ্র সমস্ত
বন্ধ অতিক্রম করিয়া সেখানে গিয়া উপস্থিত হইতেন, নিবিষ্টচিত্তে
পর্য্যন্ত শুনিতেন। এই হাফ-আখড়াই হইতেই গিরিশচন্দ্রের
কাব্য-রস-বিকাশের সূত্রপাত হয় ; এই উপলক্ষেই তাঁহার
কবি হইবার বাসনা অঙ্কুরিত হয়।

বাজারের প্রান্ত অধিবাসী স্বর্গীয় ভগবতীচরণ মুখোপাধ্যায়ের
ভবনে একদিন হাফ-আখড়াই উপলক্ষে মহাসমা-
রোহে হইয়াছে। আখড়াইস্থলে অসংখ্য লোকের
ইয়াছে ; নিমন্ত্রিত গণ্য মান্য বরেণ্য ব্যক্তিগণকে অতি
করিয়া লইয়া জনতা ভেদ করিয়া আসরে গিয়া বসিতে
এমন সময় সামান্য পরিচ্ছেদধারী জনৈক ভদ্রলোক দ্বারে
পস্থিত হইলেন ; তাঁহার আগমনে সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে
হলাহল ও অভ্যর্থনার ধূম পড়িয়া গেল। জনতা আপনা

বৎসর হয়েছে গত, নয় দিন তার সাথ,
প্রাণনাথ এল না আমার ;
কেনহে হৃদয় ধন, করিয়ে দারুণ পণ,
জলনিধি হ'তে গেলে পার।

অবশেষে গিরিশ বাবু ইংরাজী কবিতার অনুবাদে স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন। মূল অবিকৃত রাখিয়া, অনুদিত ভাষার গৌরব রক্ষার দিকেই তাঁহার লক্ষ্য নিবদ্ধ হয়। এই প্রকার রচনার দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"Pope" এর Indian Lover's Song হইতে—

Hasten, love, the sun hath set !
And the moon, through twilight gleaming,
On the mosque's white menaret,
Now in silver light is streaming.
All is hush'd in deep repose ;
Silence rests on field and dwelling,
Save where the bulbul to the rose
Is a love-tale sweetly telling.
Save the ripple, faint and far,
Of the river softly gliding ;
Soft as thine own murmurs are,
When my kisses gently chiding

অনুবাদে—

এস প্রিয়ে ত্বরাতরি, ডুবিল তিমির অরি,
চন্দ্রোদয়ে গোধূলি ভেদিয়ে,

শুভ্র মস্‌জিদের শির, শোভিত রজত নীরে,
ধায় শুভ্র কিরণ বহিয়ে।
নীরব সকল রব, নিদ্রিত মানব সব,
বুলবুল পাখী শুধু জাগে,
প্রেমে পুলকিত হিয়া, গোলাপের কাছে গিয়া,
প্রেমকথা কয় অনুরাগে।
দূরস্থিত স্রোতস্বতী, মরি মরি করে গতি,
আনে ধ্বনি জিনিয়া সুতান ;
[illegible] মৃদু রবে, চুম্বন করিছে যবে,
ছি ছি বলি ফিরাও বয়ান।

কুড়ি বৎসর বয়সে গিরিশচন্দ্র "অ্যাট্‌কিন্‌সন্" কোম্পানীর আফিসে শিক্ষানবিশীরূপে প্রবেশ করেন। ক্রমে তিনি "আরজেণ্টি সিলিজি" কোম্পানীর আফিসে সহকারী কেসিয়ারের পদে নিযুক্ত হন। ইহার পর তিনি আরও দুই তিনটি আফিসে কার্য্য করিয়াছিলেন। হিসাব-নিকাশে গিরিশ বাবুর বিশেষ দক্ষতা ছিল। শেষোক্ত আফিসগুলিতে তিনি বুককিপারের পদে কার্য্য করিয়াছিলেন।

সওদাগরি আফিসে।

গিরিশ বাবুর বয়স যখন ২৩ বৎসর, তখন তিনি কতকগুলি বন্ধুর সহযোগীতায় বাগবাজারে একটি অবৈতনিক যাত্রা-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এই নাট্য-সম্প্রদায়ে কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত রচিত পৌরাণিক নাটক "শর্ম্মিষ্ঠা" অভিনয়ার্থ মনোনীত হয়। যাত্রা উপযোগী কতকগুলি গীত রচনার আবশ্যক হওয়ায়, সকলে তৎসাময়িক প্রসিদ্ধ গীতরচয়িতা বাবু প্রিয়নাথ মল্লিকের নিকট গমন করেন ; কিন্তু বহু যাতায়াতের পর তাঁহার নিকট একখানিও গীত না পাওয়ায়,

বাগবাজারের অবৈতনিক যাত্রা-সম্প্রদায়।

১৮

গিরিশচন্দ্রের চরিত্র-চিত্র।



ধ্যান!

পৃঃ—১১

গিরিশ বাবু বিরক্ত হইয়া তাঁহার সমবয়স্ক উমেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়কে বলেন,—"এত কষ্ট কেন? আয় আমরা দু'জনে যেমন পারি, গান বাঁধি!" উভয়ে উৎসাহের সহিত যাত্রার গান রচনা করিলেন। উত্তরকালে যিনি শ্রেষ্ঠ গীতরচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার রচিত গীত এই সময় সাধারণের নিকট প্রথম পরিচিত হইল। পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণার্থ এখানে দুইটী গীত উদ্ধৃত হইল,—

(১) দেবযানীকে কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া যযাতি :—

বেহাগ—একতলা।

('সখি ধর ধর'—সুরে গেয়)

আহা! মরি—মরি!
অনুপমা ছবি, মায়া কি মানবী,
ছলনা বুঝি করে বনদেবী!
রঞ্জিত রোদনে বদন অমল,
নয়ন-কমল-নীর ঢল ঢল,
নিতম্ব চুম্বিত, বেণী আলোড়িত,
বিমোহিত চিত্ত হেরি মাধুরী॥
জনহীন হেন গহন কাননে,
কি ভাবে ভামিনী ত্যজিয়া ভবনে,
আসিয়াছ এই স্থানে?
দারুণ কঠিন এর পরিজন,
তাই একাকিনী রমণী-রতন,
কেবা এ রমণী, কেন অনাথিনী,
পাগলিনী বুঝি প্রিয় পরিহরি॥

গিরিশচন্দ্রের চরিত্র-চিত্র।



আহ্লাদে আটখানা!

পৃঃ—১৩

(২) সখীর প্রতি শর্ম্মিষ্ঠা ;—

আড়ানা—একতালা।

অতুল রূপ হেরিয়ে।
বিমুগ্ধ মন, নিয়ত সে ধন, সাধন করি সই—
সে বিনা দহে হিয়ে।
চিত-মোহন, বিনোদ-বদন, আর পাব কভু দরশন,
মধুর বচন, করিব শ্রবণ,
পরশে পূরাব সাধ—
সরস হাসি বিমল-অধরে, অনুপম আঁখি মানস হরে,
কেন রতনে না রাখিনু ধ'রে, লুকাল মন হরিয়ে।

পাইকপাড়া রাজবাটীতে যৎকালে মহাসমারোহে রত্নাবলী, শর্ম্মিষ্ঠা প্রভৃতি নাটকাভিনয় চলিতেছিল, তৎকালে অভিনয় দর্শনার্থে একখানি টিকিট পাইবার জন্য ভদ্রলোকগণ লালায়িত হইতেন, এমন কি যিনি একখানি টিকিট সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেন, তিনি আপনাকে সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিতেন। কিশোরবয়স্ক গিরিশ বাবুর মনে উক্ত রাজবাটীর অভিনয় দর্শন-লালসার পরিবর্ত্তে, এরূপ একটী থিয়েটার করিবার বাসনা হইয়াছিল। সে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার আশায় বরাবর তিনি সুযোগ খুঁজিয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে যাত্রা-সম্প্রদায় সংগঠনে তাঁহার মনোরথ-সিদ্ধির উপায় হইল। গিরিশ বাবু, ৺নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত ধর্ম্মদাস সুর প্রভৃতি বন্ধুবর্গের সহিত মিলিত হইয়া বাগবাজার মুখুজ্যেপাড়ায় শ্রীযুত অরুণচন্দ্র হালদার মহাশয়ের বাটীতে 'সধবার একাদশী' অভিনয়ের আয়োজন অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। বঙ্গীয় নাট্যশালার জনকস্বরূপ এই 'সধবার একাদশী' সম্প্রদায়ের শিক্ষক এবং

গিরিশচন্দ্রের চরিত্র-চিত্র।



ঘৃণা ও বিরক্তি !!

নেতার পদ গিরিশ বাবুর উপরেই অর্পিত হইল। যৎকালে উক্ত সম্প্রদায় নবোৎসাহে অভিনয় খুলিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইতেছিল, সেই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি আসিয়া যোগদান করেন।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ৺শারদীয় পূজার সপ্তমী রাত্রিতে বাগবাজার মুখুজ্যে পাড়ার ৺প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাটীতে "সধবার একাদশী"র প্রথম অভিনয় হয়।

রঙ্গমঞ্চে নাট্য-প্রতিভা।

সে সময় প্রত্যেক নাটকেই প্রায় নট-নটী লইয়া একটী প্রস্তাবনা থাকিত, কিন্তু সধবার একাদশীতে তাহা না থাকায়, তৎকালে প্রচলিত প্রথামত গিরিশবাবু নট-নটী লইয়া একটী প্রস্তাবনা এবং আবশ্যকবোধে কয়েকটি গানও রচনা করিয়া দেন। এই নাটকের অভিনয়ে গিরিশ বাবু "নিমচাঁদের" ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রঙ্গমঞ্চে [illegible] অবতীর্ণ হইলেন। নিমচাঁদের ভূমিকা অভিনয় করিতে হইলে [illegible] কাব্য আবৃত্তি করার অভ্যাস থাকা আবশ্যক। এ নিমচাঁদের অভিনয় সাধারণ অভিনেতার দ্বারা অসম্ভব এইরূপ সকলে [illegible] ছিল। কিন্তু রঙ্গমঞ্চে গিরিশবাবুর উক্ত উদ্ধৃত ইংরাজী কাব্যের [illegible] শুনিয়া দর্শকবৃন্দ যেরূপ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন, ততোধিক বিস্মিত হইয়াছিলেন।

"সধবার একাদশী"র সাতবার অভিনয় হয়, তন্মধ্যে চতুর্থ অভিনয় সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। দেওয়ান রায় রামপ্রসাদ মিত্রের শ্যামবাজারের ভবনে এই অভিনয় হইয়াছিল। অভিনয়স্থলে বঙ্গের তৎকালীন গণ্যমান্য বরেণ্য সুধীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। গ্রন্থকর্ত্তা দীনবন্ধু বাবুও আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছি[illegible] ব্যক্তিগণ সকলেই একবাক্যে এই অভিনয়ের [illegible] অভিনয়ান্তে দীনবন্ধু বাবু গিরিশচন্দ্রের [illegible] হইয়া বলিয়াছিলেন,—

"তুমি না থাকিলে এ নাটক অভিনীত হইত না; 'নিমচাঁদ' যেন তোমার জন্যই লেখা হইয়াছিল।"

কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি বঙ্গগৌরব শ্রীযুত সারদা-চরণ মিত্র মহোদয় উক্ত রাত্রির অভিনয় দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্রসম্পাদিত "বঙ্গদর্শনে" লিখিয়াছিলেন,—"নিমচাঁদের অভিনয় দেখিয়া আমি আনন্দে আপ্লুত হইলাম। * * * সে রাত্রের নিমচাঁদের অভিনয় বোধ হয় কখনও ভুলিব না। * * * অভিনয়-নৈপুণ্যের জন্য গিরিশের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা হইল। অনতিবিলম্বেই গিরিশবাবুর সহিত সুপরিচিত হইলাম। গিরিশবাবু এখন আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু।"

"সধবার একাদশী" অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে গিরিশবাবু দীনবন্ধু বাবুর "বিয়ে পাগলা বুড়ো" প্রহসনেরও অভিনয় ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চোরবাগানের প্রসিদ্ধ ধনী ৺লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত (শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্তের পিতামহ) মহাশয়ের ভবনে ইহার প্রথম অভিনয় হইয়াছিল। 'সধবার একাদশী'র পর প্রহসনের অভিনয় হয়। গিরিশবাবু নিমচাঁদ-বেশে 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র প্রস্তাবনামুখে স্বমুখে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। কবিতাটি নিয়ে প্রদত্ত হইল।

মাতলামীটে ফুরিয়ে গেল, দেখুন বুড়োর রং।
বাসর ঘরে টোপর প'রে কিবা বিয়ের ঢং॥
আয়না নসে, রতা কোথা, যা পারিস তা বল্।
ক্ষমা করিবেন দোষ রসিকমণ্ডল॥
আসছে এবার ছোঁড়ার দল, ভুবনো, নসে, রতা।
সভাগণ নমস্কার ফুরোলো আমার কথা॥

বাগবাজারের যাত্রা-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা ও মাইকেলের 'শর্ম্মিষ্ঠা' অভিনয়,—ইহাই গিরিশ বাবুর নাট্যকলার প্রথম সূচনা, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যাত্রা-সম্প্র-

যাত্রায় প্রতিষ্ঠা।

দায় হইতে পৃথক হইয়া থিয়েটার-সম্প্রদায় সৃষ্টি করিলেও, যাত্রা-সম্প্রদায়টির অস্তিত্ব লোপ পায় নাই ; উক্ত সম্প্রদায়ের সভ্যগণ মধ্যে মধ্যে শর্ম্মিষ্ঠা অভিনয় করিতেছিলেন। গিরিশবাবু যখন "সধবার একাদশী" অভিনয় করিয়া সর্ব্বত্র সর্ব্ববাদীসম্মত প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি লাভ করিলেন, তখন যাত্রা-সম্প্রদায়ের কেহ কেহ বলিয়াছিলেন,—"থিয়েটার করিয়া সুখ্যাতি পাওয়া কঠিন নহে, কিন্তু যাত্রা করিয়া খ্যাতি লাভ করা বড়ই কঠিন কথা।" একথা গিরিশ বাবুর শ্রুতিস্পর্শ করিল ; যৌবন-সুলভ উত্তেজনা-বশে গিরিশবাবু বলিলেন,—"আটদিনের মধ্যেই তোমাদিগকে যাত্রা শুনাইয়া দিব।" যেমন কথা, সঙ্গে সঙ্গে অমনি কার্য্যারম্ভ। সেই রাত্রেই গিরিশবাবু বন্ধুগণের সহযোগে ৺মণিলাল সরকারের "উষা-হরণ" নাটক অভিনয়ার্থ মনোনীত করিয়া তাহাতে ছাব্বিশখানি নূতন গীত রচনা করিয়া দিলেন। মহা উৎসাহে মহলা চলিতে লাগিল। গিরিশচন্দ্রের প্রতিশ্রুতি কার্য্যে পরিণত হইল। আটদিনের মধ্যেই 'উষাহরণ" অভিনয় করিয়া সর্ব্বসাধারণকে স্তম্ভিত করিয়া দিলেন। উষাহরণের একটিমাত্র গীত সংগৃহীত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। * নিম্নে সেই গীতটি উদ্ধৃত হইল।

ললিত বিভাস আড়াঠেকা।

পোহা'ল যামিনী, বহে ধীরে সমীরণ।
ধূসর-বরণ শশী তারকাহীন গগন॥
গাহিছে বিহগকুল, ফোটে নানাবিধ ফুল,
কাননে শোভা অতুল, আকুল মধুপগণ॥

---

* সম্প্রতি উষাহরণ নাটকের অপূর্ব্বপ্রকাশিত দুইটি গীত আমাদের হস্তগত হইয়াছে। নাট্যমন্দিরের আগামী সংখ্যায় তাহা প্রকাশিত হইবে। নাং সং।

গিরিশচন্দ্রের চরিত্র-চিত্র।



ভয়ে স্তম্ভিভূত।

বিনোদে বিদায় দিয়ে, কাতরা কুমুদী-হিয়ে,
জলে মুখ লুকাইয়ে করিছে রোদন ॥
কমল বিমল নীরে, ভাসিছে হাসিছে ধীরে,
পুনঃ পাইব মিহিরে, হবে শুভ সম্মিলন ॥

'সধবার একাদশী' সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে অভিনীত হইলে, দীনবন্ধুবাবু গিরিশচন্দ্রকে "লীলাবতী" নাটক অভিনয় করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তখন গিরিশচন্দ্রের আদেশ অনুসারে সম্প্রদায় 'লীলাবতী'র রিহার্সেল দিতে আরম্ভ করিল। এই সম্প্রদায়ের ষ্টেজ ম্যানেজার ছিলেন—স্বর্গীয় ধর্ম্মদাস সুর,—যিনি কালে সর্ব্বজনপরিচিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যপীঠশিল্পী বলিয়া নাট্যজগতে আখ্যাত হইয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্রের ব্যবস্থানুসারে ধর্ম্মদাস বাবুর তত্ত্বাবধানে stage নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল। লীলাবতীর রিহার্সেল চলিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যপটাদিও প্রস্তুত হইতে লাগিল। stage সম্পূর্ণ হইলে বৃন্দাবন পালের গলিতে রাজেন্দ্রপালের আবাসভবনে নূতন stage বাঁধিয়া 'লীলাবতী' প্রথম অভিনীত হইল।

প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ, ন্যাশন্যাল থিয়েটারের প্রাণপ্রতিষ্ঠা।

যখন সম্প্রদায় দীনবন্ধু বাবুর 'লীলাবতী' নাটকাভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল—তখন একদিন গিরিশ বাবু সহসা শুনিলেন—সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমবাবু ও সাধারণী সম্পাদক শ্রীযুত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়দ্বয়ের শিক্ষাবিধানে কিছু কিছু বাদ দিয়া ও পরিবর্ত্তন করিয়া চুঁচুড়ায় 'লীলাবতী" অভিনীত হইয়াছে। গিরিশ বাবু এই সংবাদ পাইয়াই প্রস্তাব করিলেন, "নাটকের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন না করিয়া, নাট্যকারের একটী কথাও বাদ না দিয়া আমরা অভিনয় করিব—শুধু অভিনয় নহে, চুঁচুড়ার দলকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত করিব।"—অতঃপর মহাসমারোহে রিহার্সেল দিয়া শ্যামবাজারের রাজেন্দ্রলাল

পালের বাটীতে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে 'লীলাবতী' নাটকের প্রথম অভিনয় হইল। অভিনয় রজনীতে বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি এবং স্বয়ং নাট্যকার উপস্থিত ছিলেন। গিরিশ বাবু ললিতের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। দীনবন্ধু বাবু অভিনয়-দর্শনে এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, অভিনয়ান্তে অতি ব্যস্ততার সহিত ষ্টেজের মধ্যে আসিয়া বলেন,—"এবার চিঠি লিখ্‌বো, তুয়ো—বঙ্কিম।" গিরিশ বাবুকে বলেন,—"আমার কবিতা যে এমন করিয়া পড়া যায়, তাহা আমি জানিতাম না; take this complement at least. 'লীলাবতী' অভিনয় হইতে এই থিয়েটার-সম্প্রদায় 'ন্যাশান্যাল থিয়েটার' নামে অভিহিত হয়।

সম্প্রদায়ের সংযম ত্যাগ।

এইরূপে বাগবাজার থিয়েটার সম্প্রদায় "সধবার একাদশী" ও "লীলাবতী" অভিনয় করিয়া এরূপ যশ লাভ করে যে, সম্প্রদায়ের অভিনয় দর্শনার্থ বহুসংখ্যক দর্শক আসিয়া উপস্থিত হইত এবং শত শত ব্যক্তি স্থানাভাবে ফিরিয়া যাইত। এ নিমিত্ত সম্প্রদায় "ফ্রী টিকিট" বিতরণের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু টিকিটের নিমিত্ত এরূপ জনতা ও এত অধিক চিঠি আসিতে আরম্ভ হইল যে, সম্প্রদায় নিয়ম করিলেন,যে সে লোককে টিকিট দেওয়া হইবে না, যাঁহারা অভিনয় বুঝিতে সক্ষম, তাঁহাদিগকেই টিকিট দেওয়া হইবে। তাহাতে অনেকে আপন আপন উপযুক্ততার "সার্টিফিকেট" লইয়া, অভিনয়রাত্রির তিন চারিদিন পূর্ব্ব হইতে দলে দলে আসিতে আরম্ভ করিতেন। যাহাই হউক, সম্প্রদায় তৎপরে দ্বিগুণ উৎসাহে বাবু ভুবনমোহন নিয়োগীর গঙ্গাতটস্থ সুন্দর বৈঠকখানায় "নীলদর্পণ" রিহারসাল দিতে লাগিলেন। রিহারস্যাল সমাপ্ত হইলে, দর্শকবৃন্দের আগ্রহাতিশয়দর্শনে সম্প্রদায়, উক্ত থিয়েটারের "ন্যাশান্যাল থিয়েটার" নাম দিয়া, টিকিট বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করেন। এ প্রস্তাবে তাঁহাদের অভিনয়-শিক্ষক গিরিশচন্দ্র অসম্মত

হন। তিনি বলিলেন—"আমাদের রঙ্গমঞ্চ, দৃশ্যপট ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জম এখনও এরূপ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে নাই, যাহাতে "ন্যাশান্যাল থিয়েটার" নাম দিয়া টিকিট বিক্রয় করিয়া, সাধারণে প্রকাশিত হওয়া যায়।" কিন্তু সম্প্রদায়স্থ অধিকাংশই এরূপ উত্তেজিত হন যে, তাঁহাদের শিক্ষাগুরু,—যাঁহার বিপুল অধ্যবসায়গুণে সুশিক্ষিত হইয়া, তাঁহারা "নীলদর্পণ" অভিনয়ে এরূপ মহোৎসাহে প্র-ত হইয়াছিলেন,—সেই গিরিশ বাবুর কথা রক্ষা করিতে অসম্মত হইলেন। চিরস্বাধীন গিরিশ বাবু, তাঁহার বহু যত্নের শিক্ষাদানের "নীলদর্পণ" অভিনয় দর্শনে, সাধারণে কিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করে, সে কৌতূহল নিবৃত্তির আগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ সম্প্রদায়ের সংশ্রব পরিত্যাগ করিলেন।

সঙের পালা

এই সময় বাগবাজারে একটি যাত্রা সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়। গিরিশ বাবু তাহাদিগকে একটি সঙের পালা বাঁধিয়া দেন। প্রসিদ্ধ অভিনেতা শ্রীযুক্ত রাধামাধব কর [illegible]নের একটি ভূমিকা লইয়া নিম্নলিখিত গীতটি গাহিতেন। গানটি 'প্রয়াগের' লুপ্তবেণী ত্রিধারা ভাগিরথীর বর্ণনাত্মক। গানটিতে পরিত্যক্ত 'ন্যাশান্যাল থিয়েটার সম্প্রদায়স্থ' তাৎকালীক প্রেসিডেণ্ট হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক অভিনেতা ও উৎসাহদাতার নাম অতি সুকৌশলে গ্রথিত ছিল। *

(কবির সুর)

লুপ্ত বেণী ১ বইছে তেরোধার।
তাতে পূর্ণ ৩ অর্দ্ধ ইন্দু ৩ কিরণ ৪
সিঁদুর মাখা মতির ৫ হার॥

* চিহ্নিত মাত্রার অর্থ এইরূপঃ—১। দলের প্রেসিডেণ্ট—৺ বেণীমাধব মিত্র। ২। শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মিত্র—অভিনেতা। ৩। ৺ অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী—পরিচয়

নগ ৬ হ'তে ধারা ধায়, সরস্বতী ক্ষীণকায় ৭
বিবিধ বিগ্রহ ঘাটের উপর শোভা পায় ;
শিব ৮ শম্ভুসুত ৯ মহেন্দ্রাদি ১০
যদুপতি ১১ অবতার ॥
অলক্ষ্যেতে বিষ্ণু ১২ করে গান,
কিবা ধর্ম্ম ১৩ ক্ষেত্র ১৪ স্থান,
অবিনাশী ১৫ মুনিঋষি করছে ব'সে ধ্যান ;
সবাই মিলে ডেকে বলে, দীনবন্ধু ১৬ কর পার ॥
কিবা, বালুময় বেলা ১৭,
পালে পাল ১৮ রেতের বেলা ১৯
ভুবনমোহন ২০ চরে ২১ করে গোপালে ২২ খেলা ;
মিছে ক'রে আশা, যত চাষা ২৩
নীলের ২৪ গোরায় দিচ্ছে সার ২৫ ॥

অনাবশ্যক। ৪। ৺ কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—অভিনেতা। ৫। ৺ মতিলাল সুর—প্রসিদ্ধ অভিনেতা। ৬। ৺ নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—অভিনেতা। ৮। সরস্বতী ক্ষীণকায়—অর্থাৎ অল্পবিদ্যা ৮। ৺ শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—অভিনেতা। ৯। ৺ কার্ত্তিক চন্দ্র পাল। ১০। ৺ মহেন্দ্রলাল বসু—সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা। ১১। শ্রীযুক্ত যদুনাথ ভট্টাচার্য্য—অভিনেতা। ১২। ব্রাহ্ম সমাজের নায়ক—বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়—ইনি নেপথ্য হইতে গান করিতেন। ১৩। ৺ ধর্ম্মদাস সুর—ষ্টেজ ম্যানেজার ১৪। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন গাঙ্গুলি—অভিনেতা। ১৫। ৺ অবিনাশ চন্দ্র কর—অভিনেতা। ১৬। নাট্যকার ৺ দীনবন্ধু মিত্র। ১৭। ৺ অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেলা)—সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা। ১৮। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল পাল প্রভৃতি পাল-বংশীয় কয়েকজন। ১৯। রেতের বেলা—রাত্রিতে রিহার্সেল হইত। ২০। ভুবনমোহন নিয়োগী। ২১। চরে অর্থাৎ বেড়ায়। ভুবন বাবুর কোনও কার্য্যভার ছিল না। ২২। ৺ গোপালচন্দ্র দাস—অভিনেতা। ২৩। সদ্‌গোপ জাতীয় অনেকে এই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ২৪। নীলদর্পণ নাটক। ২৫। সার অর্থাৎ বিষ্ঠা; এস্থলে

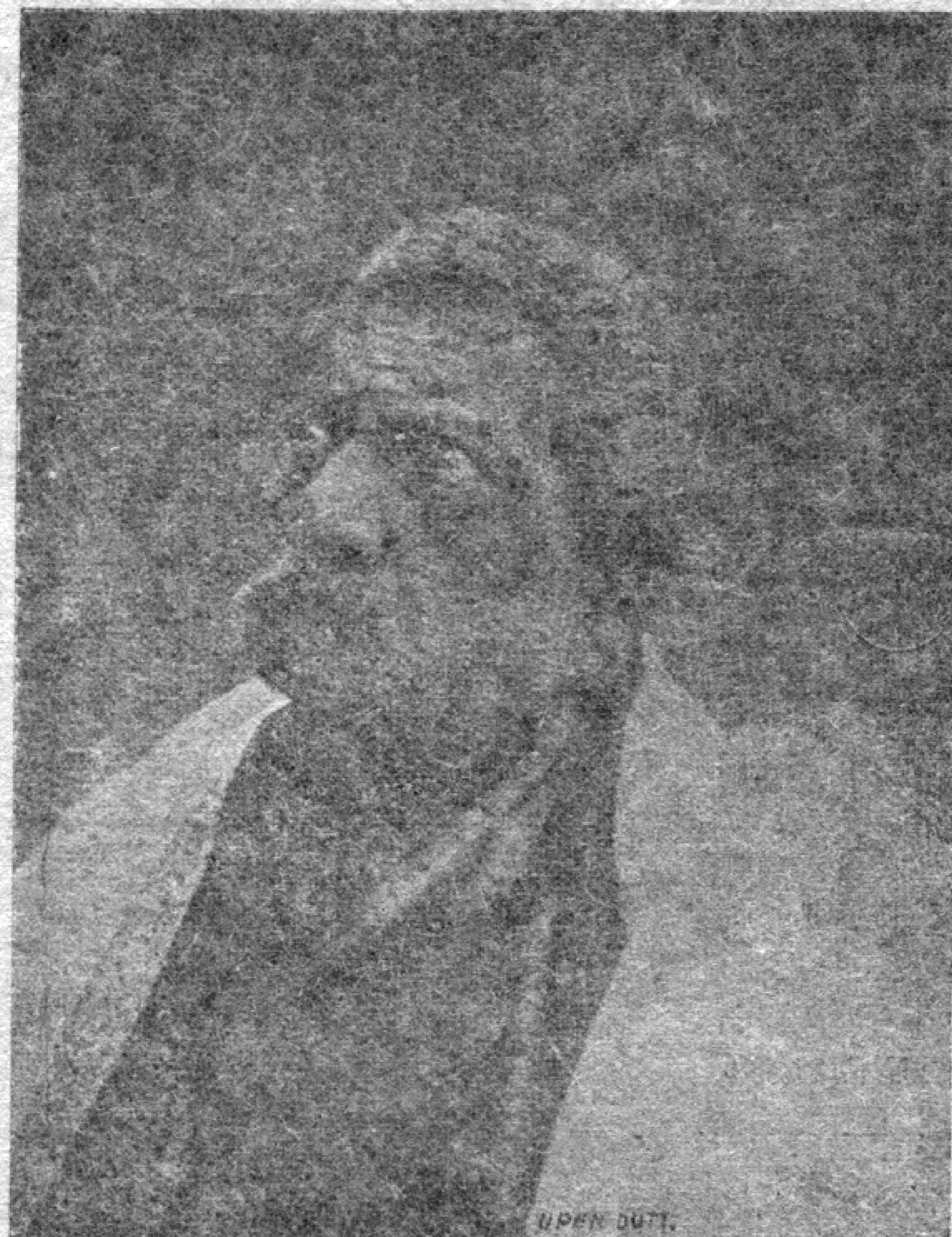
কলঙ্কিত শশী ২৬ হরষে, অমৃত ২৭ বরষে,
জ্ঞান হয় বা দীনের ২৮ গৌরব এত দিনে খসে ;
স্থান-মাহাত্ম্যে হাড়ী-শুঁড়ী—
পয়সা দে দেখে বাহার ২৯ ॥

পরিত্যক্ত সম্প্রদায়ে পুনঃ প্রতিষ্ঠা।

এদিকে সম্প্রদায় কলিকাতা, যোড়াসাঁকো ৺ মধুসূদন সান্যাল মহাশয়ের বাটীতে (উপস্থিত যথায় ঘড়ীওয়ালা বাড়ী হইয়াছে) ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই ডিসেম্বর তারিখে নীলদর্পণের প্রথম অভিনয় করেন। ইহার পূর্ব্ব হইতেই গিরিশবাবু ৭৫৲ টাকা বেতনে জন 'অ্যাটকিনসন' কোম্পানীর আফিসে সহকারী বুককিপারের কার্য্য করিতেছিলেন। ক্রমে ন্যাশানাল সম্প্রদায় জামাই বারিক, নবীন তপস্বিনী প্রভৃতি কয়খানি নাটক অভিনয় করিয়া, পরে মাইকেলের কৃষ্ণকুমারী নাটক অভিনয়ার্থে নির্দ্ধারিত করেন। কিন্তু ভীমসিংহের ভূমিকা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত গিরিশবাবুকে আবশ্যক। সম্প্রদায় ইতস্ততঃ করিয়া, সদলে গিরিশবাবুর বাটী আসিয়া, তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন। শৈশব-বন্ধুগণের অনুরোধ তিনি এড়াইতে পারিলেন না,—অবৈতনিক ভাবে তিনি থিয়েটারে যোগ দিয়া আফিস ও থিয়েটারের দুই কার্য্যই চালাইতে লাগিলেন। গিরিশবাবু আপনার নাম প্রকাশে অসম্মত হওয়ায়, কৃষ্ণকুমারী নাটকের হ্যাণ্ডবিলে এইরূপ লিখিত হইত—"ভীমসিংহ—A distinguished Amateur" কৃষ্ণকুমারী অভিনয়ে রমণী ভবানীর প্রপৌত্র নাটোরের

কার্য্যনিপুণতার অভাব বুঝাইতেছে। ২৬। শশীভূষণ দাস—অভিনেতা। ২৭। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু—পরিচয় অনাবশ্যক। ২৮। ৺ দীনবন্ধু মিত্র। ২৯। সম্প্রদায় বৈতনিক হওয়ায়, কাহারও আর প্রবেশ নিষেধ রহিল না,—অর্থাৎ টিকিট কিনিলেই প্রবেশাধিকার।

গিরিশচন্দ্রের চরিত্র-চিত্র।



মস্তিষ্কে চক্রান্ত!

পৃঃ—২৫

মহারাজা চন্দ্রনাথ রায় বাহাদুর, স্বহস্তে আপনার রাজপরিচ্ছদে গিরিশ-বাবুকে ভীমসিংহ সাজাইয়াছিলেন। ন্যাশান্যাল থিয়েটারে যথেষ্ট আয় হইতে লাগিল। কার্য্যের সুশৃঙ্খলার নিমিত্ত সকলে গিরিশবাবু, অমৃতবাজার পত্রিকার সুবিখ্যাত সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ ও ৺দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ত্রয়কে ডাইরেক্টার নির্ব্বাচিত করেন। ইহাতে কার্য্যের সুবন্দোবস্ত হইলেও পরে সভ্যগণের আত্ম-বিচ্ছেদে দুইটী দলের সৃষ্টি হইয়া, ন্যাশান্যাল থিয়েটার সান্নালভবন হইতে স্থানান্তরিত হইল।

গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা।

অত্যল্পকাল মধ্যে উভয় দল পুনর্ব্বার সম্মিলিত হইয়া শ্রীযুক্ত ভুবন-মোহন নিয়োগীর সত্ত্বাধিকারীত্বে উপস্থিত মিনার্ভা থিয়েটারের জমীতে—"গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটার" নাম দিয়া বৃহৎ স্থায়ী রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। গিরিশ বাবু প্রথমে এ দলে ছিলেন না, পরে অনুরোধে পড়িয়া, মধ্যে মধ্যে অবৈতনিক (Amateur) ভাবে অভিনয় করিতেন। এই সময়ে তিনি বঙ্কিমবাবুর 'মৃণালিনী' নাটকাকারে পরিবর্ত্তিন করেন এবং মাউসি, Charitable dispensary, Hog & Bull প্রভৃতি কয়েকখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্যাণ্টোমাইনও অভিনয়ার্থে রচনা করিয়াছিলেন।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা।

এই সময়ে তাঁহার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় বিশেষ অনুরাগ জন্মে। প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের পুস্তক অধ্যয়নে প্রতিবাসী ও দীন-দরিদ্রগণকে বিনা ব্যয়ে ঔষধ ব্যবস্থা দানে আরোগ্য করিয়া এরূপ যশোলাভ করেন যে, একদিন পল্লীস্থ জনৈক ভদ্রব্যক্তি তাঁহার এক প্রবীণা আত্মীয়াকে গঙ্গাতীরস্থ করেন—গিরিশ বাবু রোগীকে দেখিয়া ঔষধ দিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু পাছে রোগী আরোগ্য লাভ করে ও তাঁহাকে

পুনরায় গৃহে আসিতে হয়, এই ভয়ে তিনি গিরিশবাবুর সহিত আর সাক্ষাৎ করিলেন না। বস্তুতঃ তাঁহার চিকিৎসার উপর তৎকালে সাধারণের বিশেষ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। কিন্তু তিনি যাহাদিগকে ঔষধ দিতেন, তাহাদিগকে যথাসময়ে ফলাফলের সংবাদ দিতে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিতেন—এমন কি, অনেক সময়ে ঔষধের ফলাফল জানিবার জন্য, অফিসের কার্য্যে তিনি অন্যমনস্ক হইতেন এবং রাত্রে তাঁহার ঔৎসুক্যবশতঃ নিদ্রার বিশেষ ব্যাঘাত হইত। কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তিই তাঁহাকে যথাসময়ে রোগীর অবস্থা জ্ঞাপন করিতে বিলম্ব করিত, কেহ বা সম্পূর্ণ নীরোগ হইয়া, আর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎই করিত না। এইরূপ নানা কারণে বিরক্ত হইয়া, তিনি উক্ত চিকিৎসা একেবারে পরিত্যাগ করেন।

শেষ জীবনে আবার বিশেষ উৎসাহের সহিত চিকিৎসা আরম্ভ করিয়াছিলেন। বহুসংখ্যক মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ও দীনদরিদ্র তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যে ও বিনা মূল্যে ঔষধ সেবনে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। অতি দরিদ্র পথ্যের নিমিত্ত সবল না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহ অর্থ সাহায্য পাইত।

অফিসের বড় সাহেব মিঃ অ্যাটকিন্‌সন গিরিশবাবুকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। গিরিশবাবুর তথায় ছয় বৎসর কার্য্যের পর, অ্যাটকিন্‌সন বিলাত গমন করিলে, অফিসের ছোট সাহেবের সহিত তাঁহার কথান্তর হওয়ায়, তিনি উক্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, "ইণ্ডিয়ান লিগের" হেড ক্লার্কের পদে নিযুক্ত হন। ছোটলাট টেম্পেল সাহেবের স্বায়ত্তশাসন প্রথা প্রবর্ত্তনের সময় বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন বিরুদ্ধ হওয়ায় মধ্যম শ্রেণীর প্রতিনিধি হইয়া এই ইণ্ডিয়ান লিগ বিশেষ কার্য্য করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগী, গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারের

ছাড়া দিলেন। অধ্যক্ষতার ভার গিরিশবাবু গ্রহণ করিলেন। এই সময় তিনি মেঘনাদবধ, পলাশীর যুদ্ধ, বিষবৃক্ষ, দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কাব্যোপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করেন এবং স্বয়ং আগমনী, অকালবোধন, দোল-লীলা প্রভৃতি কয়েকখানি গীতিনাট্যও অভিনয়ার্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার মেঘনাদ, রাম, ক্লাইব, নগেন্দ্রনাথ, জগৎসিংহ, পশুপতি প্রভৃতি ভূমিকার (part) অভিনয় দেখিয়া বিজ্ঞমণ্ডলী মুগ্ধ হইয়াছিলেন। মেঘনাদবধে তিনি মেঘনাদ ও রামের দুইটী ভূমিকাই অভিনয় করিতেন। এককালীন এই দুইটী বৈষম্য অংশ, এক ব্যক্তি দ্বারা তুল্যরূপ উৎকৃষ্টভাবে অভিনীত হইতে দেখিয়া, দর্শকমণ্ডলী যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন।

বিখ্যাত কল্পতরুপ্রণেতা সুরসিক শ্রীযুত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, শ্রীযুত অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত সাধারণী পত্রিকায় লিখিয়াছেন—"বঙ্গে গিরিশ অপেক্ষা যে কোন দেশে গ্যারিক অধিক ক্ষমতাশালী ছিল, ইহা আমাদের ধারণা হয় না।"

স্ত্রী-বিয়োগ।

ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রী বিয়োগ হয়। প্রথমে তাঁহাকে তাদৃশ বিচলিত হইতে দেখা যায় নাই। কিন্তু ক্রমে দিন দিন সেই শোক গাঢ় হইয়া, তাঁহাকে সকল কার্য্যে উদাসীন করিয়াছিল। তৎপূর্ব্বে তাঁহার নিকট যে সকল রচিত কবিতা, গীত বা পুস্তক অপ্রকাশিত হইয়া রক্ষিত ছিল, সে সকল, এমন কি—অধ্যয়নের নিমিত্ত পূর্ব্বে যে সকল মূল্যবান গ্রন্থাদি ক্রয় করিয়াছিলেন, সেগুলি পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। ক্রমে তিনি কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে, "ফ্রাইবার্গার কোম্পানীর" অফিসে বুককিপার হইয়া ভাগলপুরে গমন করেন। এই স্থানে তিনি অবসর মত ধুতুরা, আধার,

চাতক, শৈশব-বান্ধব, হলদীঘাটের যুদ্ধ প্রভৃতি কবিতা রচনা করেন। "নলিনী" নামক মাসিক পত্রিকায় এই সকল কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়। "হলদীঘাটের যুদ্ধ" কবিতা এত সুন্দর হইয়াছিল যে, অক্ষয় বাবু তাঁহার "সাধারণী" পত্রিকায় উক্ত কবিতা সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন,—'এরূপ গভীর শোকপূর্ণ কবিতা বঙ্গভাষায় বিরল।'

ভাগলপুর হইতে প্রত্যাগত হইয়া, তিনি "পার্কার কোম্পানীর" আফিসে দেড়শত টাকা বেতনে, বুককিপারের কার্য্যে প্রবৃত্ত হন।

গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে অধ্যক্ষতা।

কিছুদিন পরে প্রতাপচাঁদ জহুরী, "গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারের" সর্ব্বাধিকারী হইয়া, গিরিশবাবুকে ম্যানেজার হইবার নিমিত্ত, বিশেষ অনুরোধ করিলে, নাট্যানুরাগবশতঃ তিনি আফিসের কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক একশত টাকা বেতন গ্রহণ করিয়া, "গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারের" অধ্যক্ষতা গ্রহণ করিলেন। থিয়েটারের কার্য্যে তিনি এই প্রথম বেতনভোগী হইলেন। এখানে তাঁহার রচিত প্রথমে মায়া-তরু, পরে মোহিনী-প্রতিমা, আলাদিন, আনন্দরহো, রাবণ বধ, সীতার বনবাস, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস, অভিমন্যু বধ, সীতাহরণ, রামের বনবাস, সীতার বিবাহ, লক্ষ্মণ বর্জ্জন, মলিনমালা, ভোটমঙ্গল, ব্রজবিহার প্রভৃতি নাটক ও গীতিনাট্যাদি অভিনীত হয়। রাবণবধ তাঁহার প্রথম নাটক। রাবণ-বধ নাটকে মুগ্ধ হইয়া ইন্দ্রনাথ বাবু, গিরিশবাবুর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া একখানি পত্র লেখেন।

অতঃপর গিরিশ বাবু পণ্ডিতবর রমেশ চন্দ্র দত্তের "মাধবীকঙ্কণ" নাট্যাকারে পরিবর্ত্তিত করেন। গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটারে এই নাটক

গ্রহণ করিয়া অভিনয়কুশলতার চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অবশেষে অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের বেতনবৃদ্ধি লইয়া জহুরী মহাশয়ের সহিত গিরিশ বাবুর মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। তাহার ফলে তিনি গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটারের সংস্রব পরিত্যাগ করেন।

এই সময় গুর্মুখ রায় নামক জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির সত্ত্বাধিকারীত্বে ষ্টার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা গিরিশবাবু, শ্রীযুত অমৃতলাল বসু, অমৃতলাল মিত্র ও গিরিশবাবুর অধ্যক্ষতা। প্রভৃতিকে লইয়া নূতন সম্প্রদায় গঠন পূর্ব্বক "ষ্টার" থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন। সে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের কথা। বিডন ষ্ট্রীটের ৬৮ নং বাটীতে এই নব রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। "ষ্টার" থিয়েটারে প্রথমে গিরিশবাবুর দক্ষযজ্ঞ, ধ্রুবচরিত্র ও নলদময়ন্তী অভিনীত হয়। দক্ষযজ্ঞ নাটকে দশমহাবিদ্যার আবির্ভাব এবং নলদময়ন্তীতে কমলকোরক প্রস্ফুটিত হইয়া অপ্সরাগণের প্রকাশ প্রভৃতি কতকগুলি বৈজ্ঞানিক শিল্প রঙ্গমঞ্চে প্রবর্ত্তিত করিয়া গিরিশ বাবু এ সময় রঙ্গালয়ের বিশেষ সৌন্দর্য্য সাধন করিয়াছিলেন।

কিছুদিন পরে গুর্মুখ রায় মহাশয় থিয়েটার ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। তখন গিরিশ বাবুর সৎপরামর্শ ও সাহায্যে বর্ত্তমান "ষ্টার থিয়েটারের" সত্ত্বাধিকারীগণ উক্ত রঙ্গালয়ের সত্ত্ব ক্রয় করিয়া লইলেন। অতঃপর যথাক্রমে গিরিশ বাবুর শ্রীবৎস চিন্তা, কমলেকামিনী, বৃষকেতু, চৈতন্যলীলা, নিমাই সন্ন্যাস, প্রহ্লাদচরিত্র, প্রভাসযজ্ঞ, হীরার ফুল, বুদ্ধদেব চরিত, বিল্বমঙ্গল, বেল্লিকবাজার, রূপসনাতন প্রভৃতি নাটকগুলি অভিনীত হইতে লাগিল। এই সকল নাটকের অভিনয় করিয়া "ষ্টার" থিয়েটার বঙ্গবাসীর পরম আদরের হইয়া উঠিল।

গিরিশ বাবু এই সময় নব ছন্দে, নূতন নাটক রচনায় ও নাটক অভিনয়ে সম্পূর্ণ নূতন, উন্নত ও মার্জ্জিত প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিয়া,

গিরিশচন্দ্রের চরিত্র-চিত্র।



সৌন্দর্য্য দর্শন।

পৃঃ—৩১

সমগ্র বঙ্গবাসীকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার পৌরাণিক নাটকের জীবন্ত মোহিনী-শক্তিতে শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রাণে হিন্দু-পুরাণের আদর, হিন্দু ধর্ম্মের আদর আবার নূতনভাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল।

"ষ্টার" থিয়েটারে যখন চৈতন্যলীলা, নিমাইসন্ন্যাস, বুদ্ধদেব, বিল্বমঙ্গল, রূপসনাতন প্রভৃতি ভক্তিরসমূলক নাটকগুলির অভিনয় হইতে-. তখন বঙ্গদেশে এক যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল। এই সকল ক পাশ্চাত্যশিক্ষাভিমানী নব্যবঙ্গ ও মুণ্ডিতমস্তক তিলকধারী ..বকে একাসনে বসাইয়া কাঁদাইয়াছিল। নাট্যশালাকে এ সময় বঙ্গবাসী ধর্ম্মশালার চক্ষে দেখিয়া যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। "চৈতন্যলীলার" অভিনয়ে সমগ্র বঙ্গভূমি হরিনামে মাতিয়া উঠিয়াছিল। বঙ্গের ভক্তভূমি নবদ্বীপেও "চৈতন্যলীলার" প্রভাব বিঘোষিত হইয়াছিল।

নবদ্বীপের সুবিখ্যাত পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় চৈতন্যলীলার অভিনয়দর্শনের নিমন্ত্রণ-পত্র পাইয়া ও উক্ত নাটকের দেশব্যাপী সুখ্যাতি শুনিয়া তাঁহার পুত্র পণ্ডিত মথুরনাথ পদরত্নকে বলেন,—"হাঁরে! থিয়েটারে চৈতন্যলীলা হোচ্চে কি! তবে কি আবার গৌর এলো? একবার কোল্‌কাতা গিয়ে দেখে আয়তো।"

মথুরনাথ কলিকাতায় আসিয়া "চৈতন্যলীলা"র অভিনয় দর্শনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অভিনয়ান্তে তিনি উন্মত্তের ন্যায় নাট্যকারের পদধূলি লইতে উদ্যত হইয়াছিলেন! পুনঃপুনঃ বলিয়াছিলেন,—"তোর মনোবাঞ্ছা গৌর পূর্ণ করবেন।

শুভক্ষণে গিরিশবাবু "চৈতন্যলীলা" লিখিয়াছিলেন। এ সময়ে তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের মহা পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। যৌবনে গিরিশ বাবুর হিন্দুধর্ম্মে তাদৃশ শ্রদ্ধা না থাকায়, তিনি প্রায়ই আদি ব্রাহ্ম

সমাজে উপাসনাদিতে যোগদান করিতেন। একদা আদি ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের দিন প্রথমে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরে বেচারাম বাবু তৎপরে পূর্ব্ববঙ্গদেশীয় জনৈক প্রচারক বক্তৃতা করেন। পরদিবস সুপ্রসিদ্ধ কেশব সেনের বাটীতে আদি ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতাদি সম্বন্ধে আন্দোলন হইতেছিল। কেশব বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"বেচারাম বাবু কেমন বলিলেন?" একজন উত্তর করিলেন, "অতি সুন্দর।" কেশব বাবু পুনরায় পূর্ব্ববঙ্গদেশীয় প্রচারকের উদ্দেশে বলিলেন,—"বাঙ্গালটা কেমন বলিল?" গিরিশ বাবু কেশববাবুর বাটীতে সেদিন উপস্থিত ছিলেন। তিনি কেশব বাবুর মুখে উপেক্ষার সহিত "বাঙ্গালটা" এরূপ রূঢ়বাক্য শ্রবণে বড়ই ক্ষুব্ধ হইলেন এবং ভাবিলেন "এই কি ভ্রাতৃভাব!" সে এক ঘোর ধর্ম্ম-বিপ্লবের দিন! সনাতন ধর্ম্মে অনাস্থা,—চতুর্দ্দিকে নব নব মত উত্থিত। কি সত্য—কি মিথ্যা স্থির করিতে না পারিয়া যুবা গিরিশচন্দ্র নাস্তিক হইয়া উঠেন। সাধু সন্ন্যাসীরা অত্যাচার ভয়ে তাঁহাকে যমের ন্যায় ভয় করিত। গিরিশ বাবু মনে মনে এই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন,—যদি ঈশ্বর থাকেন এবং ধর্ম্ম মানব জীবনের অতি প্রয়োজন বস্তু হয়, তাহা হইলে জীবনধারণের অতি আবশ্যকীয় জল, বায়ু ও আলোক যেমন যথেষ্ট রহিয়াছে, ধর্ম্ম তদপেক্ষা সুলভ লভ্য হইত। "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং" হইয়া থাকিত না। কিন্তু নাস্তিক অবস্থাতেও পিতৃদেবের উপর অচল ভক্তিবশতঃ তিনি গঙ্গাস্নান করিতেন, স্বর্গীয় পিতার উদ্দেশে "রামতর্পণের" মন্ত্রপাঠে, তিন অঞ্জলি করিয়া জল প্রদান করিতেন। ভাবিতেন—"জল দি, কি জানি সত্যই যদি পিতার কোন কার্য্য হয়।" যথাসময়ে সাধক রামকৃষ্ণ ষ্টার থিয়েটারে "চৈতন্যলীলায়" অভিনয় দেখিতে আসিয়া গিরিশ-চন্দ্রকে পদাশ্রয় দিলেন। গিরিশ বাবু বুঝিলেন, সত্যই ধর্ম্ম অতি সুলভ, নচেৎ ধর্ম্ম লইয়া থিয়েটারে তাঁহার নিমিত্ত কে উপস্থিত হইবে?

রামকৃষ্ণ তাঁহার অন্তরের সকল সন্দেহ মোচন করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রভাবে গিরিশবাবু কালে একজন পরম ধার্মিক বলিয়া পরিগণিত হন,—তখন হিন্দু দেব-দেবীর নুড়িটী পর্য্যন্ত তাঁহার চক্ষে প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ গণ্য হইত। রামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "গিরিশের বুদ্ধি পাঁচসিকে পাঁচ আনা—তার বিশ্বাস আঁকড়ে পাওয়া যায় না।"

"চৈতন্যলীলা" অভিনয়ের পর হইতেই সাধারণে গিরিশ বাবুকে ভক্তির চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তৎপরে নিমাইসন্ন্যাস বুদ্ধদেব ও বিল্বমঙ্গলের অভিনয় দর্শনে, সে ভক্তি আরও দৃঢ় হয়। "নিমাইসন্ন্যাস-অভিনয় দর্শনে, রামকৃষ্ণ গিরিশ বাবুকে উন্মত্তভাবে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। "বুদ্ধদেবচরিত" অভিনয় দেখিয়া স্যার এডুইন আর্‌নোল্ড বঙ্গ নাট্যশিল্পের উন্নতিকল্পে গিরিশ বাবুর যত্ন উদ্যম ও অভিজ্ঞতার যথেষ্ট গুণকীর্ত্তন করেন। এমন কি তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তের একস্থানে লিখিত আছে,—"যদিচ বাঙ্গালা রঙ্গভূমির দৃশ্যপটাদি দেখিয়া, বিলাতী থিয়েটারের অধ্যক্ষেরা হাস্য করিবেন, কিন্তু গভীর ভাবাপন্ন নাটকাদিনেহ ও অভিনয় চাতুর্য্য দেখিয়া নিশ্চয় চমৎকৃত হইবেন।" বুদ্ধদেব অভিনয় দর্শনে, সুপ্রসিদ্ধ জমীদার স্বর্গীয় রায় নন্দলাল বসু বাহাদুর মহাশয়ের জীবহিংসার এতদূর বিরাগ জন্মিয়াছিল যে, সেই বৎসর হইতে তাঁহার বাটীতে ৺পূজায় বলি বন্ধ করিয়া দেন। বিল্বমঙ্গল পাঠে বিশ্ববিখ্যাত বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন,—"আমি এরূপ উচ্চভাবের গ্রন্থ কখনও পড়ি নাই।" ভূতপূর্ব্ব গভর্নর জেনারেলপত্নী লেডী ডাফরিণের ভারতীয় পুস্তকেও গিরিশ বাবুর কর্ত্তৃত্বাধীন থিয়েটার প্রশংসার সহিত উল্লিখিত আছে। সমাজকে লক্ষ্য করিয়া গিরিশ বাবু প্রথমে "বেল্লিকবাজার" প্রহসন রচনা করেন। ইহাতে যথেষ্ট শিক্ষা এবং শ্লেষ থাকিলেও ব্যক্তিগত বিদ্রূপ নাই। কোনও ব্যক্তিবিশেষকে লক্ষ্য করিয়া শ্লেষ তাঁহার রুচিবিরুদ্ধ ছিল। তাঁহার রচিত কোনও

গিরিশচন্দ্রের চরিত্র-চিত্র।



গম্ভীর চিন্তা।

সামাজিক নক্সা সে দোষে-দূষিত নয়। বেল্লিক বাজারে তিনি যে একটী নূতন ধরণের পঞ্চরংএর সৃষ্টি করেন, সেই অনুকরণে আধুনিক নক্সাসমূহ রঙ্গালয়সমূহে রচিত হইতেছে।

এমারেল্ড থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা ও গিরিশ বাবুর অধ্যক্ষতা।

অতঃপর কলিকাতার স্বনামখ্যাত ধনকুবের কলুটোলার সুপ্রসিদ্ধ শীলবংশধর ৺গোপাললাল শীল উক্ত নাট্যশালা—যে বাটীতে ষ্টার থিয়েটার সম্প্রদায় অভিনয় করিয়াছিলেন—ক্রয় করিয়া নব সম্প্রদায় গঠনে "এমারেল্ড থিয়েটার" নাম দিয়া অভিনয় চালাইতে লাগিলেন।

এদিকে গিরিশ বাবুর নেতৃত্বাধীনে "ষ্টার" সম্প্রদায় নূতন নাট্যশালা নির্ম্মাণের জন্য হাতীবাগানে জমী ক্রয় করিলেন। রঙ্গালয় নির্ম্মিত হইতেছে, এমন সময় গোপাললাল শীল গিরিশ বাবুকে তাঁহার থিয়েটারের ম্যানেজার হইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। এই প্রস্তাবে গিরিশ বাবু ভাবিলেন,—গোপাল বাবু 'বোনাস' স্বরূপ তাঁহাকে কুড়ি হাজার টাকা দিতে চাহিতেছেন—সেই অর্থে তাঁহার ষ্টার থিয়েটারের প্রিয়শিষ্যদের অর্থাভাব ঘুচিয়া, নির্ব্বিঘ্নে রঙ্গালয় প্রস্তুত হইবে। তাঁহার শিক্ষাতে তাঁহারা কার্য্যক্ষম হইয়াছে—কার্য্য চালাইতেও পারিবে। কিন্তু না যাইলেও গোপাল বাবুর কোপে পড়িতে হয়। গোপালবাবু পরম্পরায় প্রকাশ করিতেছিলেন যে, গিরিশ বাবু ২০ হাজার টাকা লইয়া, এমারেল্ড থিয়েটারের ম্যানেজার হন ভাল—নচেৎ তিনি ঐ ২০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া, ষ্টার থিয়েটারের সমস্ত অভিনেতা ও অভিনেত্রী ভাঙ্গাইয়া লইবেন। এইরূপ সঙ্কটে পড়িয়া গিরিশ বাবু, গোপাল বাবুর নিকট ২০ হাজার টাকা বোনাস ও ৩৬১৲ টাকা মাসিক বেতনে থিয়েটারে প্রবেশ করিলেন। শিষ্যবৎসল গিরিশ-বাবু উক্ত কুড়ি হাজার টাকা হইতে ১৬ হাজার টাকা শিষ্যদের নিঃস্বার্থভাবে দান করিয়া, রঙ্গালয় নির্ম্মাণের ব্যয়সঙ্কুলন করেন;

এবং স্বত্বাধিকারিগণকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া বলেন,—'তোমরা ভদ্রসন্তান, নানা প্রোপ্রাইটার কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া, এক্ষণে ঈশ্বরের ইচ্ছায় স্বাধীন হইলে। আমার অনুরোধ, যে সকল ভদ্রসন্তান তোমাদের আশ্রয় গ্রহণ করিবে, তাহারা যেন কোনরূপ লাঞ্ছিত না হয়।'

এমারেল্ড থিয়েটারের কার্য্যকালে, গিরিশবাবুর পূর্ণচন্দ্র ও বিষাদ নামে দুইখানি নাটক অভিনীত হয়। দুইখানি নাটকই আজি পর্য্যন্ত নাট্যামোদিগণের নিকট পরম আদরের জিনিষ হইয়া রহিয়াছে। "পূর্ণচন্দ্র" অভিনয় দর্শনে সুপ্রসিদ্ধ "রেজ এণ্ড রাইয়েৎ" পত্রের প্রতিভাশালী সম্পাদক ডাক্তার শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন,—"এক 'পূর্ণচন্দ্রে' গোপালবাবুর ২০ হাজার টাকার উপর আদায় হইয়াছে।" দুই বৎসরের পর গোপালবাবুর সখ মিটিয়া গেল, তিনি উক্ত নাট্যশালা বাবু মতিলাল শূর প্রভৃতি কয়েকজন অভিনেতাকে ভাড়া দিলেন। এই স্থানে গিরিশ বাবুর সহিত গোপালবাবুর কার্য্য-সম্বন্ধ ফুরাইল। তিনি পুনরায় ষ্টার থিয়েটারে আসিয়া ম্যানেজারের পদ গ্রহণ করিলেন।

ষ্টারে পুনরাগমন এবং সাহিত্য-চর্চ্চা।

ষ্টার থিয়েটারে কার্য্যকালীন তাঁহার বিজ্ঞানশিক্ষার বিশেষ অনুরাগ হওয়ায় তিনি সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞান সভার (Science association) সভ্য হইয়া প্রতি লেক্‌চারে যোগদান করিতে লাগিলেন। লেক্‌চারের দিবস নির্দ্দিষ্ট সময়ে তিন চারি ঘণ্টা পূর্ব্বে উপস্থিত হইয়া লেক্‌চারের উপযোগী যন্ত্রাদি ও গ্যাস প্রস্তুতের কার্য্যে ~~পর্য্যবেক্ষণ করি~~বার নিমিত্ত, তিনি তথায় শিশি-পরিষ্কারের কার্য্য পর্য্যন্ত করিতেন। কিয়ৎকাল নিয়মিত লেক্‌চারে যোগদান ও বহু বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া বিজ্ঞান-শাস্ত্রে স্থূলতঃ জ্ঞানলাভ করেন।

গিরিশবাবুর উৎসাহ ও প্রতিভাদর্শনে, ডাক্তার সরকার সেই সময় হইতে বরাবরই গিরিশবাবুকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। তৎপরে কয়েকখানি মাসিক পত্রিকায় তাঁহার কতকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও বাহির হইয়াছিল। এবার ষ্টারে আসিয়া প্রথমে তিনি "প্রফুল্ল" নাটক অভিনয়ার্থ রচনা করেন। এই সর্ব্বজন প্রশংসিত নাটকের সমালোচনা "ষ্টেট্সম্যান" পত্রিকায় ধারাবাহিক তিন দিবস বাহির হয়। এরূপ সমালোচনা, দেশীয় কোন পুস্তকের এতাবৎ ঘটে নাই। তৎপরে হীরার হারানিধি, চণ্ড ও মহাপূজা অভিনীত হয়। এই সময়ে অল্প দিনের মধ্যে তাঁহার দুইটী কন্যা-বিয়োগ ও কিছুদিন পরে দ্বিতীয়া পত্নীর মৃত্যু হওয়ায়, থিয়েটারে নিয়মিতরূপে যাইতে পারিতেন না। অথাচ "মলিনা-বিকাশ" নামে একখানি গীতিনাট্য অভিনয়ার্থ সে সময়ে লিখিয়া দেন। দুর্ঘটনা-স্রোত তখনও তাঁহার উপর বহিতেছিল; দ্বিতীয় পক্ষের অবশিষ্ট পুত্র সন্তানটীর সংঘাতিক পীড়া,—গিরিশবাবুও স্বয়ং কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার রুগ্ন পুত্রটী লইয়া মধুপুরে বায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত গমন করেন। কয়েকদিন পরেই শিশু পুত্রের মৃত্যু হয়।

"মিনার্ভা" থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা।

গিরিশবাবুর মধুপুর হইতে প্রত্যাগমনের অল্পদিন পরেই ৺প্রসন্নকুমার ঠাকুর মহোদয়ের দৌহিত্র বাবু নগেন্দ্রভূষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, গিরিশবাবুকে লইয়া ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে "মিনার্ভা থিয়েটার" নামে একটী নূতন রঙ্গালয় সংস্থাপিত করিলেন। গিরিশবাবু মহাকবি সেক্সপিয়ারের 'ম্যাকবেথ' নাটকের বঙ্গানুবাদ করিয়া অভিনয় আরম্ভ করেন; ম্যাকবেথ নাটকের ডাকিনীর (witch) ভাষার বঙ্গানুবাদ অসাধ্য বলিয়া বহু শিক্ষিত ব্যক্তির সংস্কার ছিল। গিরিশবাবু সেই কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া এই অনুবাদকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। অনুবাদে এরূপ কৃতিত্ব

'মৃণালিনী' নাটকে



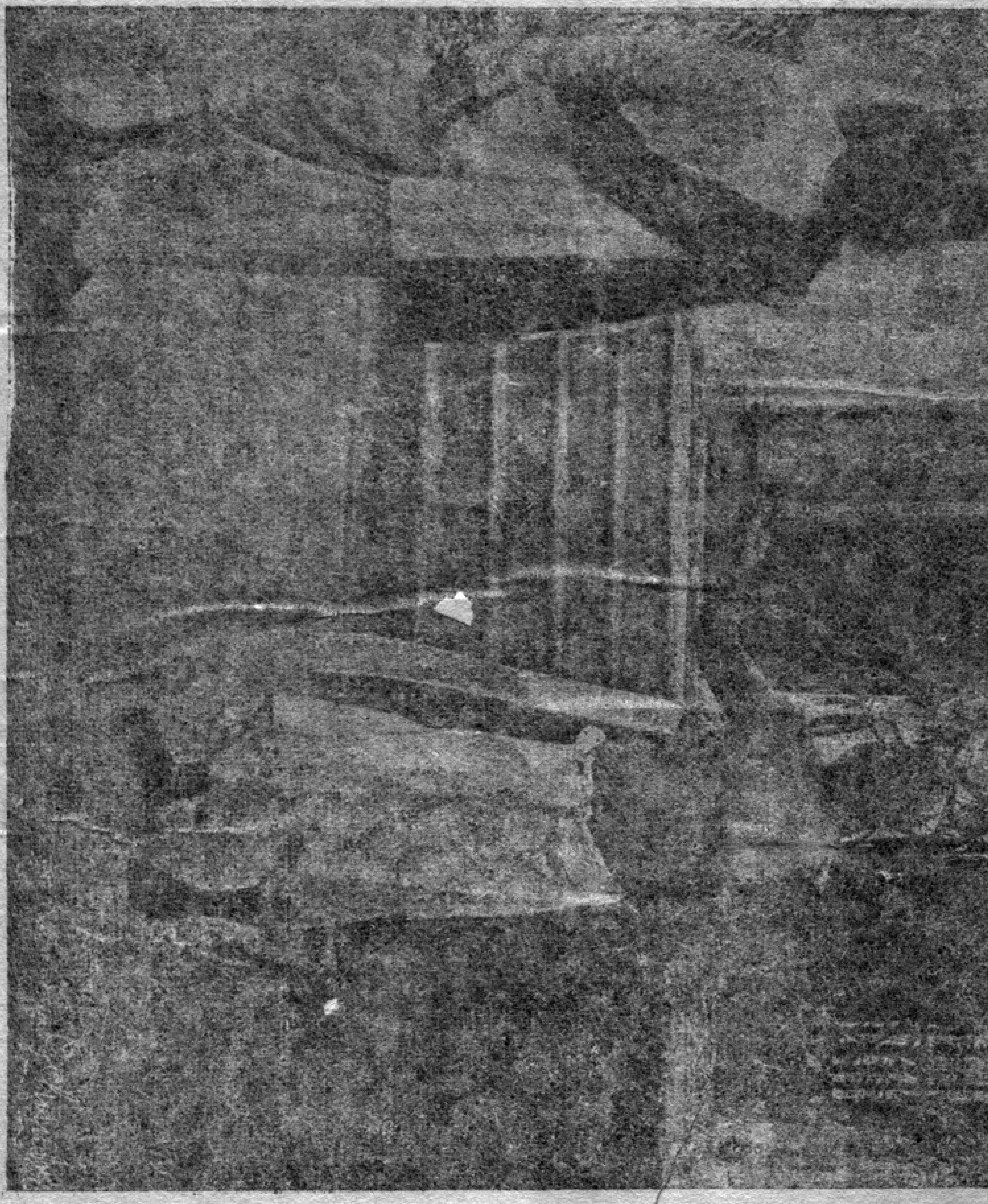
পশুপতির ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র।

পৃঃ—৩৯

দেখাইয়াছিলেন যে, সেই সময় হইতেই তিনি পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট ইংরাজী সাহিত্যে বিশেষ পারদর্শী বলিয়া পরিচিত হন। ম্যাকবেথ নাটকের প্রত্যেক ভূমিকার বিশেষতঃ লেডী ম্যাকবেথের নিখুঁত অভিনয়ে গিরিশবাবুর অদ্ভুত অনুবাদশক্তি এবং আশ্চর্য্য শিক্ষাপ্রণালী ও অভিনয়-কৌশল দর্শনে কি শত্রু কি মিত্র উভয় পক্ষই বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এমন কি, যাঁহারা গিরিশবাবুর একান্ত অপক্ষপাতী তাঁহাদেরও আশ্চর্য্যের সীমা ছিল না। গিরিশবাবু স্বয়ং ম্যাকবেথের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। "ইংলিশম্যানের" সম্পাদক অভিনয় দর্শনে লেখেন,—"A Bengali Thane of Cawder, is lively suggestion of incougruity, but the reality is an admirable reproduction of all the conventions, of an English stage." ক্লাসিক থিয়েটারে যৎকালে ম্যাকবেথের পুনরভিনয় হয়, সে সময়ে হাইকোর্টের বিচারপতিদ্বয় মহামান্য শ্রীযুত চন্দ্রমাধব ঘোষ ও শ্রীযুত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এক্সাইজ ডিপার্টমেণ্টের সর্ব্বময়কর্ত্তা সুবিখ্যাত কে, জি, গুপ্ত এবং সুপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার পি, এল, রায় একযোগে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন,—"To translate the inimitable language of Shakespeare was a task of no ordinary difficulty; but Babu Girish Chunder Ghose has performed that difficult task very creditably on the whole, and his translation is in many places quite worthy of the original."

ম্যাকবেথ অভিনয়ে নাট্যশিল্পের বহু উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। গিরিশবাবু বিখ্যাত চিত্রকর উইলিয়ার্ড সাহেবকে নিযুক্ত করিয়া সমস্ত চিত্রপট অঙ্কিত করাইয়াছিলেন। তিনি পিম সাহেবকে রঞ্জক (Painter) করাইয়া আধুনিক রঙ্গালয়ে সাজসজ্জানৈপুণ্যেরও অনেক উৎকর্ষসাধন করিয়াছিলেন। এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয়দর্শনে শিক্ষিত সমাজ যথেষ্ট সুখ্যাতি করিলেও বিদেশীয় নাটক বলিয়া

'প্রফুল্ল' নাটকে



'যোগেশে'র ভূমিকায়—গিরিশচন্দ্র।

পৃঃ—৪৩

যাঁহারা সিরাজের প্রকৃত চিত্র দর্শন করিতে অভিলাষী তাঁহারা "সিরাজ-দ্দৌল্লা" নাটকপাঠে বুঝিবেন,— "রাজ্যাভিষেকের পর সিরাজদ্দৌলার অল্পবয়স্কতাজনিত মানসিক অস্থিরতামাত্র ছিল, তাহার আর কোন দোষ ছিল না, বরং তিনি দয়ার্দ্র, ক্ষমাশীল ও প্রজাহিতৈষী ছিলেন; কেবল শত্রুপক্ষ এবং বিশ্বাসঘাতক বন্ধুবর্গ তাঁহাকে চারিদিক হইতে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তাঁহার শোচনীয় পরিণাম সাধন করিয়াছিল।"

গ্রন্থকারের পরম সুহৃদ্ এবং "পলাশীর যুদ্ধ, কুরুক্ষেত্র" প্রভৃতি কাব্যপ্রণেতা মহাকবি নবীনচন্দ্র সেন, "সিরাজদ্দৌলা" পাঠে গিরিশ বাবুকে রেঙ্গুন হইতে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, পাঠকগণের প্রীতির নিমিত্ত তাহা অবিকল উদ্ধৃত করিলাম।

"ভাই গিরিশ,

২০ বৎসর বয়সে "পলাশীর যুদ্ধ" লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। ৬০ বৎসর বয়সে তুমি "সিরাজদ্দৌলা" লিখিয়াছ শুনিয়া তাহার একখানি আনাইয়া এইমাত্র পড়া শেষ করিয়াছি! তুমি আমার অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী, আমার অপেক্ষা অধিক ভাগ্যবান্। আমি যখন পলাশীর যুদ্ধ লিখি তখন সিরাজের শত্রু-চিত্রিত আলেখ্যই আমাদের একমাত্র অবলম্বন ছিল। শ্রীভগবান্ তোমাকে আরও দীর্ঘজীবী করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের মুখ আরও উজ্জ্বল করুন!

আমি নবযুবক সিরাজের পত্নীর মুখে শোক সঙ্গীত নবম সংস্করণ পলাশীর যুদ্ধে দিয়াছিলাম। শোকের সময়ে সঙ্গীত মুখে আসে কি না, বড় সন্দেহের কথা বলিয়া বঙ্কিমবাবু বলিয়াছিলেন। সে [illegible] আমি সঙ্গীত পরে উঠাইয়া দিয়াছিলাম। তুমি চিরদিন তোমার [illegible] দেখিলাম, তুমি সেই সন্দিগ্ধ পথ অবলম্বন করিয়াছ।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী

(সাঃ) শ্রীনবীনচন্দ্র সেন।"

সাধারণ দর্শক-মণ্ডলীর (mob class) "ম্যাক্‌বেথ" সেরূপ প্রীতি-কর হয় নাই। এ নিমিত্ত ক্রমশঃ আয়ের হ্রাস হওয়ায়, ম্যাক্‌-বেথের অভিনয় বন্ধ হইল। সেই সঙ্গে গিরিশবাবুর একে একে সেক্সপিয়ারের নাটকগুলির বঙ্গানুবাদ বাসনা, মনে মনে বিলীন হইল। বঙ্গদেশের দুর্ভাগ্য, তাই বঙ্গনাট্যশালার নাট্যকারকে শ্রোতার মুখ চাহিয়া নাটক লিখিতে হয়! নাট্যকারের অল্প-আয়াসে রচিত "আবুহোসেন" কৌতুক-গীতিনাট্যের অভিনয় রজনীতে দর্শকবৃন্দের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত মহা-উল্লাসে হাস্য ও করতালিধ্বনিতে রঙ্গালয় কম্পিত হইতে দেখিয়া, ম্যাক্‌বেথ-অনুবাদক আবুহোসেনের রচয়িতা হইয়াও সাধারণের রুচিদর্শনে সাতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন।

বিবিধ রচনা ও অন্যান্য ঘটনা।

ইহার পর গিরিশবাবুর মুকুলমুঞ্জরা, আবুহোসেন ও জনার অভিনয়ে থিয়েটারের দিন দিন প্রচুর পরিমাণে আয় বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যথাক্রমে মিনার্ভার নিমিত্ত তিনি সপ্তমীতে বিসর্জ্জন, বড়দিনের বখ্‌সিস্‌, স্বপ্নের ফুল, করমেতি বাই, সভ্যতার পাণ্ডা, ফণির মণি ও পাঁচকনে নাটকাদি রচনা করেন। "করমেতি বাই" নাটকে তিনি, যথেষ্ট অর্থব্যয়ে "আমেরিকান প্যানোরমা" প্রস্তুত করাইয়া দেবদেবীর আবির্ভাব, মেঘনাদবধে স্বর্গনরক, সভ্যতার পাণ্ডায় ষড়ঋতুর আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখাইয়া চিত্রশিল্পের ক্রমোন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন।

এ সংবাদ প্রচার হইবামাত্র, ষ্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারীগণ গিরিশবাবুর বাটীতে যাইয়া তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে নিজ সম্প্রদায়ের নাট্যাচার্য্যরূপে বরণ করিলেন। তৎকালীন তাঁহাদের নাটক লিখিবার লোক ছিল না,—সে অভাব দূর হইল। সেই সময় হইতে তিনি নাট্যজগতে, নাট্যাচার্য্য হইয়া প্রথম ষ্টার থিয়েটারে কালাপাহাড়, পারস্য-প্রসূন হীরক জুবিলী ও মায়াবসান, পরে ক্লাসিক

থিয়েটারের দেলদার ও পাণ্ডব-গৌরব প্রণয়ন করেন। ইহার পর কয়েক মাস মিনার্ভা থিয়েটারের অধ্যক্ষ হইয়া, বঙ্কিমবাবুর সীতারাম নাটকের গ্রথিত এবং মণিহরণ ও নন্দদুলাল নামে দুইখানি গীতিনাট্য রচনা করিয়া, পুনরায় ক্লাসিকে মনের মতন, অশ্রুধারা, শাস্তি, অভিশাপ, ভ্রান্তি, আয়না ও সংনাম নাটকাদি প্রণয়ন এবং বঙ্কিমবাবুর কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী দ্বিতীয়বার নাটকাকারে পরিবর্তিত করেন। গৌরবের সহিত পরিচালিত হইয়াও দুর্দ্দৈব বশতঃ কয়েক বৎসর পরে নানা কারণে ক্লাসিক থিয়েটারে বিশৃঙ্খল ঘটায়, গিরিশবাবু উক্ত থিয়েটার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। মিনার্ভা থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ তাঁহাকে সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন।

মিনার্ভায় আসিয়া তিনি ক্রমান্বয়ে হর-গৌরী, বলিদান, সিরাজদ্দৌলা, বাসর, মীরকাশিম, শাস্তি-কি-শান্তি, অশোক, শঙ্করাচার্য্য, ঝকমারি, তপোবন প্রভৃতি নাটকাদি রচনা এবং বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশনন্দিনী দ্বিতীয়বার নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করেন। হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি পণ্ডিতবর শ্রীযুত সারদাচরণ মিত্র মহোদয়ের উৎসাহে গিরিশবাবু বলিদান নাটক রচনা করেন। বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের বরপণের মাত্রা কিরূপ অসম্ভব চড়িয়া উঠিয়াছে ও তাহার ফলে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে কন্যার বিবাহ দেওয়া কিরূপ দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে এবং তজ্জন্য সমাজের কিরূপ ঘোর অনিষ্ট হইতেছে, গ্রন্থকার তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার সাহায্যে, অতি সুন্দররূপে তাহা এই নাটকে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

"সিরাজদ্দৌলা" ও "মীরকাসিম" নাটক দুইখানি গিরিশবাবুর শেষ বয়সের অমূল্যরত্ন। সাহিত্য, ইতিহাস ও নাট্য—এই তিনের এমন উৎকৃষ্ট সমবায় আর কোনও নাটকে নাই। বিদেশী ইতিহাসে হতভাগ্য সিরাজদ্দৌলার চরিত্র বিকৃতবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু

সিরাজদ্দৌলা নাটকে যে সকল ঘটনা অঙ্কুরিত, মীরকাসিম নাটকে তাহার পূর্ণ বিকাশ। গ্রন্থকার তাঁহার পরিণত বয়সের সকল শক্তি ও আগ্রহ তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও অনন্যসাধারণ লিপিকুশলতায় এই নাটকখানিকে তাঁহার স্বকীয় কীর্ত্তিস্তম্ভে পরিণত করিয়াছেন, এই স্তম্ভের বনিয়াদ হইতে চূড়া পর্য্যন্ত স্বদেশপ্রেমের পাকাসোণায় গঠিত।

'তপোবল' গিরিশ বাবুর শেষ পৌরাণিক নাটক; ইহাই তাঁহার শেষ দান!—মৃত্যুর পূর্ব্বে গিরিশ বাবু আর একখানি সামাজিক নাটক আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার চতুর্থ অঙ্কের বেশী লেখা হয় নাই; শেষ অঙ্কটী গিরিশ বাবুর পরমাত্মীয় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সম্পূর্ণ করিয়াছেন। গত ৫ই আশ্বিন তারিখে 'মিনার্ভা' থিয়েটারে গিরিশ বাবুর এই শেষকীর্ত্তি—শেষ সামাজিক নাটক 'গৃহলক্ষ্মী' প্রথম অভিনীত হইয়াছে।

ভূতপূর্ব্ব মিলিটারী সেক্রেটারী লর্ড উইলিয়ম উইল্‌সিয়ম বেরেফোর্ড ও লাট দরবারের ল মেম্বার স্কেবল সাহেব গিরিশবাবুর গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত মিত্রভাবে ব্যবহার করিতেন। চট্টগ্রামের ভূতপূর্ব্ব কমিশনার সুপ্রসিদ্ধ সিবিলিয়ান স্কাইন সাহেব, গিরিশবাবুর এরূপ পক্ষপাতী হন যে, বিলাতের প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও অভিনেতাদের রাজসম্মানের ন্যায় গিশিবাবুকে "সি আই ই" উপাধি প্রদানের নিমিত্ত, লাটদরবারে প্রস্তাব উত্থাপন করেন, কিন্তু বারাঙ্গনা লইয়া নাট্যশালা পরিচালনের নিমিত্ত আপত্তি উঠায় সে প্রস্তাব অনুমোদিত হয় নাই। এ নিমিত্ত গুণগ্রাহী স্কাইন সাহেব দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন,—How little the world knows of its gretatest men. অর্থাৎ জগতে যাহারা বড় হয়, সাধারণের নিকট তাহারা অল্পই পরিচিত।

ইঁহারা পাঁচ ভ্রাতা এবং ছয় ভগ্নী ছিলেন; গিরিশবাবুর উভয় পক্ষের স্ত্রীর গর্ভে অনেকগুলি পুত্র কন্যাও জন্মিয়াছিল।—উপস্থিত

তাঁহার এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী, একটী ভ্রাতা এবং একমাত্র পুত্র ব্যতীত কেহ আর জীবিত নাই। ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, ইনি হাই-কোর্টের উকীল এবং পুত্র—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানি বাবু)—নাট্যামোদীগণমাত্রেই জানেন, সুরেন্দ্র বাবু বঙ্গনাট্যশালার একজন সুপ্রসিদ্ধ প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা।

গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালীর গৌরব, বাঙ্গালা দেশের সমুজ্জ্বল রত্নভূষণ। গিরিশচন্দ্রের জীবন প্রতিভার দান। তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে নব-যুগের প্রবর্ত্তক। নানা পথে, নানা ভাবে, নানা

চরিত্র-চিত্র।

ভাবে, নানা উপাদানে, নানা উপকরণে গিরিশচন্দ্র সাহিত্যের পূজা করিয়াছেন। তিনি সাহিত্য-জননীর চরণে যে অর্ঘ প্রদান করিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব, অমূল্য, অতুলনীয়। গিরিশচন্দ্রের প্রদত্ত এই অর্ঘরাজি—অমূল্য নাট্যরত্নাবলী—মার ভাণ্ডারের অপূর্ব্ব সম্পদ; ভাগ্যবান্ সুকৃতিশালী পুত্রপ্রদত্ত এই অপূর্ব্ব রত্নরাশি ভাণ্ডার-জাত করিয়া জননী বঙ্গভাষা আজ গৌরবান্বিতা;—এমন কৃতিমান পুত্রের বিয়োগে আজ তিনি শোক দুঃখে মুহ্যমানা।

গিরিশ-সৃষ্ট সাহিত্যের মূল উৎস গিরিশের প্রতিভা। প্রতিভার বলেই তিনি সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ, নাট্যকলাকুশল, নাট্যাচার্য্য, নাট্য-জগতের চক্রবর্ত্তী সম্রাট, সাহিত্যের উজ্জ্বল কোহিনূর, সর্ব্ববাদিসম্মত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ সুপণ্ডিত। গিরিশচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন নাই; তত্রাচ তিনি সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি সকল বিষয়েই অনেক উপাধিধারী বিদ্যাদিগ্‌গজকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। উপাধিশূন্য হইয়াও কঠোর সাধনা ও প্রতিভার প্রভাবে মানুষ যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে,—গিরিশচন্দ্র লোকচক্ষুর সমক্ষে তাহার উজ্জ্বল আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। গিরিশচন্দ্র পুণ্যবলে যে প্রতিভার অধিকারী হইয়াছিলেন,

সংসারে তাহার আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, বঙ্গ-সমাজে তাঁহার আদর্শের প্রভাব অল্প নহে।

গিরিশচন্দ্র জ্ঞানে গরিষ্ঠ ও বিদ্যায় মহান্ হইয়াছিলেন। স্বগৃহে সযত্নপ্রসূত প্রগাঢ় অধ্যয়নে তাঁহার রুচি মার্জ্জিত ও সুসংস্কৃত হইয়াছিল। সেই সুকুমার রুচির পরিচয় যে পাইয়াছে, সেই মুগ্ধ হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র সৌন্দর্য্য-দৃষ্টির অধিকারী ছিলেন। চিত্রে, সাহিত্যে, তৌর্য্যত্রিকে তিনি সৌন্দর্য্য ও সুরুচির সাধনা করিয়াছিলেন। সুপণ্ডিত সুরসিক, মিষ্টভাষী, সদাচার, অমায়িক, শিষ্টাচারী, সুকবি, সুলেখক, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যাচার্য্য, নটরাজ, স্নেহশীল, গুণগ্রাহী, ধর্ম্মানুরাগী, বন্ধুবৎসল—কোন্ বিশেষণ গিরিশচন্দ্রের পক্ষে অযথার্থ নহে? সাহিত্যিক-সমাজে তিনি সৌজন্যের ও বিনয়ের অবতার ছিলেন।—সমদর্শী, বন্ধুবৎসল, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের হিতাকাঙ্ক্ষী জনপ্রিয় গিরিশচন্দ্র মধুর চরিত্রে মধুর ব্যবহারে সকলের হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন। ইহা অত্যুক্তি নহে, অতিরঞ্জন নহে;—সত্য।

গিরিশচন্দ্রের রামকৃষ্ণভক্তি ও মহাজনগণের প্রতি শ্রদ্ধার সীমা ছিল না। আশ্রিতবাৎসল্য, আত্মীয়বান্ধবে প্রীতি, ভক্তজনে অনুরাগ তাঁহার চরিত্রের ধর্ম্ম ছিল। যে একবার গিরিশচন্দ্রের পবিত্র স্নেহে ধন্য হইয়াছে, সে কখনও তাঁহাকে ভুলিতে পারিবে কি?

বাঙ্গালার গত চল্লিশ বৎসরের ইতিহাসের পৃষ্ঠায়—নবভাবের অমর-কাহিনীর প্রথম অধ্যায়ে গিরিশচন্দ্রের স্মরণীয় মহনীয় জীবন চিরমুদ্রিত হইয়া আছে,—ভবিষ্যতে যাবচ্চন্দ্রদিবাকর স্বর্ণাক্ষরে তাহা দেদীপ্যমান থাকিবে। সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ অসম্ভব। রামকৃষ্ণের প্রিয়ভক্ত, নবীনচন্দ্র ও দীনবন্ধুর বন্ধু, ঈশ্বরগুপ্তের প্রিয় শিষ্য গিরিশচন্দ্র সেকালের স্মৃতিস্তম্ভের ন্যায় বাঙ্গালায় বিরাজ করিতেছিলেন। কাল-সমুদ্রের তরঙ্গে তাহা ভাসিয়া গেল!

গত কয়েক বৎসর হইতে গিরিশচন্দ্র শ্বাসকৃচ্ছ্র রোগে আক্রান্ত হইয়া ভুগিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে কখনও তিনি কাতর হইতেন, আবার কখনও বা সুস্থ থাকিতেন। গত বৎসর পূজার পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার রোগ কিছু বৃদ্ধি হইয়াছিল। পূজার পর মধ্যে আবার একটু সুস্থও হইয়াছিলেন। গত ২০শে মাঘ শনিবার সন্ধ্যার সময় গিরিশ বাবু সহসা প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হন।

রোগশয্যা।

সেদিনকার জ্বরে কেহই বিপদের আশঙ্কা করে নাই। কিন্তু ২৫শে মাঘ বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে। চিকিৎসায় যাহা সম্ভব, তাহার ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু কে মহা-কালকে পরাজিত করিতে পারে? বিধিলিপি অখণ্ডনীয়! মানুষের চেষ্টা ও যত্ন বিফল হইল। মহাকাল বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ রত্ন হরণ করিয়া লইল।

মৃত্যুশয্যায় গিরিশচন্দ্র স্বাভাবিক ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার 'গণা' দিন যে ফুরাইয়া আসিয়াছে—তিনি যে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন,—তাহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয়স্বজন সকলেই বুঝিয়াছিলেন, এইবার শেষ! ক্রমে হৃদ্‌গতি শিথিল হইয়া আসিল। রাত্রি ১টা ৪৫ মিনিটের সময় সব শেষ হইল! ভক্ত গিরিশচন্দ্র—মহাসাধক গিরিশচন্দ্র পার্থিব দেহ-পিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া চিরবিশ্রাম—চিরশান্তি—চিরনির্ব্বাণ—চির-জীবনের কাম্যফল লাভ করিলেন।

গিরিশচন্দ্রের জীবনের পান্থশালা—বাগবাজারের আবাস-ভবন শোকের উচ্ছ্বাসে ও হাহাকারে পূর্ণ হইল। বিষাদের শোকের ছায়ায় বাগবাজার অন্ধকার হইল। বাঙ্গালার উজ্জ্বল দেউটী নিভিয়া গেল।

প্রত্যূষেই এই সংবাদ কলিকাতার সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল।



শ্মশানঘাটে—গিরিশচন্দ্র।

সর্ব্বত্র এই শোচনীয় সংবাদ ঘোষিত হইল। সহরের গণ্যমান্য

শ্মশান-যাত্রা।

সম্ভ্রান্তগণ জনসাধারণ গিরিশচন্দ্রের প্রতি সম্মান-প্রকাশের জন্য তাঁহার ভবনে সমবেত হইতে লাগিলেন।

গিরিশচন্দ্রের বরবপু সুরভি চন্দনে চর্চ্চিত ও সুগন্ধি পুষ্পে ভূষিত হইল। তাঁহার সুপ্রশস্ত ললাট ও বক্ষস্থলে চন্দনাক্ষরে ইষ্টদেবতা রামকৃষ্ণের পূতপবিত্র নাম লিখিত হইল। সমবেত জনসাধারণ তাঁহার শেষ মূর্ত্তি দেখিয়া লইলেন। মুখে শান্তির স্নিগ্ধছায়া! মৃত্যু যেন সে মুখের সৌম্যছবি, প্রসন্নতার স্পর্শ করিতে পারে নাই। নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র যেন ধ্যানে মগ্ন!

বেলা আটটার সময় গিরিশচন্দ্রের প্রাণশূন্য-দেহ শ্মশানে—কাশীমিত্রের ঘাটে নীত হইল। সমবেত জনগণ শ্মশানযাত্রীর সঙ্গী হইলেন। রোদনের রোলে সহর-পল্লী প্রতিধ্বনিত হইল। গিরিশচন্দ্রের আত্মীয় স্বজন, অনুচর, সহচর, কর্মচারী ও দাসদাসীর অশ্রুজলে গিরিশচন্দ্রের মধুর প্রকৃতির প্রভাব পরিস্ফুট হইল।

শ্মশানেও লোকারণ্য হইয়াছিল। ক্রমাগত শ্মশানে জনসমাগম হইতে লাগিল। গাড়ী ঘোড়ার ভিড়ে শ্মশানঘাট সন্নিহিত রাজপথ পথিকের অগম্য হইয়া উঠিল!

গঙ্গাতীরে চন্দনকাষ্ঠের চিতায় গিরিশচন্দ্রের বরবপু ভস্মসাৎ হইল। হায়! যে মস্তিষ্ক হইতে এক একটী অমূল্য কোহীনূরসম শতাধিক গ্রন্থ উদ্ভূত হইয়াছিল,—সেই মহান মস্তিষ্ক চিতার অনলে ভস্মে পরিণত হইল!

কাব্য-কাননের কলকণ্ঠ কোকিলের সুমধুর কণ্ঠ—যাহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর প্রাণের অভিব্যক্তি ব্যক্ত হইত—সেই কল-কণ্ঠ চিরদিনের মত নীরব হইল! বাঙ্গালার বাঁশী গিরিশচন্দ্রের চিতায়

গিরিশচন্দ্রের প্রতিভার সহিত দগ্ধ হইল। সে 'অতি অনুপম' বাঁশীর মধুর স্বর আর কি বাঙ্গালার প্রতিধ্বনিত করিবে? পুরাতনের সুর ধ্বনিত করিয়া আর কি গিরিশের বাঁশরি-ঝঙ্কারে বাঙ্গালার দক্ষে ঝঙ্কৃত হইবে?

মধুসূদনের ভাষায়—

"বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে"

সকলে গৃহে ফিরিলেন। সে দিন জাহ্নবীস্রোতে যে রত্নের ভস্মাবশেষ মিশিয়াছে,—বাঙ্গালার ভাগ্যে আর কখনও তেমন রত্নলাভ ঘটিবে কি?

কবিবর মনোমোহন বসু।

সন ১২২৮ সালের আষাঢ় মাসে বুধবার শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত ছোট জাগুলীয়া গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার ও কবি মনোমোহন বসু জন্মগ্রহণ করেন। কবিবরের বাল্যজীবন যশোহর জেলার অন্তঃপাতি "নিশ্চিন্তপুর" নামক গ্রামে মাতামহ আশ্রমে যাপিত হয়, তথায় পঞ্চম বৎসরের শিশু গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় অধ্যয়ন কালে "সর্দ্দার পড়ো" রূপে সমবয়স্ক এবং নিজাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে পাঠশালার পাঠ্য পড়াইয়া গুরুমহাশয়কে সাহায্য করিতেন। শুনিয়াছি সেই অল্পবয়সেই তিনি গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বণিতার ফরমাইস মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনার দ্বারা তাঁহাদের মন হরণ করিতেন। গ্রামবাসীরা অর্দ্ধ উলঙ্গ শিশুর মস্তকে পাগড়ী বাঁধিয়া দিয়া শিশুমুখনিসৃত অর্দ্ধো-চ্চারিত রামায়ণ মহাভারত আবৃত্তি গাথা পরম আনন্দ ও ভক্তিসহকারে শ্রবণ করিতেন। দুইজন অগ্রজের সহিত স্বভাবকবি সানন্দে ও সুস্থদেহে পাঠশালার অধ্যয়ন ও গ্রাম্য খেলাধুলায় বাল্যজীবন অতি-বাহিত করিতেন। সে সময়ে তাঁহাদের সহোদরত্রয়ের প্রতি অপরের ভক্তি ও ভালবাসার প্রগাঢ়তা দেখিয়া গ্রামবাসীরা সকলেই বিমোহিত হইতেন। পাঠশালার পাঠ সমাপনান্তে তিনি জননীর সহিত নিজ জন্মভূমি ছোট জাগুলিয়া গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

কবিবরের ছাত্রজীবন অতি সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ। তখনকার শিক্ষা-প্রণালী প্রসারতায় সংকীর্ণ সত্ত্বেও তিনি আপন কর্ত্তব্যপথ অনুসরণ করণার্থ কোনরূপ বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না। ভারতবাসীর বিশেষতঃ বঙ্গবাসীর চিরসুহৃদ প্রাতঃ-

স্মরণীয় মিঃ হেয়ার ও মিঃ রিচার্ডসন্ সাহেবের নিকট তিনি Hare School এ বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। কলিকাতায় General Assembley's Institution এর প্রথম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে তাঁহার ছাত্র-জীবনে একটী ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল; নিম্নে তাহার বিবৃত করিতেছি।

উক্ত বিদ্যালয়ে এইরূপ ঘোষণা হইল যে, উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রমণ্ডলী হইতে যে কোন ছাত্র কোন একটী নির্ব্বাচিত বাঙ্গালা প্রবন্ধ লিখিয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিবেন, কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে একটী মূল্যবান স্বর্ণ পদক ও কয়েকখানি উৎকৃষ্ট ইংরাজী পুস্তক পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করিবেন। পরীক্ষা সমাপ্ত হইল। অপর একটী উচ্চশ্রেণীর বালক সেই সর্ব্বোচ্চ সম্মান লাভ করিবেন, কর্ত্তৃপক্ষমণ্ডলী হইতে এইরূপ স্থির হইল। কিন্তু তাহাতে বিদ্যালয় মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হওয়ায় পরীক্ষকমণ্ডলী যুবা মনোমোহনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পুনর্ব্বিচারের ভার কাহার হস্তে দিলে সন্তোষলাভ কর?" উভয়পক্ষীয় প্রবন্ধ লেখক যুবকদ্বয়ের সহপাঠীগণ বিশেষরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া পণ্ডিতপ্রবর রেভারেণ্ড কৃষ্ণবন্দ্যো মহোদয়ের নাম উল্লেখ করিলেন।

কিছুদিন পরে যুবক মনোমোহন একদিন বিদ্যালয়ের বারাণ্ডায় পদচারণ করিতে করিতে চিন্তা করিতেছেন যে "করিলাম কি—যদি পরাস্ত হই তাহা হইলে এ স্কুলে আমি আর কি করিয়া মুখ দেখাইব"। উচ্চাকাঙ্ক্ষী যুবকের প্রাণের গভীর আবেগ যেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ডাক্তার ওগিল্ভ (Dr, Ogilvie) বুঝিতে পারিয়াই ঠিক সেই সময়ে তাঁহাকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে আহ্বান করতঃ কহিলেন "Well Mohun! here is the result. I see you stand first"। (অর্থাৎ— "মোহন! পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে—তুমি সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছ!") চতুর্দ্দিকে হুলুস্থূল পড়িয়া গেল।

মোট কথা রেভারেণ্ড মহাশয় অভিমত জ্ঞাপনে এইরূপ মতামত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে "মনোমোহন বাবু নামক যুবকের প্রবন্ধ অতি-সুন্দর হইয়াছে, কারণ এই প্রবন্ধে বাজে অসার কথা নাই; সহজ বোধগম্য ও প্রচলিত শব্দবিন্যাসে আমি এই প্রবন্ধটীকে সর্ব্বোচ্চস্থান প্রদান করিলাম।" অতঃপর নির্ব্বাচিত দিবসে কর্তৃপক্ষ ও পরীক্ষকমণ্ডলী টাউনহলে সমবেত নিমন্ত্রিত বিদ্বজ্জন ও দেশস্থ সম্ভ্রান্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের সমক্ষে তাঁহাকে সেই মূল্যবান স্বর্ণ পদকখানি ও নির্ব্বাচিত পুস্তকগুলি প্রদানানন্তর উৎসাহিত করিলেন। উক্ত পুস্তকগুলির মধ্যে এক খানির নাম স্মরণ আছে—Walker's Dictionary.

কবিবরের খুল্লতাত ৺চন্দ্রশেখর বসু মহাশয় ছোট জাগুলীয়া গ্রামের একজন বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ছোট জাগুলীয়াস্থ বাসভবনে সর্ব্বদাই নানাবিধ ক্রিয়া কলাপ হইত; কবিবর অতি অল্প বয়সেই পিতৃহীন হয়েন। বৃদ্ধ খুল্লতাত মহাশয় ...ত্রিক নিবন্ধন কবিবরও তাঁহার সহোদরগণকে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। পরস্পর ভ্রাতাগণের মধ্যে এরূপ ...ব ছিল যে তাহা একালে প্রায় পরিলক্ষিত হয় না। যুবককে ...্যকাল হইতেই কবিতা ও সঙ্গীতাদি রচনাপ্রিয় দেখিয়া বৃদ্ধ খুল্লতাত প্রথমে তত উৎসাহ প্রদান করেন নাই; কিন্তু ক্রমে যুবকের চতুর্দ্দিকে ...াশ শুনিয়া ও রচনাচাতুর্য্য দেখিয়া তিনি বিশেষ আনন্দ অনুভব করিলেন এবং স্বয়ং তাঁহাকে সাহিত্যসেবা কার্য্যে যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিলেন।

তাহার পর হইতেই তিনি নির্ভয়ে সাহিত্যসেবা ও সঙ্গীতাদি রচনার সুবিধা পাইলেন। আবার সেই সময়ে সরস্বতীর বরপুত্র স্বর্গগত কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, সাহিত্য-সম্রাট অক্ষয়কুমার দত্ত, ঋষিকল্প মহাত্মা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বনামধন্য চিরস্মরণীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ

মহোদয়গণের সহিত তিনি বিশেষরূপে পরিচিত হইলেন। তিনি এই সুযোগে সংবাদপত্র "প্রভাকর" ও তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে প্রবন্ধ লিখিতে লাগিলেন; গুপ্তকবি যুবক মনোমোহনের ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে প্রিয় শিষ্যরূপে আলিঙ্গন করিলেন। কিয়ৎ দিবস পরে কবিবর স্বয়ং "বিভাকর" নামে এক সপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত করিলেন।

ইহার মধ্যে আর একটী অভাবনীয় ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় কাববরের সাহিত্য-জগতে উন্নতির পথ আরও সুপরিষ্কৃত হইল। তাঁহার আবাল্য সখা, সম্পর্কে শ্যালক, পরে কলিকাতার প্রথিতনাম্ন Ernsthusha Oysterler কোম্পানীর book keeper ৺ ক্ষেত্রমোহন মিত্রের সহিত বালকোচিত চপলতার বশবর্ত্তী হইয়া ৺ কাশীধামে যাত্রা করিয়া উপস্থিত হইল। আমরা তাঁহার মুখে শুনিয়াছি, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে তখন কেবলমাত্র রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে; তাহার পর বরাবর গরুর গাড়ীতে যাইতে হইত। সেকালে তীর্থ ভ্রমন করিতে হইলে লোকে বাটী হইতে উইল করিয়া যাত্রা করিত। তাঁহারা পথে দুঃখ কষ্ট সহ্য করতঃ ৺ বারাণসীধামে উপস্থিত হইলেন। তথায় গিয়া দেখেন যে বাঙ্গালীটোলায় ৺ গুপ্ত কবির তখন খুব পসার। ৺ গুপ্ত কবিকে পাইয়া তথাকার বাঙ্গালীরা একেবারে একটী সঙ্গীতসংগ্রামের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু ৺ গুপ্ত কবির সহিত প্রতিযোগীতা সংগ্রামে সম্মুখীন হইতে কেহই সাহসী হইলেন না। মনোমোহনকে পূর্ব্ব হইতেই ৺গুপ্ত কবি প্রিয় শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি সেই সংগ্রামের দুই একটী বিশিষ্ট পাণ্ডাকে ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, আমার এক প্রিয় শিষ্য ৺ ধামে সমুপস্থিত। তোমরা তাঁহাকে সম্মত করাইতে পারিলে, আমার কোন আপত্তি নাই। সেই সংবাদ শ্রবণে তাঁহারা যেন

আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। মনোমোহন প্রথমেই এ প্রস্তাব শ্রবণে বিস্মিত ও বিচলিত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু তাঁহার প্রিয়সখা ৺ ক্ষেত্রমোহন মিত্র মহাশয়ের অকাট্য যুক্তি ও উৎসাহজনক প্ররোচনায় পরিশেষে সম্মত হইলেন। উভয় পক্ষেরই মহলা খুব জোরে চলিতে লাগিল; আসর খুব জমকাল হইল; বিভিন্ন প্রদেশীয় ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত জনসংঘে সংগ্রাম ক্ষেত্রের শোভা আরও পরিবর্দ্ধিত হইল। গানবাজনা তখনকার দিনে যতদূর সম্ভব সুচারু-রূপে গঠিত হইল। পরিশেষে ভাগ্যবিপর্য্যয়ে ৺ গুপ্ত কবি দ্রোণাচার্য্যের ন্যায় প্রিয়শিষ্যের হস্তে পরাজয় স্বীকার করিলেন; কবি মনোমোহন তখন স্বেদস্রুত-কপোলে ও রোমাঞ্চিত-কলেবরে সেই সঙ্কীর্ণ সংগ্রাম ক্ষেত্রে গুরুদেবের পদধূলী গ্রহণ করিলেন। ৺ গুপ্ত কবি সাদরে বিনম্র যুবকের মস্তকে হস্তার্পণ পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন যে "আমার আশীর্ব্বাদে তুমি প্রতি সঙ্গীতসংগ্রামক্ষেত্রে বিজয়ী হও।" অমর কবির এ ভবিষ্যৎ বাণী অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া সফল হইয়াছিল কিনা তাহা সহৃদয় বঙ্গবাসী পাঠকপাঠিকা মাত্রেই বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন। যে স্বদেশী আন্দোলন সমুত্থিত হইয়া এখন হিমাচল হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত পুণ্যভারতভূমি আন্দোলিত,—সেই পবিত্র স্বদেশী ব্রত পালনের কি সুন্দর যুক্তি তর্ক আক্ষেপ, উৎসাহবাণী, স্বদেশের প্রতি নিজ নিজ ক্ষমতা ও ধৈর্য্যতাসহ কর্ত্তব্যপালন ইত্যাদির পূর্ব্বাভাষ তাঁহার প্রত্যেক গীতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বহুবাজারের সুপ্রসিদ্ধ অবৈতনিক নাট্যশালার জন্য লিখিত ও অভিনীত অমরকবির "হরিশ্চন্দ্র" নামক পৌরাণিক নাটকে যাঁহার অমৃতময়ী লেখনী হইতে সেই দেশ বিখ্যাত সঙ্গীত "দিনের দিন সবে দীন হয়ে পরাধীন" বাহির হইয়াছে; তাঁহার স্বদেশ ভক্তি সম্বন্ধে অধিক পরিচয় প্রদান বাহুল্য মাত্র।

অমরকবির নিজ গ্রাম ছোট জাগুলিয়া তখন উন্নতির চরম সীমায়

পুত্র-পরিজন-পরিবৃত



কবিবর মনোমোহন বসু।

উপস্থিত। গ্রামখানিকে তখনকার কালে লোকে আদর্শ গ্রাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। গ্রামের মধ্যে প্রকৃতই যেন স্বায়ত্তশাসন (self-government) প্রথা প্রচলিত। স্কুল, পথ, ঘাট, ঔষধালয়, সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত গ্রামবাসিগণের সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা,—সকলেরই হৃদয়ে একপ্রাণতা, পূজাপার্ব্বণে, ক্রিয়া-কলাপ প্রভৃতিতে গ্রামখানি আদর্শরূপে রাজপুরুষগণ কর্তৃকও পুনঃ পুনঃ এবং কলিকাতার পত্রিকা প্রভৃতি দৈনিক পত্রে বহুবার কীর্ত্তিত হইয়াছে। এতদূর উন্নতির পথ যথায় প্রসারিত; তথায় যে একটী অবৈতনিক নাট্যশালা সংস্থাপিত হইবার প্রস্তাব উঠিবে, ইহা আর বিচিত্র কি! গ্রামস্থ যুবকবৃন্দ সকলেই তখন উন্নতিশীল উপায়ক্ষম এবং সমাজ-সংস্কারক ব্রতে দীক্ষিত। কবিবর সেই দলের একজন নায়ক বিশেষ। তাঁহার কবিতা রচনার ক্ষমতাও তখন প্রখর। সুতরাং একখানি নাটক রচনার ভার তাঁহারই হস্তে অর্পিত হইল! কবিবর কবিগুরু বাল্মীকির সপ্তকাণ্ডময় কল্প-পাদপ যাহা ভারতবর্ষীয় কাব্য-কাননের বীজবৃক্ষ স্বরূপ, তাহারই একটী পল্লব মাত্রকে আশ্রয় করিয়া সুপ্রসিদ্ধ "রামাভিষেক" নাটক লিখিতে আরম্ভ করিলেন। নাটক রচনা সমাপ্ত হইল; সকলে পাঠে অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করিলেন। "রামাভিষেক" নাটক সম্বন্ধে ১২৭৪ সালের "প্রভাকর," "সোমপ্রকাশ," "এডুকেশন গেজেট," "ভারতরঞ্জন," "ঢাকা প্রকাশ" ইত্যাদি বহু সংবাদপত্র আপন মতামত প্রকাশ করিলেন; মোট কথা সকলে একবাক্যে এতদূর উচ্চ প্রশংসা করিলেন যে, গ্রন্থকার স্বয়ং তখন বুঝিতে পারিলেন যে নাটকখানি অতি উচ্চ দরের হইয়াছে। বস্তুতঃই তখনকার অধিকাংশ নাটকেই স্থানবিশেষে অতি জঘন্যভাবে অঙ্কিত হইত। সুতরাং তদ্ধবৎ গ্রন্থ সকল স্ত্রীলোকের পাঠের পক্ষে উপযোগী হইত না। কিন্তু মনোমোহন বাবু অশ্লীল বিষয়ের সমাবেশ ভিন্ন ও যে হাস্যরসের উদ্দীপন করা যায়, তাহা প্রমাণিত

করিয়া ও সে রীতি একেবারে পরিত্যাগ করিয়া নাটকখানিকে অতি মনোহর করিয়াছেন, ইহা একবাক্যে সকলেই স্বীকার করিলেন। স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি না থাকিলে নাটক লেখা বিড়ম্বনামাত্র। প্রজাবাৎসল্য, রাজভক্তি, পিতামাতা ও পুত্রের পরস্পরায় স্নেহ ভক্তি, দাসীদিগের কপট ও নিষ্ঠুরাচরণ নিবন্ধন পুরস্ত্রীগণের মত পরিবর্ত্তন, বহুবিবাহ-মৃত্যুর কারণ, ভ্রাতৃস্নেহ, জ্যেষ্ঠের প্রতি অকপট ভক্তি, দাম্পত্য-প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা প্রভৃতির নিমিত্ত রামাভিষেক নাটক যে অনন্তকাল পর্য্যন্ত হিন্দু-সমাজের আদর্শ স্বরূপ হইয়া রহিবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

নাটকখানি ছোট জাগুলিয়া গ্রামে অভিনীত হয় নাই ; সেই সময়ে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় সংগৃহীত অর্থ তদর্থে ব্যয়িত হইয়া কত অভাগার অকাল মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষার কারণ হইয়াছিল। তৎপরে নাটকের সৌরভ চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইবামাত্র বঙ্গের শত শত গ্রামে অভিনীত হইতে আরম্ভ হইল। কিন্তু সুবিখ্যাত বহুবাজারস্থ গুণপ্রবীণ নাট্যাভিনয়সমাজ যেরূপ সুপ্রসিদ্ধ ও নিপুণতা সহকারে ইহার ও গ্রন্থকারের পরবর্ত্তী নাটকদ্বয়ের অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সেরূপ আর কোন সম্প্রদায়ই পারেন নাই। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নাটকখানির পুনর্মুদ্রাঙ্কন আবশ্যক হয়। শুনিয়াছি, প্রথম সংস্করণ অবশিষ্ট হইবার উপক্রম হওয়ায় পুস্তক বিক্রেতারা প্রতি খণ্ড ২৲ টাকা বা ততোধিক মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিল।

মনোমোহন বাল্যকাল হইতে স্পষ্টবাদী নির্ভীকচেতা ও স্বাধীন-প্রকৃতি ছিলেন ; পরের দাসত্ব তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির দ্বারা সম্ভবপর নয়। কলিকাতাস্থ কোন প্রসিদ্ধ হাউসের প্রতিনিধি স্বরূপ তাঁহাকে কুসুম-ফুল খরিদ জন্য ঢাকা সহরে যাইতে হইয়াছিল। সেইখানে কর্ম্মসূত্রে অবস্থিতিকালীন তিনি তাঁহার দ্বিতীয় উদ্যম "প্রণয়-পরীক্ষা" নাটক রচনা

করেন। প্রণয়-পরীক্ষা নাটক অতি দক্ষতার সহিত সুবিখ্যাত "ন্যাশন্যাল থিয়েটারে" বহুবার অভিনীত হয়। ইং ১৮৭০ খৃঃ ১২ই ডিসেম্বর তারিখের হিন্দু পেট্রিয়টে চিরস্মরণীয় স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল মহাশয় কবিবরের পুস্তকদ্বয়ের সমালোচনাকালে উভয় পুস্তকের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিয়া লিখিয়াছিলেন যে, "বঙ্গদেশে এতদিন পরে স্ত্রী-পাঠ্য নাটকের অভাব মোচিত হইল। প্রণয়-পরীক্ষা প্রথম হইতে উৎকৃষ্টতর; কারণ, ইহা গ্রন্থকারের স্বকপোলকল্পিত চিন্তাদেবীর সাহায্যে লিখিত; কোনরূপ সাহায্য গল্পের ভিত্তিস্বরূপ কোন স্থান হইতে আহরণ না করিয়া তিনি পুস্তকখানিকে এরূপ শিক্ষাপ্রদ সুরঞ্জিত ও বহুবিবাহের অনর্থ সমর্থিত করিয়াছেন যে, পাঠ করিলে যুগপৎ চমৎকৃত ও বিস্মিত হইতে হয়।" তৎপরে তিনি স্কুলের সহজ পাঠ্যের অভাব বিমোচনার্থ "পদ্যমালা" প্রণয়ণ করেন।

আধুনিক উন্নতিশীল সম্প্রদায়ের নিকট "পদ্যমালার" পরিচয় প্রদান নিতান্ত অনাবশ্যক বিবেচনা করি। বাঙ্গালী জাতির নিকট বংশপরম্পরায় এই পাঠ্য পুস্তক যে জাতীয় সম্পত্তিরূপে পরিগৃহীত হইবে, ইহা আর বিচিত্র কি! ইহার প্রবন্ধগুলি সরল ভাষায় রচিত, তাহার উপর মধ্যে মধ্যে কাব্যরসাভিষিক্ত থাকায় প্রকৃতই প্রত্যেক বঙ্গবালকের কণ্ঠে ইহা অমূল্য কণ্ঠহার স্বরূপ। গ্রন্থকার ইহার ২য় ও ৩য় ভাগও প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

মনোমোহনের বহুস্থলের বিবৃত বক্তৃতাগুলি সঙ্কলিত হইয়া বক্তৃতামালা নামে পুস্তক প্রকাশিত হয়। নবীন সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা মোহাভিভূতের ন্যায় হিন্দু আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধাচরণ করিতে কুণ্ঠিত নহেন, তাঁহারা তাঁহার "হিন্দু আচার ব্যবহার" নামীয় বক্তৃতাটী পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, কি অখণ্ডনীয় যুক্তি প্রয়োগে তিনি হিন্দু-সমাজ-হিতৈষিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

তাঁহার বক্তৃতাশক্তি অসাধারণ ছিল; সময়োচিত দোষ গুণের বিচার অপক্ষপাতে প্রদর্শন করাইয়া তাহাতে নানা রসের অবতারণা পূর্ব্বক শ্রোতার হৃদয় দ্রবীভূত করিতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন; সভাপ্রাঙ্গনে বক্তারূপে তিনি দণ্ডায়মান হইলেই বিশাল শ্রোতৃবৃন্দ অমনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন। তাঁহার ভাণ্ডারে সুমিষ্ট বিজ্ঞজনোচিত হাস্যরসের অফুরন্ত নির্ঝরিণী সর্ব্বদা সংরক্ষিত থাকিত। গ্রন্থকারের "সতীনাটক" বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারের একটী অত্যুজ্জ্বল রত্ন বিশেষ। বহুকালের পুরাতন উপাদান দ্বারা যে এরূপ অভিনব প্রণালীর দৃশ্যকাব্য সজীবরূপে প্রবর্ত্তিত হয়, মনোমোহনই তাহার প্রথম পথ-প্রদর্শক। সতীনাটকের ভাষা ও রচনা-প্রণালী অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের স্বধর্ম্মানুরাগ, শিবের শিবত্ব, নারদের চরিত্র, সতীর পাতিব্রত্য, দক্ষের রাজপদগৌরব, ভগিনীগণের সহোদরার প্রতি স্নেহ, ঈর্ষা ও আত্মগৌরব, প্রসূতির কন্যাবাৎসল্য, শান্তিরামের বিকারশূন্য 'ইষ্ট'সিদ্ধি সমূহ এরূপ পরিপাটীরূপে চিত্রিত হইয়াছে যে, পড়িতে পড়িতে আত্মহারা হইয়া অতীত-যুগের সজীব চিত্রাবলী সম্মুখে প্রতিফলিত হইতে থাকে। সতীনাটকে প্রসূতির প্রাণ-নন্দিনী সতীর আত্মদুরবস্থায় সন্তোষ ও গৌরব জ্ঞান সুখে দুঃখে সমভাব, পতির প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি ও প্রীতি এবং পিতা কর্ত্তৃক পতিনিন্দা শ্রবণে পিতৃদত্ত আত্মদেহ বলিদান দ্বারা শান্তি স্থাপনের গূঢ় তাৎপর্য্য ইত্যাদি এত সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে যে তাহার তুলনা সম্ভবপর নহে। সর্ব্বোপরি সতী নাটকের শান্তেপাগলা গ্রন্থকারের ও বঙ্গসাহিত্যের এক অপূর্ব্ব, উপাদেয় ও সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি। এরূপ সংসার-উদাসীন ও সাধুচরিত্র অঙ্কন বঙ্গসাহিত্য ভাণ্ডারে আর দ্বিতীয় আছে কিনা সন্দেহ।

বহুবাজারস্থ অবৈতনিক নাট্যসমাজ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া গ্রন্থকার "সতী" ও "হরিশ্চন্দ্র" নাটক প্রণয়ণ করেন। উভয় গ্রন্থই তাঁহারা

অতি যোগ্যতার সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন। অত্যধিক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় স্বীকারপূর্ব্বক তিনি একটী চিত্তবিনোদন নাট্যশালা স্থাপনে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। এই অভিনয় দর্শনার্থ সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত সহরবাসীগণ অতি আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক রঙ্গালয়ে উপস্থিত থাকিয়া সমধিক উৎসাহ প্রদান করিতেন। রঙ্গালয়ে প্রবেশাধিকারের টিকিটের আবেদনের সংখ্যা সময়ে সময়ে এত অধিক হইত যে, নাট্যমন্দিরের কর্ত্তৃপক্ষগণ সকলের অনুরোধ সময়ে সময়ে রক্ষা করিতে না পারিয়া বিশেষ মর্ম্মাহত হইতেন। স্ত্রী-ভূমিকাগুলি পুরুষের দ্বারা অভিনীত হইত বটে; কিন্তু এত স্বাভাবিক হইত যে, কোনরূপ ত্রুটি বা ভ্রম পরিলক্ষিত হইত না। অভিনয়, গান, ঐকতানবাদন অতি সুন্দর-রূপে নির্ব্বাহ হইত।

১২৮১ সালের পৌষমাসে কবিবর "হরিশ্চন্দ্র" নাটক প্রণয়ণ করেন। এই পৌরাণিক গ্রন্থখানি নাটকীয় বহু সৌন্দর্য্যের আধার; ইহার এক দিকে গ্রন্থকারের লিপি চাতুর্য্যগুণে আমরা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই—যেন গভীরতর চিন্তাসরোবরে প্রাচীন আর্য্যদিগের মানসহংস মহানন্দে কেলি করিতেছে; তাহারই বলে তাঁহারা পরিদৃশ্যমান নিসর্গের, কি অতীন্দ্রিয় মানবমনের গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইয়া কাব্য পুরাণাদিতে চিত্রিত করিতেন—আহা! সেই শক্তি বিচ্যুত হইয়া আধুনিক আর্য্যসন্তানগণ সেই মহাপুরুষগণের বর্ণিত ব্যাপার আর বুঝিতে সমর্থ হইতেছেন না—বিমূঢ় মানসে সকল প্রলাপবৎ অলীক জ্ঞান করিতেন। কিন্তু মনো-মোহনের মোহন তুলিকায় সেই প্রাচীন তত্ত্বের বিস্তারছায়া কিঞ্চিৎ মাত্র প্রতিফলিত হওয়ায় নাটকীয় চরিত্র অঙ্কন পূর্ণতা লাভে সমর্থ হইয়াছে।

গ্রন্থকারের গভীর গবেষণার ফলেই তাঁহার হস্ত হইতে ব্রহ্মর্ষি বিশ্বামিত্র একটা কিম্ভূতাকার নাস্তিক দুর্দ্দান্তরূপে বাহির না হইয়া

বিশ্বসংসারের পরম মিত্র ব্রহ্মবিরূপেই প্রতিভাসিত হইয়াছেন। মনোমোহন মানবমনের গূঢ়তম তত্ত্ব বুঝিয়া তাঁহার "কমলার" সৃষ্টি করিয়াছেন। কমলা সাক্ষাৎ প্রীতিরূপিণী মানবদেহধারিণী দেবী প্রতিমা। প্রতিদান পাইলে ভালবাসি, এ কথা তিনি বলেন না। "আমি যাহাকে ভালবাসি সে আমার" এ কথাও তিনি বুঝেন না। "আমি যাহাকে ভালবাসি—সে আর আমি এক, আমাতে তাহাতে ভেদ নাই; সে যাহা আমি তাহা"—এই মহামন্ত্রে দীক্ষিতা। এরূপ পবিত্র সূক্ষ্মতম মনোভাবকে মূর্ত্তিমান্ করিবার শক্তি মনোমোহনের তুলিকায় সম্ভবপর; নচেৎ আধুনিক বিজাতীয় ভাবাপন্ন বাঙ্গালা সাহিত্যে এ চিত্র একান্ত দুষ্প্রাপ্য। বস্তুতঃই কবির "কমলার" অলৌকিক প্রেমচিত্র অঙ্কন এক অপূর্ব্ব হৃদয় দ্রবময়ী চিত্রপট বিশেষ। সকল চরিত্রে সমালোচনার স্থান সমাবেশ এ ক্ষেত্রে সম্ভবপর নহে। ধর্ম্মপ্রাণ সত্যব্রত রাজা হরিশ্চন্দ্র ও ধর্ম্মপরায়ণা পতিব্রতা শৈব্যা রাণী সত্যপালনের জন্য যে কতদূর স্বার্থ বিসর্জ্জনে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা গ্রন্থকার যেরূপ ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা প্রকৃতই অতি সুন্দর ও শিক্ষাপ্রদ। গ্রন্থকার "পার্থ পরাজয়" ও "আনন্দময়" নাটক তৎপরে প্রণয়ণ করেন। ১২৯৬ সালে এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনয়ার্থ অন্য একখানি "রাসলীলা" নামক গীতিনাট্য প্রণয়ণে বিশেষ কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। মোটের উপর প্রাচীন লেখকগণের মধ্যে যাঁহারা পৌরাণিক কল্পনার পুষ্পকাননে প্রবেশ করিয়া অটল ঋষিদিগের নির্ম্মাল্য পুষ্পে নাটক রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে মনোমোহনের স্থান যে অতি উচ্চে অবস্থিত, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত।

পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহ সংক্রান্ত ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিয়া মনোমোহন এক সুবৃহৎ "দুলীন" নামক ঐতিহাসিক নবন্যাস রচনা করেন। উপন্যাস মধ্যে নায়ক নায়িকার চরিত্র

অঙ্কন এতদূর সুমার্জ্জিত ও সুসজ্জিত হইয়াছে যে, গ্রন্থকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না। একেতো বিষয়টী অতি গুরুতর ও উত্তেজক রাজকীয় সমস্যায় পূর্ণ, তাহার উপর নবরসোচিত নানা চরিত্র সমাবেশে পাঠকের পাঠের একান্ত উপযোগী হইয়াছে। একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিবার লোভ সম্বরণ বড় দুরূহ।

গত ২১শে মাঘ রবিবার বেলা প্রায় সাড়ে এগারটার সময় বঙ্গের এই বর্ষীয়ান কবি ও নাট্যকার চুরাশি বৎসর বয়সে অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন।



মহেন্দ্রলাল বসু।

১৭৭৫ শকাব্দে ১১ই কার্ত্তিক, সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা মহেন্দ্রলাল বসু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺ব্রজেন্দ্র বসু। তিনি শ্রেষ্ঠ কুলীন কায়স্থ ছিলেন। কলিকাতাস্থ অনেক সম্ভ্রান্ত কায়স্থবংশের সহিত তাঁহার কুটুম-কুটুম্বিতা ছিল। তিনি একজন মান্য গণ্য ব্যক্তি ছিলেন।

তাঁহার এক সন্তান মহেন্দ্রলাল। মহেন্দ্রলাল অল্প বয়সে পিতৃহীন হন, খাবার-পরিবার মত কিছু সম্পত্তিও ছিল। হিন্দু স্কুলে তাঁহার পাঠ আরম্ভ হয়। অল্প বয়সেই তাঁহার অভিনয়-কার্য্যে প্রবৃত্তি জন্মে। নটগুরু গিরিশ বাবুর অবৈতনিক নাট্য-সম্প্রদায় যখন চলিত রঙ্গমঞ্চে "সধবার একাদশী" অভিনয় করে, মহেন্দ্রলাল সে সময় প্রায়ই অভিনয়ের দিন উপস্থিত হইতেন। তৎপরে ঐ সম্প্রদায় "লীলাবতী" অভিনয়ের উদ্যোগ করে, সেই সময়ে মহেন্দ্রলালের সহিত গিরিশ বাবুর প্রথম দেখা হয়। তিনি "লীলাবতী" নাটকের একটী ভূমিকার (Part) প্রার্থী হইয়া গিরিশ বাবুর নিকট আসেন ; তৎপূর্ব্বে প্রায় সকল ভূমিকাই বিতরিত হইয়াছিল। তাঁহাকে "ভোলানাথ চৌধুরীর" ভূমিকা দেওয়া হইল। কৈশোর-মূর্ত্তি আবরণার্থ একটী পরচুলের গোঁফ দিয়া মহেন্দ্রলালকে জমীদার সাজান হইল। মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন দেখিয়া দলশুদ্ধ আনন্দিত হইলেন। নাট্যোল্লিখিত ভোলানাথ চৌধুরী যখন শ্রীনাথের সহিত কথোপকথনে মত্ততার ভঙ্গীতে বলিতেন, "সে যে বল্লে ভাই, তা আমি কি করবো" সে যাহারা শুনিয়াছে, কখনও ভুলিবে না। অভিনয় অন্তে স্বর্গগত দীনবন্ধু বাবু তাঁহাকে "ভোলানাথ চৌধুরী" বলিয়া ডাকিয়াছিলেন। "নীলদর্পণে" তিনি পদী ময়রাণীর ভূমিকা লন, তাহাতেও গ্রন্থকারের প্রশংসা লাভ করেন। "কৃষ্ণকুমারী"র "রাণী"র অভিনয়ে, তাঁহার অবয়বের বৈলক্ষণ্য সত্ত্বেও, দর্শকগণ চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিতেন না। শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে অভিনয় দর্শনে, উক্ত রাজবাড়ীর "কৃষ্ণকুমারী"র অভিনয়ে যিনি রাণী সাজিয়াছিলেন, তিনি আনন্দে ঈর্ষা ভুলিয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। যে ভূমিকায় তিনি দর্শকের সম্মুখীন হইতেন, সেই ভূমিকাই উত্তম হইত। যে সময় শোভাবাজার রাজবাটীর নাট্যমন্দিরে "কৃষ্ণকুমারীর" অভিনয় হয়, সেই সময়ে "কপালকুণ্ডলার অভিনয়ও হইয়া-

ছিল। কোন কারণে অভিনয় রাত্রিতে, নাট্যাকারে পরিবর্দ্ধিত "কপালকুণ্ডলা"র পাণ্ডুলিপি নষ্ট হয়। অসংখ্য দর্শক উপস্থিত,— "কপালকুণ্ডলা"র অভিনয় দেখিতে আসিয়াছে। মহেন্দ্রলাল ও অন্যান্য সুযোগ্য অভিনেতা মিলিয়া তৎসাময়িক ডাইরেক্টারকে বলেন, "মহাশয়! আপনি বঙ্কিম বাবুর বই ধরিয়া প্রম্ট (Prompt) করিয়া যান, আমরা রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করি।" নবকুমারের ভূমিকা মহেন্দ্রলাল লইলেন। অভিনয় অন্তে দর্শক বুঝিতে পারিল না যে, ভিতর ভিতর এরূপ বিভ্রাট ঘটিয়াছে।

ন্যাশন্যাল থিয়েটারের পর গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার স্থাপিত হয়। মহেন্দ্রলালের সকল অভিনয়ই উত্তম হইত। কিন্তু ৺ উপেন্দ্রনাথ দাস প্রণীত "শরৎ-সরোজিনী"তে শরতের ভূমিকা যারপরনাই উৎকৃষ্ট হইল। বিচ্ছেদ অন্তে শরৎ-সরোজিনীর যখন মিলন হয়, সেই স্থানের অভিনয়ের আর তুলনা হয় না। "পলাশীর যুদ্ধে" "সিরাজ-দ্দৌলার ভূমিকা মহেন্দ্রলাল লন,—সে ভূমিকা তাঁহারই অনুকরণে আজও চলিতেছে।

"মেঘনাদে" "লক্ষ্মণ"রূপে মহাদেবকে সমারোহে আহ্বান, রামের নিকট বিদায়গ্রহণ ও যজ্ঞাগারে ইন্দ্রজিতকে আক্রমণ—এ সকলের অভিনয় যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা স্মৃতি থাকিতে কখনই ভুলি-বেন না। "রাবণ বধের" লক্ষ্মণ, সীতার কথার উত্তরে "জ্যেষ্ঠ অনুগামী মাতঃ" এবং স্বগতঃ "কেন মাগো সুমিত্রা জননী, ধরেছিলে গর্ভে মোরে!" গভীর শোকাচ্ছন্ন বীরকণ্ঠে প্রস্তরবৎ অচলভাবে যেরূপে উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা শ্রবণে দর্শকবৃন্দকে প্রস্তরবৎ অবস্থান করিতে হইয়াছিল।

"সীতার বনবাসে"র "লক্ষ্মণ" সীতাকে বনে রাখিয়া উত্থানকালে সম্পূর্ণদূরত্বভাবে মহেন্দ্রলাল সকলকে আচ্ছন্ন করিয়াছিলেন। এ অভি-

নয়ে গিরিশ বাবু রাম সাজিয়াছিলেন; তিনি মহেন্দ্রলালের অদ্ভুত অভিনয় দর্শনে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশকাল বিস্মৃত হন।

"বিষাদে" "অলর্কের" ভূমিকা যাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মহেন্দ্রলালের অভিনয়ের যাঁহারা পক্ষপাতী, তাঁহারাও স্বীকার করেন যে, তৎপূর্ব্বে তাঁহার এরূপ অদ্ভুত শক্তি তাঁহাদের অনুভূত হয় নাই। এ অভিনয়ে মহেন্দ্রলাল আপনার সমস্ত অভিনয় পরাজয় করিয়াছিলেন।

"পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসের" বৃহন্নলার অভিনয়ে দ্রৌপদীর প্রতি উক্তি—

"হের দীর্ঘ বেণী শঙ্খের বলয়—
আমি ধনঞ্জয় কি হেতু প্রত্যয় কর ?"

যাঁহারা শুনিয়াছেন, এখনও তাঁহাদের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

প্রতি ভূমিকায়ই মহেন্দ্রলাল সুদক্ষ অভিনেতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এক কথায় বলিতে হইলে,—অদ্যাবধি সকল ভূমিকাই তাঁহার অনুকরণই চলিতেছে, কেহই তাঁহার কল্পনাকে অতিক্রম করিয়া অভিনয় করিতে সক্ষম হন নাই। জীবনের শেষ অবস্থায় তিনি ক্লাসিক থিয়েটারে ছিলেন। শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত শ্রদ্ধা-সহকারে তাঁহাকে উচ্চস্থান দিয়া যত্নে রাখিয়াছিলেন। মহেন্দ্রের মৃত্যুতে অমরেন্দ্র বাবু বিশেষ শোকার্ত্ত হন। নটের জীবনের শেষভাগে আর দুইটী অভিনয়ের কথা সংক্ষেপে স্পর্শ করিয়া ক্ষান্ত হইব। "ভ্রমরে" "কৃষ্ণকান্ত" দর্শনে, স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহোদয় মহেন্দ্রলাল প্রদর্শিত স্বভাব ছবির মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়া যান। "পাণ্ডব-গৌরবের" ভীষ্ম যেন প্রকৃত ভারত-গৌরব ভীষ্ম, হাব-ভাব, চলন-ধরণ সমস্তই সেই রামজয়ী ভীষ্মের উপযোগী।

তাঁহার পরামর্শে অনেক রঙ্গমঞ্চ অনেক সময়ে সুন্দর চিত্রপটে সুসজ্জিত হইয়াছিল। সৌন্দর্য্য অনুভব মহেন্দ্রলালের স্বভাব-সিদ্ধ। আজীবন তিনি সৌন্দর্য্যের সেবা করিয়াছিলেন। যদিও বাল্যকালে পিতৃ-বিয়োগে নানা দুর্ঘটনাবশতঃ বিদ্যাশিক্ষার ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল, নট-জীবনে বিদ্যালোচনায় তিনি সে বাল্য-ক্ষতি পূরণ করিয়াছিলেন।

মহেন্দ্রলাল মুক্তহস্ত পুরুষ ছিলেন। পরদুঃখমোচনে ও সুহৃদ্‌সেবায় তিনি তাঁহার অনেক সম্পত্তি ব্যয় করিয়াছিলেন। বিদ্যাদানে কখনও কাতর হইতেন না। রঙ্গমঞ্চে প্রবেশকালে অনেক অভিনেতাকে মহেন্দ্রের পদে নমস্কার করিয়া প্রবেশ করিতে হইত। তাঁহার অসীম সামাজিকতা ছিল। তাঁহার সহিত যিনি যিনি আলাপ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কখনও তাঁহার সদালাপ বিস্মৃত হইবেন না।

গত ১৩০৭ ২৪শে ফাল্গুন, শুক্রবার বেলা ৯ ঘটিকার সময় মহেন্দ্রলাল বসু ...নাকান্তরিত হন। আজ এগার বৎসর হইল মহেন্দ্রলালের জীব... লীলা সমাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার বিয়োগে বঙ্গ-...য়ের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূর্ণ হইবার নহে; অপর, মহেন্দ্রলালের জন্মগ্রহণ সময় সাপেক্ষ। যিনি মহেন্দ্রলালকে চিনিতেন, এই ক্ষুব্ধচিত্তে বলিবেন যে, বঙ্গীয় রঙ্গালয়ের একটি মহা উজ্জ্বল-রত্ন খসিয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী সুকুমারী দত্ত।

[বিশেষজ্ঞের লিখিত।]

১২৮০ সালের ১লা ভাদ্র (১৮৭৩।১৬ আগষ্ট) রবিবার 'বেঙ্গল' থিয়েটারে জন্মদিন ;—এই দিনই অভিনেত্রীকুলরাণী গোলাপ ওরফে সুকুমারীর অভিনেত্রী-জীবনের আরম্ভ দিন।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামাশ্রমী, ৺উমেশচন্দ্র দত্ত (মিঃ ও, সি, দত্ত) এবং ৺মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি পরিচালকবর্গের প্রস্তাবে ও পরামর্শে বেঙ্গল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা ৺শরচ্চন্দ্র ঘোষ ও বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় বেঙ্গল থিয়েটারে সর্ব্বপ্রথম রমণী-অভিনেত্রী গ্রহণ করেন। তখনও ন্যাশান্যাল থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতারা স্ত্রীলোক গ্রহণ করেন নাই। মধুসূদনের 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক ম[illegible]সা বেঙ্গল-থিয়েটার প্রথম খোলা হয়। রমণী-অভিনেত্রীর দ্বা[illegible]ন কার[illegible] ইহার স্ত্রীচরিত্র-গুলি অভিনয় করিবার কল্পনা করা হয়, কিন্তু সমস্ত স্ত্রীচ[illegible]রিত্র অভিনয় করিতে যতগুলি রমণীর প্রয়োজন, প্রথমেই ততগুলি রমণী লওয়া হ[illegible] নাই। প্রথমে চারিজন রমণীকে লওয়া হয়। বাঙ্গালার এই আদি অভিনেত্রী চতুষ্টয়ের নাম, শ্যামাসুন্দরী, জগত্তারিণী, ৺ এলোকেশী ও ৺ গোলাপ। এই গোলাপ কর্ম্মক্ষেত্রে মরণান্ত কাল পর্য্যন্ত 'সুকুমারী-দত্ত' নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

শ্রীরামপুর হইতে মাহেশের মধ্যে সদর রাস্তার উপর গোলাপের মার বাড়ী ছিল। বালিকা কালেই গোলাপ সুন্দরী বলিয়া প্রসিদ্ধি-লাভ করে এবং উহার 'গোলাপ' নাম সার্থক হয়। সে যখন সাত আট বৎসরের বালিকা তখন কোঁচড়ে যদি আর হাতে মোয়া লইয়া



কপালকুণ্ডলায় 'মতিবিবির' ভূমিকায়—সুকুমারী।

পৃঃ—৭১

গানে অনুরাগ—অনুরাগ কেন, রীতিমত আশক্তি ি ক ভগবানও তাহাকে সুকণ্ঠ দিয়াছিলেন। সে সময়ে ভিখারী-বৈ ব যে সকল গান গাহিয়া ভিক্ষা করিত, গোলাপ সেই সকল গা ই শৈশবেই একবার শুনিলেই আয়ত্ত করিয়া লইতে পারিত। ় া, সুদর্শনা, ফুটফুটে, আনন্দময়ী বলিকা গোলাপ পল্লীস্থ সকলে বাড়ী যাইত, সকলকে গান শুনাইত, সকলেই তাহাকে আদর করিত। অন্তঃপুরে বউ-ঝিরা তাহার গান শুনিয়া তাহাকে 'মোয়া-মুড়ি' খাইতে পয়সা দিত। এইরূপে কিছুদিন গেলে, গোলাপ যখন কৈশোর ছাড়াইয়া যৌবন-প্রবেশের বয়ঃসন্ধিতে উপস্থিত হইল, তখন তাহার মাতা তাহাকে কীর্ত্তন শিখাইবার জন্য কলিকাতায় রাখিয়া যায়। ক্রমশঃ গোলাপ কীর্ত্তন শিখিল বটে, কিন্তু ভাল শিখিতে পারিল না। তাহার মধুর-কণ্ঠের জন্য তাহার নাম ডাক হইয়া পড়িল। সে কিছু দিন কীর্ত্তন-গায়িকারূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিল এবং মুজরা সূত্রে গোলাপের গুণাবলী ছাতুবাবুর ভাগীনেয় বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষের কর্ণগোচর হয়। পরে তিনি যখন বেঙ্গল থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন, উহাকে অভিনেত্রীরূপে গ্রহণ করেন।

বেঙ্গল থিয়েটারের আরম্ভ পুস্তক 'শর্ম্মিষ্ঠা', তাহার পর মায়া-কানন', 'বিষ কি ধনুগুণ' ও 'উঃ! মোহান্তের এই কাজ?'—এই কয়খানি নাটক ও প্রহসনে গোলাপের কি কি ভূমিকা ছিল, তাহা জানা নাই। তাহার পর ৮ বিহারী বাবু বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশ নন্দিনী'কে নাটকাকারে পরিবর্তিত করিয়া অভিনয় করেন। উহাতে গোলাপকে বিমলার ভূমিকা দেওয়া হয়। বিহারী বাবু ও শরৎ বাবুর শিক্ষাগুণে গোলাপ এই ভূমিকায় অতি সুন্দর এবং মনোরম হইয়া ফুটিয়া উঠে। নবীনা যুবতী হইয়াও গোলাপ এই প্রৌঢ়া রমণীর ভূমিকা অভিনয়ে যেরূপ অভিনয় কলা-কৌশল প্রদর্শন

করে, তাহাতে তাহার সুখ্যাতি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই অভিনয়ে গোলাপের যে প্রশংসা আরম্ভ হইল, তাহা পরের সকল নাটকের অভিনয়েই দিন দিন বাড়িতে লাগিল। ক্রমে গোলাপ নানা পুস্তকে নানা ভূমিকার অভিনয়ে যেমন নিপুণা অভিনেত্রীরূপে প্রশংসা, আদর ও যশঃ লাভ করিল, সেইরূপ সুকণ্ঠি গায়িকা বলিয়াও খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ক্রমে ৺রামনারায়ণের 'রত্নাবলী' 'স্বপ্নধন,' প্রভৃতি নাটক অভিনয় করিয়া, গোলাপ দিন দিন গুণপনায় দর্শকবৃন্দকে চমৎকৃত করিয়া যশঃ-শিখরে আরোহণ করিতে লাগিল। 'এঁরাই আবার বড় লোক,' 'একেই কি বলে সভ্যতা,' 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল,' প্রভৃতি প্রহসনের অভিনয়ে গোলাপ রসিকা রা[illegible] চরিত্রের অভিনয়ে এমন দক্ষতা প্রকাশ করিত যে, দর্শক তাহ[illegible] যেন সর্ব্বাপেক্ষা চতুরা ও রসিকা অভিনেত্রী বলিয়া বুঝিতে পারিতেন। ১২৮০ সালের ২রা চৈত্র (১৮৭৪।১৪ মার্চ্চ) শনিবার মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের রচিত 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনীত হয়। গোলাপ এই অভিনয়ে 'মালিনী' সাজিয়া অপূর্ব্ব কৃতিত্ব প্রকাশ করে। তাহার পর শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচিত বীররস প্রধান নাটক 'পুরুবিক্রম' অভিনয় হয়। গোলাপ এই নাটকে রাণী ঐলবিলার ভূমিকা অভিনয় করিয়া রাজোচিত গাম্ভীর্য্যের ভাব এত সুন্দর ফুটাইয়া তুলিয়াছিল যে, 'পুরুবিক্রম' অভিনয়ে বেঙ্গল থিয়েটারে লোক ধরিত না।

এই সময়ে ন্যাশান্যাল থিয়েটার গ্রেট ন্যাশান্যাল নাম লইয়া বীডন ষ্ট্রীটে নূতন কাষ্ঠ-মণ্ডপের মধ্যে (বেঙ্গল থিয়েটার তখন খোলার ঘরে ছিল) উৎকৃষ্ট রঙ্গমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া, দেবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত 'সতী কি কলঙ্কিনী' [illegible]

কোনও সাধারণ নাট্যশালায় গীতিনাট্যের অভিনয় হয় নাই। গীতি-নাট্যের অভিনয় প্রস্তাব হওয়ায় ন্যাশান্যালেও রমণী-অভিনেত্রী লওয়ার প্রস্তাব উঠিল। মতভেদ হওয়াতে কেহ কেহ দল ছাড়িয়া গেলেন। যাঁহারা রহিলেন, তাঁহারা দেখিলেন, বেঙ্গল-থিয়েটারে রমণী অভি-নেত্রী থাকায় দর্শকের আগ্রহ সেই দিকে বেশী চলিয়া পড়িয়াছে, কাজেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করিবার জন্য তাঁহারাও রমণী-অভি-নেত্রী লওয়াই স্থির করিলেন। তৎপরে অভিনয় আরম্ভের পূর্ব্বে গোলাপ এই দলে আসিয়া যোগ দিল। এখানে শিক্ষক ছিলেন, নট-কুল... অর্দ্ধেন্দুশেখর। তাঁহার শিক্ষাগুণে গোলাপ বেঙ্গল থিয়ে-টারের অভিনয়-রীতি ত্যাগ করিয়া নূতনরূপে ফুটিয়া উঠিল, তাহার ...ার মাত্রা দশগুণ বাড়িয়া গেল। অর্দ্ধেন্দু বাবুর হাতে সুকুমারীর অনেক সুপ্তশক্তি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল এবং সুকুমারীও নাট্যকলার রহস্য কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়া, তাহা উপযুক্ত স্থলে প্রয়োগ করিতে শিখিল। বিনোদিনীও প্রথম হইতেই অর্দ্ধেন্দু বাবুর শিক্ষালাভে ভাগ্যবতী হওয়ায় তাহার অভিনয়ের ঔজ্জ্বল্য সর্ব্বাপেক্ষা মনোহর হইয়াছিল।

কয়েক মাস পরে ৺ উপেন্দ্রনাথ দাস গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটারে যোগদান করেন এবং উহার পরিচালকরূপে গৃহীত হন। এই সময়ে তাঁহার রচিত 'শরৎ সরোজিনী' নাটক অভিনীত হয়। ১২৮২ সালের ১৯শে পৌষ (১৮৭৫। ২রা জানুয়ারী) শনিবার উহার প্রথম অভিনয় হয়। এই দিন বেথিয়ার মহারাজ-কুমার হরেন্দ্রকিশোর সিংহ দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। এই নাটকে গোলাপ 'সুকুমারী' নামক স্ত্রীচরিত্রের অভিনয় করে। এই ভূমিকার অভিনয় গোলাপকে যশোমন্দিরের সর্ব্বোচ্চ স্থানে তুলিয়া দিয়াছিল। ইহাতে অনূঢ়া

প্রকাশ করে যে, লোকে তাহার নাম ভুলিয়া গিয়া তাহাকে সুকুমারী বলিয়াই আহ্বান করিত।

এই সময়ে গোলাপের জীবনে একটা অভূতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন ঘটে। উপেন্দ্রবাবুর একটা দুরাশা ছিল তিনি এই সকল অভিনেত্রীর বিবাহ দিয়া তাহাদিগকে গৃহস্থ করিবেন। 'শরৎ-সরোজিনী' নাটকে একটা পুস্তকের দোকানের দৃশ্য আছে। সেই দোকানের পুস্তক-বিক্রেতা যে ব্যক্তি সাজিত, সেই ব্যক্তির নাম ছিল গোষ্ঠবিহারী দত্ত। এই যুবক অতি চতুর এবং সুদর্শন ছিল। উপেন্দ্র বাবুর চেষ্টায় এই যুবকের সহিত গোলাপের বিবাহ হয় এবং গোলাপ সুকুমারী দত্ত নাম লইয়া নূতন স্বামীর সহিত ঘর-সংসার পাতাইয়া গৃহস্থ হইয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। সেই সময়ে সে নাট্যশালা ছাড়িয়া দিয়াছিল। এই সময়ে তাহার এ[illegible] কন্যা হয়। ইহার কতকদিন পরে উপেন্দ্র বাবু বিলাতে চলিয়া যান। গোষ্ঠ উপেন্দ্র বাবুর বড় অনুগত ছিল। উপেন্দ্র বাবু বিলাতে গেলে, গোষ্ঠেরও বিলাত যাইবার খেয়াল চাপিল। দিন কয়েক পরে হঠাৎ একদিন শুনা গেল, গোষ্ঠ কোন এক জাহাজে খালাসীর কাজ লইয়া বিলাতে চলিয়া গিয়াছে। স্বামী চলিয়া যাওয়ায় সুকুমারী বড়ই বিপদে পড়িল। তখন সে গৃহস্থ-বধূ, তখন তাহার থিয়েটার করাও চলে না, আবার উপার্জ্জন না হইলেও গ্রাসাচ্ছাদন চলে না, এমনই অবস্থা ঘটিল।

কিছুদিন স্বামীর অপেক্ষায় থাকিয়া সুকুমারী গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য একটা উপায় করিতে বাধ্য হইয়া পড়িল। মেডিকেল কলেজের সম্মুখে প্রতাপ চাটুয্যের গলিতে একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল বাড়ী ভাড়া লইয়া সুকুমারী নিজে একটী নাট্য-সম্প্রদায়ের আখড়া বসাইল। আশু বাবু নামে ভবানীপুরবাসী এক ব্রাহ্মণ যুবক তাহার কর্ম্মকর্ত্তা হইল, কিছু-

ও সুকুমারীতে মিলিয়া “অপূর্ব্ব সতী” নামে একখানি নাটক লিখিল। বেঙ্গল-থিয়েটারে এই নাটকের অভিনয়ও হইয়াছিল। এই সূত্রে স্বামীর আশায় জলাঞ্জলী দিয়া সুকুমারী আবার থিয়েটারে প্রবিষ্ট হইল। ইহার পর কয়েক বৎসর সুকুমারী কখন বেঙ্গলে, কখন ন্যাশান্যাল থিয়েটারে অভিনয় করিয়া বেড়াইত। সকল অভিনয়েই তাহার পূর্ব্ব যশঃ অক্ষুন্ন ছিল।

১২৯০ সালে গ্রেট ন্যাশান্যাল থিয়েটারের আর একবার অভ্যুদয় হয়। সেই সময় পণ্ডিত হরিভূষণ ভট্টাচার্য্যের “কুমার সম্ভব” নাটক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজা বসন্তরায়' ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' প্রথম অভিনীত হয়। এই তিন পুস্তকের অভিনয়ে সুকুমারী যথাক্রমে রতি, সুরমা এবং শান্তির ভূমিকা অভিনয় করিয়া নাট্যজগতে নিপুণা অভিনেত্রী বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করে। তাহার পর ন্যাশান্যাল থিয়েটার উঠিয়া গেলে, সুকুমারী দত্ত কিছু দিন নাট্যশালার সংশ্রব ছাড়িয়া দিয়াছিল। ১২৯০ সালে ষ্টার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হয়। গিরিশবাবু এখানকার অধ্যক্ষ ও শিক্ষক হন। প্রাচীন ন্যাশান্যাল থিয়েটারের ন্যায় দিন দিন এই নাট্যশালার গৌরব বাড়ীতে থাকে।

এমারল্ড থিয়েটারে সুকুমারী দত্ত বঙ্কিমের 'কপালকুণ্ডলা,' 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রভৃতিতে যথাক্রমে মতিবিবি, সূর্য্যমুখী ও রোহিণী সাজিয়া অভিনয়-কৌশলে দেশ মাতাইয়াছিল। মৃণালিণীতে গিরিজায়ার ভূমিকায় গানের সুখ্যাতিতে সুকুমারী অসাধারণ যশোলাভ করে।

শেষ জীবনে সুকুমারী কিছুদিনের জন্য শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের ক্লাসিক থিয়েটারে যোগ দিয়াছিল। যে জাতি “কুড়িতে বুড়ো” হয় বলিয়া জাতীয় প্রবাদ আছে, সে জাতির রমনীরা “চল্লিশে” ধরিলে অন্য কার্য্যের উপযুক্ত থাকিলেও “বৃদ্ধমহিলা”র কার্য্যে যে

অক্ষমা হইয়া পড়ে, তাহা নাট্যশাস্ত্রই বলিয়া দিয়াছেন; কিন্তু সর্ব্বত্রই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে। স্বর্গীয়া ক্ষেত্রমণির ন্যায় অনেক প্রবীণা অভিনেত্রীই ঐ বয়সেও কর্ম্মক্ষম থাকিয়া দর্শকের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। ক্ল্যাসিকে নিযুক্ত হইয়া সুকুমারী অনেকগুলি নাটকের প্রধান প্রধান স্ত্রী-চরিত্র-সমূহের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। এ সময় তাহার শারীরিক অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়া পড়ে; শ্বাসের পূর্ণতা ও দেহ-শৈথিল্যের অভাবে সে রঙ্গালয়ের সংস্রব পরিত্যাগ করে। শেষ দশায় সুকুমারী প্রকাশ্য নাট্যশালা ত্যাগ করিয়া অন্যভাবে নাট্যানুশীলনে নিযুক্ত হইয়াছিল।

সুকুমারী বঙ্গীয় নাট্যশালার এক উজ্জ্বলমণি ছিল। অভিনয়-কলায় তাহার যে পটুতা ছিল, তাহা অতুলনীয়—আদর্শস্থানীয়!

সুপ্রতিষ্ঠিতা অভিনেত্রী

শ্রীমতী তারাসুন্দরী।

শ্রীমতী তারাসুন্দরী অভিনেত্রীরূপে প্রথম যখন রঙ্গমঞ্চে পদার্পণ করে, তখন তাহার বয়স সাত বৎসর মাত্র। বিনোদিনীর দ্বারাই তারাসুন্দরী সর্ব্বপ্রথমে ষ্টার থিয়েটারে আনীত হয়, এবং "চৈতন্যলীলায় বালক-বেশ ধরিয়া প্রথম দর্শকের সম্মুখে বাহির হইয়াছিল। তাহার পর বিনোদিনী যখন ষ্টারের সংশ্রব ত্যাগ করে, তখন তারাও থিয়েটার ছাড়িয়া দেয়। তাহার পর হাতীবাগানের নূতন বাটীতে ষ্টার-থিয়েটার খুলিবার উদ্যোগ হয়, তখন আবার বিনোদিনীর মধ্যস্থতায় এবং প্রসিদ্ধ অভিনেতা বাবু নীলমাধব চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আগ্রহে তারাকে ষ্টার থিয়েটারে আনা হয়। স্বর্গীয় সুগায়ক ও বিখ্যাত অভিনেতা অঘোরনাথ পাঠক মহাশয় ইহার হাত ধরিয়া প্রথম দিন লইয়া আসেন, তখন ইহার বয়স ৯ বৎসর। সেই সেদিন যে বালিকা নাট সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, আজও পর্য্যন্ত সে নাট্য-ব্রতকেই নিজের জীবিকা ও সাধনার বিষয় করিয়া যশের পথে অগ্রসর হইতেছে।

হাতীবাগানের নূতন বাড়ীতে ষ্টার-থিয়েটার খোলা হয়। "নসী-রাম" এখানকার প্রথম নাটক। এই নাটকে তারা "ভীল বালকের" একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা অভিনয় করিয়া স্বীয় অভিনেত্রী জীবন আরম্ভ করে। তাহার পর নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় "স্বর্ণলতা" উপন্যাসের প্রথমাংশকে নাটকাকারে গড়িয়া দিলে, তাহাকে সে নাটকে শশিভূষণের কন্যা "কামিনীর" ভূমিকা দেওয়া হয়। আর সুখদানাম্নী আর একটি বালিকাকে শশিভূষণের পুত্র "গোপালের"

ভূমিকা দেওয়া হইয়াছিল। তখন স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র মহাশয় এই সকল বালিকাকে শিক্ষা দিতেন। কয়েক দিন শিক্ষা দিবার পর কর্তৃপক্ষেরা তারার সুস্পষ্ট উচ্চারণ, সুমিষ্টস্বর এবং স্বাভাবিক চটুলতা গুণে আকৃষ্ট হইয়া ঐ দুজনের ভূমিকা পরস্পরের মধ্যে পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন।

তারার নাট্যশিক্ষার হাতে খড়ি—নসীরামের "ভীলবালকের" ভূমিকার শিক্ষা স্বর্গীয় মিত্র মহাশয়ের হাতেই হইয়াছিল। সরলায় 'সরলা'র ভূমিকাও তিনিই শিক্ষা দেন, তবে নাট্যাচার্য্য শ্রীঅমৃতলাল বসু মহাশয়ের দ্বারা তাহার সংস্কার ও মার্জ্জনাদি হয়। তাহার পর প্রফুল্লর "যাদব" ইহাকে অভিনয় করিতে দেওয়া হয়। বালকের ভূমিকা অভিনয়ে তখন যতগুলি বালিকা যেখানে যেখানে শিক্ষিত হইতেছিল, "গোপালের" ভূমিকা অভিনয় করিয়া তারাই তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রশংসা লাভ করে।

ইহার পর তারাসুন্দরীকে হারানিধিতে "হেমাঙ্গিনী" ভূমিকা দেওয়া হয়। প্রফুল্ল হইতে তারাসুন্দরী আবশ্যক মত ৺অমৃতলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু এবং ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের নিকট শিক্ষা লাভ করিতে থাকে। বড়লোকের আদুরে, জ্যাঠা, ডেঁপো, শিশু, প্রাচীন বালিকায় অভিনয় কি ভাবে করিতে হইবে, তারার নিজের বুদ্ধি তাহা ধারণা করিতে পারে, তখনও ততটা না খুলিলেও, ঐ সকল গুরুর শিক্ষার এবং তাহার স্বাভাবিক চটুলতাগুণে সে "হেমাঙ্গিনীর" ভূমিকা বেশ ভালই অভিনয় করিয়াছিল। তাহার পর চণ্ডনাটকে "মুকুলজী"র এবং বিল্বমঙ্গলের রাখাল-বালক অভিনয় করে। তখনও তারা গান শেখে নাই; কিন্তু হেমাঙ্গিনী ও রাখাল বালক সাজিয়া তাহাকে গাইতে হইত। সে গানে ভুল হইত দেখিয়া কর্ত্তৃপক্ষেরা তাহার সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। সঙ্গীতাচার্য্য

৺রামতারণ সান্যালের চেষ্টায়, যত্নে, শিক্ষাদান কৌশলে, সে অল্পে অল্পে গানে এবং নৃত্যশিক্ষক শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের শিক্ষাধীনে পটুতা লাভ করিতে লাগিল। এই সময়ে ষ্টার থিয়েটারের দুইটি রত্ন ইহজগৎ হইতে হঠাৎ অপসৃত হইলেন। অল্পদিনের ব্যবধানে প্রশংসনীয় হাস্যরস রসিক অভিনেতা ৺অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (কাপ্তেন বেল) এবং সরলার অভিনয়ে যশস্বিনী অভিনেত্রী কিরণবালা মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহাদের হঠাৎ মৃত্যুতে ষ্টারের অনেকগুলি পুস্তকের অভিনয় করা দুর্ঘট হয়; কর্তৃপক্ষেরা এই সময়ে কিছুদিন অভিনয় বন্ধ রাখিতে বাধ্য হন। থিয়েটার তিন মাস বন্ধ ছিল।

এই বন্ধের পর ষ্টারে "মলিনা বিকাশ" নামে গিরিশ বাবুর একখানি গীতিনাট্য অভিনীত হয়। উহার সখীর দল হইতে কুসুম নামে একটি অভিনেত্রী এই সময় থিয়েটার ছাড়িয়া দেওয়ায়, তারাকে তাহার স্থানে সখীরূপে অভিনয় করিতে হয়। সখী সাজিয়া নাচেগানে অভিনয় করা তারার এই প্রথম। এই সময়ে প্রসিদ্ধ অভিনেত্রী মানদা ষ্টার থিয়েটারে যোগ দিয়া 'মলিনা' 'সরলা' প্রভৃতি ভূমিকা সকল অভিনয় করিতে থাকে। 'চণ্ডের' অভিনয়ের পর 'মলিনা বিকাশে'র পূর্ব্বে ষ্টারে পলাশীর যুদ্ধ অভিনয় হয়। তারাসুন্দরী তাহাতে 'বৃটানিয়া' সাজিয়া সুন্দর ভাবাভিনয় করিয়াছিল।

ইহার কিছুদিন পরে মিনার্ভা থিয়েটারের পত্তন হইলে, প্রমদা প্রভৃতি ষ্টার ছাড়িয়া তাঁহার সঙ্গে মিনার্ভায় যোগ দেয়। প্রমদা চলিয়া গেলে তাজ্জব ব্যাপারে—'বিবি', তরুবালায়—তরুবালা ইত্যাদি ভূমিকা তারাকে অভিনয় করিতে হইয়াছিল। তরুবালার প্রথম অভিনেত্রী হেনা উক্ত ভূমিকায় যে ভাবে অভিনয় করিত, তারাসুন্দরী তরুবালার ভূমিকা পাইয়া তাহার স্থানে স্থানে কোন ভাবের পরিবর্ত্তন করিয়া অভিনয় করে। এই পরিবর্ত্তন তাহার নিজের উদ্ভাবিত। উহা দেখিয়া



"কপালকুণ্ডলায়"—তারা (ব্রাহ্মণবালকরূপে)

৬

নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু মহাশয় অনুমোদন করিয়াছিলেন। এই অবধি তারাসুন্দরীর অভিনয়-বুদ্ধি অল্পে অল্পে বিকাশিত হইতে থাকে। তরুবালা ও তাজ্জব ব্যাপারের অভিনয়ের সময়ে বাবু নীলমাধব চক্রবর্ত্তী ও প্রবোধচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি কয়েকজন অভিনেতা ষ্টার থিয়েটার ছাড়িয়া দিয়া বীণা থিয়েটারে 'সিটি' থিয়েটার নামে নূতন নাট্যসম্প্রদায় গঠন করিয়া অভিনয় করিতে থাকেন। এই সময়ে উঁহাদের সঙ্গে আবার দু-একজন অভিনেত্রীও বাহির হইয়া গেলে, তারাসুন্দরীকে অনেকগুলি নাটকের নায়িকার ভূমিকা অভিনয় করিয়া দিতে ষ্টারের কর্তৃপক্ষগণকে বাধ্য হইতে হয়। তারার বয়স তখন ১৩ বৎসর মাত্র হইলেও, অভিনয়ে তাহার যত্ন এবং অনুরাগ দর্শনে, তাহাকে দময়ন্তী, চৈতন্য, গোপা প্রভৃতির ভূমিকা দিতে হইয়াছিল। গুরু অমৃত বাবুর শিক্ষাগুণে এই সকল কঠিনতর ভূমিকায় তারাসুন্দরী কৃতিত্ব প্রদর্শনে সক্ষম হইয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গঙ্গালাভ হয়। নাট্যাচার্য্য অমৃতলাল বসু মহাশয় 'বিলাপ' নাম দিয়া একখানি সময়োচিত শোক-নাটিকা রচনা করেন, তারাকে তাহাতে বঙ্গভাষার ভূমিকা দেওয়া হয়। এই ভূমিকা অতীব করুণরসাত্মক এবং গীতবহুল। ভূমিকাটিতে অভিনয় কৌশলও বেশ ছিল। গান ভাল গাহিতে পারিবে না বলিয়া, দলের স্ত্রীপুরুষের অনেকেই ইহাকে উক্ত ভূমিকা দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। সঙ্গীতাচার্য্য রামতারণ বাবু স্নেহপরবশ হইয়া বলিয়াছিলেন, তারার গলার উপযুক্ত সুরেই গানগুলি বসাইয়া উঁহাকে শিক্ষা দিব। এইরূপে শিক্ষকদিগের আগ্রহে, স্নেহ ও যত্নে তারাসুন্দরী বঙ্গভাষার ভূমিকা এত ভাববিশুদ্ধ প্রণালীতে অভিনয় করে যে, স্বর্গীয় পণ্ডিতপ্রধান মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন অত্যন্ত প্রীত হইয়া নিজে সংবাদপত্রে প্রশংসা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই অংশে গান

ভাল হওয়ায়, স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্রের অনুরোধে তাহার পর গিরিশ বাবুর ধ্রুবচরিত্রের পুনরভিনয়কালে তারাসুন্দরীকেই ধ্রুবের ভূমিকা দেওয়া হয়। এই শিশুভক্তের অভিনয়ে ও গানে তারার আরও সুখ্যাতি বর্দ্ধিত হয়। অতঃপর ষ্টার থিয়েটারে হিন্দিতে 'কৃষ্ণবিলাপ' গীতিনাট্য অভিনীত হয়। তারাসুন্দরী এই অভিনয়ে 'রাধিকা' সাজিয়া হিন্দী কথাবার্ত্তায় হিন্দীগানে বেশ পটুতা প্রদর্শন করে ও কৃষ্ণবিলাসিনী রাধার প্রেমোন্মাদ অভিনয়ে সুন্দররস ও ভাবের আবির্ভাব করাইতে সক্ষম হইয়াছিল। ইহার পর তারাকে ক্রমশঃ বিমাতার বা বিজয়বসন্তে 'বিজয়', অন্নদামঙ্গলে 'গৌরী', বহুত আচ্ছার 'রেবেকা', বাবুতে 'মহিলা'—প্রভৃতি ভূমিকার অভিনয় করিতে হয়। 'বিজয়ের' ভূমিকাতেও তারার বিশেষ সুখ্যাতি হয়।

ইহার পর ষ্টারের যশোবৈজয়ন্তী চন্দ্রশেখরের অভিনয় আরম্ভ হয়। বঙ্কিমের পুস্তকে নায়িকার ভূমিকা এইবার তারাকে সর্ব্বপ্রথম অভিনয় করিতে দেওয়া হয়। সে শৈবলিনীর ভূমিকা পাইল। অমৃতলাল বসু মহাশয় যত্ন করিয়া শিখাইলেন। উপযুক্ত ক্ষেত্রে উপযুক্ত শিক্ষায় আশানুরূপ ফললাভ হইল। তারাসুন্দরী শৈবলিনী-চরিত্রের অভিনয়ে প্রথম ... কৃষ্ণ প্রেমের চাপা ব্যথা, পরে পরিতৃপ্তির আশায় দুঃসাহসহকারে প্রণয়ীর অজ্ঞাতে তাহার অনুসরণ, শেষে অনুতাপের অনুশোচনা এবং তপস্যায় প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতির ভাবাভিনয়ে শিক্ষা সাহায্যে নিজ কল্পনাবলে এরূপ সুন্দর কৃতিত্ব প্রদর্শন করে যে, তাহার সুখ্যাতির আর অবধি রহিল না। চন্দ্রশেখরের অভিনয়ে প্রতাপ, শৈবলিনী, ফষ্টর, সুন্দরী, গুর্গন্ খাঁ প্রভৃতির অভিনেতৃগণ অতিমাত্র সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। কিছুদিন শৈবলিনী অভিনয়ের পর তারাকে কিছুদিনের জন্য থিয়েটার ত্যাগ করিতে হয়। এই সময়ে কয়েক বৎসর তাহার সহিত কোন নাট্যশালার সংস্রব ছিল না।

কেবল মধ্যে দুই দিনের জন্য তাহাকে নূতন নাট্যশালা মিনার্ভা থিয়েটারে যাইতে হয়। এই সময়ে সেখানে 'করমেতি বাই' অভিনীত হইতেছিল। করমেতির ভূমিকা প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী তিনকড়ির ছিল। তিনকড়ি হঠাৎ এই সময় মিনার্ভা ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। গিরিশ বাবু তারাকে আনাইয়া দুই রাত্রি করমেতি অভিনয় করাইয়া লয়েন। এই সময়ে গিরিশ বাবুকে বড় বিব্রত হইতে হইয়াছিল,—শিক্ষক ৺অর্দ্ধেন্দু বাবু উহার কিছু-দিন পূর্ব্বে দলত্যাগ করিয়াছিলেন, আবার প্রধানা নায়িকার অভিনেতৃ তিনকড়ি হঠাৎ দলত্যাগ করিলে, তিনি তারাসুন্দরীকে আনাইয়া দুইরাত্রি করমেতি বাই অভিনয় করান। তারাকে মাত্র তিনদিনের শিক্ষায় এত বড় ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে নামিতে হয়। গিরিশ বাবু প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীর অভিনয়-কৌশল দেখিয়া বলিয়া-ছিলেন,—"বেটী আমার মুখ রক্ষা করিয়াছিস্।" ৺শ্যামমাধব রায়-প্রমুখ কৃতবিদ্য দর্শকেরাও এই অভিনয়ের সুখ্যাতি করেন।

মিনার্ভা থিয়েটারে দুইদিন "করমেতি বাই" অভিনয় করিয়া তারাসুন্দরী কয়েকদিন পরে 'ইণ্ডিয়ান ড্রামাটিক ক্লাব' নামক এক নাট্য-সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হয়। এই সম্প্রদায় "এমারল্ড থিয়েটারে" অভিনয় করিতে আরম্ভ করে। শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এই সম্প্র-দায়ের পরিচালক ছিলেন। ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পুত্র শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানী), শ্রীচুণীলাল দেব, শ্রীনিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেব, ৺প্রবোধচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ে অভিনয় করিতে প্রতিশ্রুত হন। এমারল্ড থিয়েটারে এই সম্প্রদায় "পলাশীর যুদ্ধ" অভিনয় করে। তারাসুন্দরী বেগম ও ব্রটানিয়ার ভূমিকা অভিনয় করে। তৎপরে এই সম্প্রদায় মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয় করিবার বন্দোবস্ত করে। সেই সময়ে পলাশীর যুদ্ধ ও বোল্লকবাজার অভিনয় করা হয়। প্রহসন-

খানিতে তারা—নায়ক ললিতের ভূমিকা অভিনয় করিয়া কৃতিত্ব প্রদর্শন করে।

পলাশীর যুদ্ধে শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত সিরাজউদ্দৌলার ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হন। ৺প্রবোধ ঘোষ মোহনলালের ভূমিকা লইয়াছিলেন আর বাবু নীলমাধব চক্রবর্ত্তী ক্লাইবের ভূমিকা অভিনয় করেন। ইহারই এক অভিনয়ে ৺কবিবর নবীনচন্দ্র সেন উপস্থিত ছিলেন। তিনি অমর বাবুর অভিনয় দেখিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করেন।* আর একদিন বেঙ্গল থিয়েটারের ষ্টেজে এই দলের 'বিষাদ' অভিনয় হয়। তারাই রাণী সরস্বতী বা বিষাদের ভূমিকা অভিনয় করে। গিরিশ বাবু ও ৺নবীন বাবু এ দিনও উপস্থিত ছিলেন। তিনি তারার অভিনয় কৌশল দেখিয়া ৺নবীন বাবুর সম্মুখে তারাকে অতীব আদর করিয়া বলেন, "আজ বিষাদ লেখা সার্থক হইল।"

ইহার কিছুদিন পরে এমারল্ড থিয়েটারে সিটিথিয়েটার সম্প্রদায় অভিনয় আরম্ভ করেন। নীলমাধব চক্রবর্ত্তী এই দলের নেতা ছিলেন। এইখানে "দেবীচৌধুরাণী" অভিনয় করা হয়। তারা "দেবী"র ভূমিকা লইয়া অতি প্রশংসার সহিত অভিনয় করিয়াছিল। প্রতিযোগীতায় এই সময় বেঙ্গল থিয়েটারেও "দেবী-চৌধুরাণী"র অভিনয় হইতে থাকে। তুলনায় তারা অভিনয়ে বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়াছিল। এই সময়ে অমরেন্দ্র বাবু ক্লাসিক থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করেন। ২৭শে চৈত্র তাঁহাদের আখ্‌ড়াই বসে এবং নববর্ষের সঙ্গে সঙ্গে অভিনয় আরম্ভ হয়। প্রথমে পলাশীর যুদ্ধ ও বেল্লিক-বাজার লইয়া খোলা হয়। তাহার পর 'হরিরাজ' নাটক খোলা

* ১৩২১ সালের অগ্রহায়ন মাসের "নাট্যমন্দিরে" ৺নবীনবাবুর যে পত্রখানি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে এই অভিনয় দর্শনের কথাই তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন।

তারাসুন্দরী প্রথমে এই গ্রন্থে 'অরুণা'র অংশ অভিনয় করে এবং তৎপরে শ্রীলেখার অভিনেত্রী শ্রীমতী ছোটরাণী দল ছাড়িয়া দিলে তারাকেই শ্রীলেখা অভিনয় করিতে হয়। এই শ্রীলেখা অভিনয় তারার অভিনেত্রীজীবনের এক অপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচয়। অভিনয়ের দুইদিন পূর্ব্বে ছোটরাণী দলত্যাগ করে। তারা শুনিয়াই কোনও শিক্ষকের সাহায্য না লইয়া একদিনে নিজেই উহা আয়ত্ত করিয়া লইয়া অভিনয় করে এবং জনসাধারণের নিকট প্রচুর প্রশংসা ও সমাদর লাভ করে। ৺মহেন্দ্রলাল বসু তারার এই অসাধারণ শক্তি দেখিয়া প্রশংসাচ্ছলে বলিয়াছেন, "একা তোমায় পাইলেই দল চালাইতে পারি।" তাহার পর ক্লাসিকে দেবীচৌধুরাণী" অভিনয় হইতে থাকে। তারা 'দেবী' সাজিয়া দর্শকবৃন্দকে মোহিত করিয়া ফেলিয়াছিল।

ইহার পর তারাসুন্দরী ক্লাসিক থিয়েটার ত্যাগ করিয়া পুনরায় ষ্টার থিয়েটারে যোগদান করে। ষ্টার থিয়েটারে এই সময়ে "গ্রাম্য-বিভ্রাট" নূতন খোলা হয়। সময় না থাকায় এই পুস্তকে তারাকে সামান্য এক প্রতিবেশিনীর ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে নামিতে হয়। তৎপরে "কিরণশশী" নাটকে সে "অপর্ণা"র ভূমিকায় আপনার কৃতিত্ব দেখাইয়া দর্শকের প্রীতিলাভ করে। তাহার পর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'বিরহ' অভিনীত হয়। ইহাতে তারাসুন্দরী এক "প্রতিবেশিনী"র ভূমিকা লইয়া অভিনয় করিয়াছিল। ইহার পর "হরিশ্চন্দ্র" নাটকে "শৈব্যা" ও "বসন্তসেনা" নাটকে "বসন্তসেনা"র ভূমিকায় তারাসুন্দরীর যশঃ ও গুণপনা বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়। "আদর্শবন্ধু"তে তারাসুন্দরী নিজভূমিকা এত সুন্দর অভিনয় করে যে, ইণ্ডিয়ান মিররের সুপ্রবীণ এবং নাট্যরসজ্ঞ সমালোচক তাহার অভিনয় কৌশলের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন. গিরিশবাবুর "মায়াবসান" নাটকে তারা-



দুর্গেশনন্দিনীতে 'আয়েসার' ভূমিকায়—তারাসুন্দরী। পৃঃ—৮৭

সুন্দরী কালীকান্তের 'বড় বধুর' ভূমিকা অতি সুন্দররূপে অভিনয় করিয়াছিল। ষ্টার থিয়েটারে ইতিপূর্ব্বে অর্থাৎ প্রথমাবস্থায় তারাসুন্দরী "লায়লা-মজনু" গীতিনাট্যে "মুন্না"র ভূমিকা "নরমেধ-যজ্ঞ" নাটকে "মণি দত্তে"র ভূমিকা, "বেনজীর বদরে মুনির" গীতিনাট্যে "ফিরোজ" "বনবীর" নাটকে বনবীরের ভ্রাতা "উদয়সিংহ", "বিবাহ-বিভ্রাটে"---"বিলাসিনী কারফর্ম্মা" অভিনয় করিয়া দিন দিন স্বীয় গুণপণা প্রকাশ করিয়া ষ্টারের যশোবৃদ্ধি পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করে। এই সকল অভিনয়ে তারা শিক্ষকের উপদেশ সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিজবুদ্ধি ও ধ্যানবলে প্রত্যেক ভূমিকার অভিনয় ভাব-বিকাশে এমন সুন্দর কৌশলসকল প্রদর্শন করিত যে, ষ্টার থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষ এবং দর্শকগণ তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইতে, তাহার কৃতিত্বে মুগ্ধ হইতে বাধ্য হইতেন। কিছুদিন পরে তারাসুন্দরী ষ্টার থিয়েটার ছাড়িয়া আবার ক্লাসিক থিয়েটারে যোগদান করে। এখানে আসিয়াই "রামবনবাসে" "কৈকেয়ী"র ভূমিকা এবং "মনের মতন" গীতিনাট্যে "গোলেন্দামে"র ভূমিকা অভিনয় করে। এরূপ চরিত্রের অভিনয় তারার পক্ষে তখন আর নূতন নহে, কাজেই বিনা আয়াসে তারাসুন্দরী আপনার যশঃ অক্ষুন্ন রাখিয়া দর্শকের তৃপ্তিবিধান করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

বেঙ্গল থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চে এই সময়ে বাবু গুরুপ্রসাদ মৈত্র মহাশয়ের ব্যয়ে "অরোরা থিয়েটার" নামে এক নাট্যসম্প্রদায় অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হয়, বাবু নীলমাধব চক্রবর্ত্তী এই দলের নেতা হন। তাঁহার সময়ে শ্রীযুক্ত রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের উৎকৃষ্ট সামাজিক নাটক "কালপরিণয়" অভিনীত হয়। তারাসুন্দরী "মোক্ষদা"র ভূমিকা অভিনয় করে। তারাসুন্দরী এমন গুণপনা সহকারে এই চরিত্রের অভিনয় করে যে, রসজ্ঞ দর্শকে তাহার কৃতকারিতায় চমৎকৃত হইয়া-

ছিলেন। গুণগ্রাহী দর্শক শ্রীযুক্ত অনাথনাথ দেব তাহাকে এই কৃতিত্বের জন্য স্বর্ণপদক দান করিয়া সম্বর্দ্ধিত করেন। সাধারণে সেই দিন বুঝিতে পারে, তারাসুন্দরী কতটা শক্তিশালিনী অভিনেত্রী। ইহার পর নটগুরু ৺অর্দ্ধেন্দুশেখর অরোরায় শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া আসেন এবং 'রিজিয়া' অভিনীত হয়। অর্দ্ধেন্দুবাবুর পূর্ব্বে সঙ্গীত সমাজের ৺নগেন্দ্র চৌধুরী সঙ্গীত সমাজে ৺হেম মল্লিকের শিক্ষার অনুকরণে রিজিয়া যে অঙ্গভঙ্গী স্বরভঙ্গী ও চলাফেরা শেখান— মুস্তফী সাহেব সেগুলিকে ইংরাজী হাবভাব বলিয়া একবারে ভুলিয়া যাইতে বলেন এবং তিনি যাহা উপযুক্ত বোধ করেন, তাহাই শিক্ষা দেন। "একাদশ বৃহস্পতি"তে দালাল-বালকের শিক্ষাই অরোরায় তারার শেষশিক্ষা। তারপর অরোরার নাম বদ্‌লাইয়া ৺গোপাললাল শীলের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত গিরিমল্লিক ইউনিক নামে দল চালাইতে থাকেন। তারাসুন্দরী এখানে রত্নমালায় "মন্দারমালা" অভিনয় করিয়া মনার্ভায় যোগদান করে। সিরাজউদ্দৌলায় 'জহরা', মীরকাশিমে 'তারা', রাণাপ্রতাপে 'যোশীবাই', সংসারে—'বামা', প্রতাপাদিত্যে 'কল্যাণী' প্রভৃতি চরিত্রগুলির অভিনয়ে তারা নিখুঁত ছবি দেখাইয়াছে।

ইহার পর 'কোহিনুর' থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হয়। তারা এখানে প্রথমে "চাঁদবিবি" নাটকে "চাঁদবিবি" ও ছত্রপতি শিবাজী নাটকে শিবাজীর মাতার ভূমিকা লইয়া অপূর্ব্ব অভিনয় চাতুর্য্য প্রদর্শন করে। তাহার পর কিছুদিন পরে কোহিনুর ছাড়িয়া তারাসুন্দরী বাণী থিয়েটার নামক নাট্যসম্প্রদায়ে যোগদান করে। এখানে রিজিয়া প্রভৃতি পুরাতন নাটকের দুই তিন বার অভিনয়ের পর ঐ সম্প্রদায় উঠিয়া যায়। তারাসুন্দরী এখন মিনার্ভায় যোগদান করিয়া অভিনয়কার্য্যে নিযুক্তা আছে।

নাট্যপীঠশিল্পী ধর্ম্মদাস শূর।

১২৫৯ সালে [১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে] ৺ধর্ম্মদাস শূর জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺রাধানাথ শূর। ইনি পিতামাতার দ্বিতীয় পুত্র। যে বাগবাজারে—৺অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, ৺মতিলাল শূর, ৺নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, [বেলবাবু], ৺শিবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং নটগুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি নটশ্রেষ্ঠগণের বাস, সেই বাগবাজারেই ধর্ম্মদাস বাবুর বাড়ী। ধর্ম্মদাস বাবু বাল্যে পল্লীস্থ পাঠশালায় এবং বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেখেন। স্কুলের মানচিত্র-অঙ্কন হইতে তাঁহার চিত্রবিদ্যার প্রতিভা স্ফুরিত হয়। বাণী সরস্বতী প্রতিমার সাজসজ্জা প্রস্তুত করিতে এবং প্রতিবৎসর সিংহাসন সজ্জার নূতন নূতন রীতি ও উপকরণ কল্পনা করিতে করিতে ইহা শিল্পিসুলভ-সজ্জাকরের কৃতিত্ব ফুটিয়া উঠে। এখন যে সরস্বতী, কার্ত্তিক, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি দেবতার অপূর্ব্ব সিংহাসন সজ্জা দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্ম্মদাস বাবুই খেলাচ্ছলে তাহার প্রথম উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। সাধারণতঃ এই সকল সিংহাসন "বাগানওয়ালা ও পুরি-দেওয়া সিংহাসন" বলিয়াই খ্যাতিলাভ করিয়াছে। উত্তরকালে যখন বাবু ভুবনমোহন নিয়োগী মহাশয়ের বাড়ীতে কার্ত্তিক পূজায় কার্ত্তিকের সিংহাসন সজ্জার এবং ময়ূরের পুচ্ছ বিস্তার ও সঙ্কোচাদি দ্বারা বিবিধ ক্রীড়া-কৌশলের উপায় উদ্ভাবন ধর্ম্মদাস বাবু করিয়া দেন, তখনই এ বিষয়ের পূর্ণতা সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহার পর ইহা সাধারণে গ্রহণ করিয়াছে এবং এখন প্রতিবৎসর 'পেকম খেলান' কার্ত্তিকের প্রতিমার সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে।



নাট্যপীঠশিল্পী ধর্ম্মদাস শূর।

পৃঃ—৯১

ধর্ম্মদাস বাবু যৌবনের প্রারম্ভে স্কুলের শিক্ষকতা করিতেন। এই সময়েই দৃশ্যপট-অঙ্কনের প্রতি মন আকৃষ্ট হয়। খেলা ও পরীক্ষাচ্ছলে তিনি পল্লীস্থ অন্নপূর্ণার মন্দির সহ চারিটী অত্যুচ্চ শিবমন্দিরের ছবি স্বীয় কল্পনাবলে পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞানের কৌশলে আঁকিতে আরম্ভ করেন। এই অঙ্কনবিদ্যা ভগবানের অনুগ্রহে তাঁহাতে আপনা আপনি ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তিনি কোনও শিক্ষকের নিকট একদিনের জন্যও রেখাটীমাত্রও টানিতে শিক্ষা করেন নাই। তবে অর্দ্ধেন্দুবাবু যেমন মহারাজ যতীন্দ্রমোহনের বাড়ীর নাট্যসম্প্রদায়ের আখ্‌ড়াই দেখিয়া অভিনয়ের ভাবসঞ্চয় করিয়াছিলেন, ধর্ম্মদাস বাবুও সেইরূপ পটুয়া-দিগের অঙ্কিত দৃশ্যপট দেখিয়া, উহা আঁকিবার একটা ভাব সঞ্চয় করিয়া লইয়াছিলেন মাত্র। তাহার পর তাঁহার অদম্য অধ্যবসায়, অপরিমেয় স্মরণশক্তি, অসাধারণ পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতা, অদ্ভুত উদ্ভাবন-কৌশল এবং অপূর্ব্ব সাধনা বলে, তিনি অদ্বিতীয় চিত্রশিল্পী এবং দৃশ্যপট ও রঙ্গমঞ্চের পরিকল্পনাপটু হইয়া উঠিলেন। যে ক্ষুদ্র নাট্যমঞ্চে তিনি এবং অর্দ্ধেন্দুবাবু প্রথম নটবেশে আবির্ভূত হন, সেই মঞ্চের অধিকাংশ দৃশ্যপট তাঁহার নিজের অঙ্কিত এবং তৎপরে বাগবাজারের নাট্যসমাজের সমস্ত দৃশ্যপট, ন্যাশান্যাল থিয়েটারের রঙ্গমঞ্চ, গ্রেট-ন্যাশান্যাল থিয়েটারের সুবৃহৎ কাষ্ঠমণ্ডপ ও নাট্যমঞ্চ, ষ্টার-থিয়েটারের নাট্যশালা, এমারল্ড-থিয়েটারের নাট্যশালা, মিনার্ভা-থিয়েটারের নাট্যশালা, কোহিনুর-থিয়েটারের নাট্যশালা প্রভৃতি সমস্তই ধর্ম্মদাস বাবুর মস্তিষ্ক-প্রসূত এবং তাঁহারই পরিকল্পনা ও নির্দ্দেশ অনুসারে গঠিত, অঙ্কিত এবং সজ্জিত।

আজকাল কলিকাতায় বিবাহের বর যাতায়াতের জন্য সাবেক চতুর্দ্দোলের পরিবর্ত্তে যে "থ্রোন" নামে সুন্দর সুখাসনের বহুল-ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, উহাও ধর্ম্মদাস বাবুর উর্ব্বর মস্তিষ্ক হইতে

প্রস্তুত। বাগবাজার-নিবাসী জমীদার ৺নন্দলাল বাবুর মধ্যম পুত্রের বিবাহের সময় ধর্ম্মদাস বাবুই সর্ব্বপ্রথমে এই সুখাসন উদ্ভাবন করেন এবং পাথুরিয়াঘাটার ৺রামনাথ ঘোষ মহাশয়ের পুত্রের বিবাহে ঐ সুখাসনের আরও উন্নতি শোভা-সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইলে, ক্রমশঃ উহা সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়া পড়িয়াছে।

একাল পর্য্যন্ত বঙ্গীয়-নাট্যশালায় যে সকল দৃষ্টি-বিভ্রমকারী দৃশ্যের যোজনা করা হইয়াছে, তাহার প্রধান প্রধান দৃশ্যগুলিই ধর্ম্মদাস বাবুর উদ্ভাবিত। তাঁহার শেষ কৃতিত্ব তিনি মিনার্ভার 'শঙ্করাচার্য্য' নাটকে দেখাইয়া গিয়াছেন।

ধর্ম্মদাস বাবুর ন্যায় অদ্ভুতকর্ম্মা, শিল্প-চতুর, অসাধারণ ধীশক্তি-সম্পন্ন মঞ্চশিল্পী সর্ব্বদা জন্মগ্রহণ করে না। ধর্ম্মদাস বাবুর কৃতিত্বে বঙ্গীয় নাট্যশালার মঞ্চ ও নেপথ্য-বিধানের এতটা উন্নতি হইয়া দর্শকের তৃপ্তিবিধানে, বিভ্রম এবং বিস্ময় উৎপাদনে সক্ষম হইয়াছে, এ কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

ধর্ম্মদাস বাবুর মৃত্যুতে নাট্যশালার যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা আবার তিনিই ফিরিয়া না আসিলে, পূরণ হইবার নহে। ধর্ম্মদাস বাবু ৫৮ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী



শ্রীমতী তিনকড়ি।

("সধবার একাদশী"তে 'কাঞ্চন'র ভূমিকায়)

পৃঃ—৯৪

শ্রীমতী তিনকড়ি বঙ্গীয় নাট্যশালার অন্যতম সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী। তিনকড়ি যখন দশ বারো বৎসরের বালিকা—তখন 'ন্যাশন্যাল' থিয়েটারে মহাসমারোহসহকারে নটগুরু গিরিশচন্দ্রের 'রাবণ বধ' 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি পৌরাণিক নাটকগুলির অভিনয় হইতেছিল। সে সময় তিনকড়ি উক্ত দুইখানি নাটকেরই অভিনয় দেখিয়াছিল। সেই প্রথম তিনকড়ির থিয়েটার দেখা। এই থিয়েটার দেখা হইতেই তিনকড়ির মনে অভিনয় করিবার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠে।

তিনকড়ি তখন জোড়াসাঁকোয় থাকিত। চেষ্টা যত্ন করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই তিনকড়ি 'ষ্টার' থিয়েটারে প্রবেশলাভ করিল। ষ্টারে তখন 'রূপসনাতন' অভিনয় হইতেছিল;—তিনকড়ি সেখানে গিয়া প্রথমে কোনও 'পার্ট' পায় নাই,—'বিল্বমঙ্গলে' রাধাকৃষ্ণের মিলন-দৃশ্যে সখি সাজিয়া সে তখন শুধু চামর ঢুলাইত; 'বিবাহ বিভ্রাটে' বাসরসঙ্গিনী সাজিয়া বাসরে গিয়া বসিত; 'চোরের উপর বাটপারিতে' ঝি সাজিয়া জলখাবার লইয়া যাইত—এই পর্য্যন্ত। প্রথম প্রথম নির্ব্বাক ভাবেই তাহাকে কিছুদিন রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব হইতে হইয়াছিল; তাহার পর 'রূপসনাতনে' গঙ্গা পীড়িতা হওয়ায় তাহার স্থলে চারিজন সখির মধ্যে একজন হইয়া—'দেখ লো ঐ রাইয়ের বেণী কাল-ভুজঙ্গিনী'—এই গান গাইবার অধিকারটুকু মাত্র পাইয়াছিল।

যখন গোপাল লাল শীল থিয়েটার ক্রয় করেন, সেই সময় 'ষ্টার' থিয়েটার ঢাকায় অভিনয় করিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। তিনকড়ির জিনিসপত্র আনিবার জন্য থিয়েটার হইতে লোক প্রেরিত হইল। কিন্তু তিনকড়ির মাতা কন্যাকে মফস্বল যাইতে দিল না—লোক ফিরাইয়া দিল। কাজেই 'ষ্টার' থিয়েটারের সহিত তাহার সম্বন্ধ ফুরাইল। থিয়েটারের সহিত বাহিরে যাইবার তিনকড়ির একান্ত ইচ্ছা ছিল; যাইতে না পারায় তাহার মনে অত্যন্ত কষ্ট হয়। ইহার পর

তিনকড়ি একটি 'প্রাইভেট' পার্টিতে যোগদান করে। সেখানে তিনকড়ি 'সীতার বনবাসে' সীতা ও 'বিবাহ-বিভ্রাটে' ঝি-এর ভূমিকা লইয়া অভিনয় করে; এই থিয়েটার পার্টির সহিত তিনকড়ি রামপুর হাট, বহরমপুর ও আজিমগঞ্জে অভিনয় করিতে গিয়াছিল। আজিমগঞ্জে তিনকড়ি পীড়িতা হয়, সংবাদ পাইয়া তাহার মাতা তাহাকে কলিকাতায় লইয়া আসে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাইভেট পার্টির সহিত তিনকড়ির সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল।

ইহার পর কিছুদিন তিনকড়ি বাড়ীতেই ছিল। পরে 'বীণা' থিয়েটারে তাহার একটি কার্য্যের যোগাড় হইল। 'বীণা' থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা রাজকৃষ্ণবাবু পরীক্ষা করিয়া তিনকড়ির কুড়ি টাকা বেতন ধার্য্য করিলেন। এই থিয়েটারে তিনকড়ি 'মীরাবাই' নাটকে মীরার ভূমিকা পাইল। এই ভূমিকার অভিনয় করিয়া তিনকড়ি সুখ্যাতি-লাভ করিয়াছিল। 'বীণা' থিয়েটারে অভিনীত প্রায় সকল নাটকেই তিনকড়ি প্রধান প্রধান ভূমিকা পাইয়া সুখ্যাতির সহিত অভিনয় করিয়াছিল। ক্রমে এই থিয়েটারের অবস্থা শোচনীয় হইয়া আসিলে তিনকড়ি থিয়েটারের সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসে।

ইহার কিছুদিন পরে সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা মহেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তিনকড়িকে 'এমারেল্ড' থিয়েটারে লইয়া যান। এই থিয়েটারে তিনকড়ি 'নন্দবিদায়ে'বলরাম, 'বিদ্যাসুন্দরে' বকুলতলার নাগরিকা, 'রাসলীলা'য় বৃন্দা প্রভৃতি ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিল। এই সময় সঙ্গীতাচার্য্য পূর্ণবাবু বলিলেন,—"তিনকড়ি গান গাইতে জানে না।" নাট্যশিক্ষক শ্রীযুত হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—"ইহার অভিনয় করিবার মাথাই নাই।"—এই সকল অজুহাত দেখাইয়া তিনকড়ির ২৫৲ টাকা বেতন কমাইয়া দিবার প্রস্তাব হইল। এই প্রস্তাবে তিনকড়ি থিয়েটার পরিত্যাগ করিল।

ইহার কিছুদিন পরে 'সিটি' থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হয়। 'সিটি' থিয়েটারের নীলমাধববাবু, রাণুবাবু, প্রবোধবাবু প্রভৃতি তিনকড়িকে তাঁহাদের থিয়েটারে লইয়া গেলেন। সিটি থিয়েটারে তিনকড়ি 'সরলায়' গদাধরের মা, বিল্বমঙ্গলে বণিকপত্নী, চৈতন্যলীলার 'ভক্তি' তরুবালায় 'দামিনী,' 'সধবার একাদশী'তে কাঞ্চন প্রভৃতির ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিল। 'বিবাহবিভ্রাটে' তখন জগত্তারিণী 'ঝি'এর ভূমিকা অভিনয় করিত। তিনকড়ি 'ষ্টার' থিয়েটারে যখন ছিল, তখন সেখানে যে নিপুণা অভিনেত্রী 'ঝি'এর ভূমিকা অভিনয় করিত, তিনকড়ি একাগ্রচিত্তে তাহার অভিনয়-প্রণালী লক্ষ্য করিত—মনে মনে সেই ভূমিকাটি আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছিল। 'সিটি' থিয়েটারে এক দিনের জন্য 'ঝি'এর ভূমিকাটি অভিনয় করিবার জন্য তিনকড়ি নীলমাধববাবুকে অনুরোধ করিল। নীলমাধব বাবু তিনকড়ির সে আব্দার হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন; কিন্তু তিনকড়ি তাঁহাকে কিছুতেই ছাড়িল না,—তাঁহার মুখে একবার সেই ভূমিকাটি শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। অগত্যা নীলমাধব-বাবু তিনকড়ির আব্দার রক্ষা করিলেন, 'ঝি'এর ভূমিকাটি আগা-গোড়া শুনিলেন—শুনিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন। অতঃপর তিনকড়ি 'সিটি' থিয়েটারে 'বিবাহ-বিভ্রাটে'র 'ঝি'এর ভূমিকায় অভিনয় করিবার অনুমতি পাইল। এই ভূমিকাই তিনকড়ির সৌভাগ্যের ভিত্তিস্বরূপ—এই ভূমিকার অভিনয়েই তিনকড়ি নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্রের দৃষ্টিপথে পতিত ও তাঁহার কৃপাকণালাভে সমর্থ হইয়াছিল।

এই সময় শারদীয়া পূজা উপলক্ষে ৺কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের বাড়ীতে 'সিটি' থিয়েটার অভিনয় করিবার জন্য আহূত হয়। গিরিশবাবু নিমন্ত্রিত হইয়া অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। গিরিশ বাবু ও কালীকৃষ্ণ

বাবু উভয়ে পাশাপাশি বসিয়া থিয়েটার দেখিতেছিলেন। অভিনয় শেষ হইলে গিরিশবাবু ভিতরে আসেন; সকলেই ভক্তিভরে তাঁহার পদধূলি লইলেন. তিনকড়িও সসম্ভ্রমে নটগুরুর পদধূলি লইল; সেই প্রথম দর্শন।

গিরিশবাবু নীলমাধব বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অন্য নাটকে এই মেয়েটি (তিনকড়ি) কি পার্ট করে?"

নীলমাধব বাবু বলিলেন,—"নূতন বইয়ে ও খুচরা পার্ট করে।"

গিরিশবাবু বলিলেন,—"রঙ্গমঞ্চের উপযোগী চেহারা ইহার আছে, তৈয়ারী করিয়া লইয়ো. বড় অভিনেত্রী হইবে।"

তিনকড়ি তখন একহারা লম্বা ছিল; অনেকে তখন তাহাকে ঢ্যাঙ্গা বলিয়া ঠাট্টা করিত। তিনকড়ি তখন সে জন্য রাগিয়া খুন হইয়া যাইত,—কিন্তু সে তখন স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, তাহার সেই লম্বা চেহারা 'লেডি ম্যাকবেথে'র ভূমিকায় কত উপযোগী হইবে।

বাবু নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় 'মিনার্ভা' থিয়েটার লইলে গিরিশ বাবু তাহার ম্যানেজার হন। এখানে গিরিশ বাবু সেক্সপীয়রের 'ম্যাক্‌বেথ' বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া তাহার অভিনয়-কল্পে বদ্ধপরিকর হইলেন। সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী প্রমদাসুন্দরীকে লেডী ম্যাকবেথের ভূমিকা দেওয়া হইল। কিন্তু প্রমদা খর্ব্বকায়া ছিল বলিয়া লেডী ম্যাক্‌বেথরূপে তাহাকে মানাইতেছিল না। এই সময় গিরিশবাবু তিনকড়িকে ডাকিয়া পাঠান। তিনকড়ি আহূত হইয়া গিরিশবাবুর নিকট উপস্থিত হইল। গিরিশ বাবু তাহাকে বহু প্রশ্ন করিয়া নানারূপ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। শেষে মিষ্ট কথায় বিস্তর আশা-ভরসা দিয়া এক বৎসরের এগ্রিমেণ্ট লইয়া—ত্রিশ টাকা বেতনে তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। তিনকড়িকেও লেডী ম্যাক্‌বেথের ভূমিকা

প্রাপ্ত হইল। প্রমদা লেডী ম্যাকবেথের বিকট মুখভঙ্গী, দন্ত-নিষ্কাসন প্রভৃতি মুখ-ভঙ্গীর কদর্য্যভাব দেখাইতে আপত্তি করিতে থাকায়, একদিন গিরিশবাবু প্রকাশ্যভাবেই বলিলেন যে, তবে এই নূতন অভিনেত্রীর দ্বারা একবার চেষ্টা করিয়া দেখা যাক।

তিনকড়ির লেখা-পড়া জ্ঞান অতি অল্পই ছিল, কিন্তু সেই অল্প বিদ্যা-বুদ্ধি লইয়াই গিরিশবাবুর শিক্ষায় ও কৃপায়—তিনকড়ি লেডী ম্যাকবেথের ভূমিকা সুন্দররূপে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইল। এই লেডী ম্যাকবেথ অভিনয় করিয়াই তিনকড়ি তাহার অভিনেত্রী-জীবনের পথ যশের প্রভায় উজ্জল হইতে উজ্জলতর করিয়া লইল।

ইহার পর তিনকড়ি মুকুলমুঞ্জরায় 'তারা', আবুহোসেনে 'দাই', জনায় 'জনা', করমেতি বাই, নবীন তপস্বিনীতে 'মল্লিকা', পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে 'দ্রৌপদী' প্রভৃতি ভূমিকাগুলি সুখ্যাতির সহিত অভিনয় করে। 'মিনার্ভা' থিয়েটারে চারি বৎসর অভিনয় করিয়া তিনকড়ি থিয়েটার ছাড়িয়া দেয়।

তৎপরে তিনকড়ি 'ক্লাসিক' থিয়েটারে যোগদান করে। 'ক্লাসিকে' তিনকড়ি পাণ্ডব গৌরবে 'সুভদ্রা', সীতার বনবাসে 'সীতা', বিল্বমঙ্গলে 'পাগলিনী', অভিমন্যুবধে 'অভিমন্যু', ভ্রান্তিতে 'অন্নদা' প্রভৃতি ভূমিকা অভিনয় করিয়া যথেষ্ট যশ অর্জ্জন করে। অতঃপর তিনকড়ি আবার মিনর্ভায় যোগদান করে। মিনার্ভায় আসিয়া তিনকড়ি সীতারামে 'শ্রী', দুর্গেশনন্দিনীতে 'বিমলা', কপালকুণ্ডলায় 'মতিবিবি', প্রফুল্লে 'জ্ঞানদা', সিরাজদ্দৌলায় 'জহরা', মীরকাসিমে 'তারা', শিবাজীতে 'জিজিবাই' প্রভৃতি ভূমিকা অভিনয় করে।

ইহার পর 'কোহিনুর' থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হইলে তিনকড়ি কোহিনূরে গিয়া চাঁদবিবিতে 'যোনীবাই', অশোকে 'বড়রাণী' প্রভৃতি ভূমিকা অভিনয় করে। 'কোহিনুরে' কিছু দিন থাকিয়া তিনকড়ি

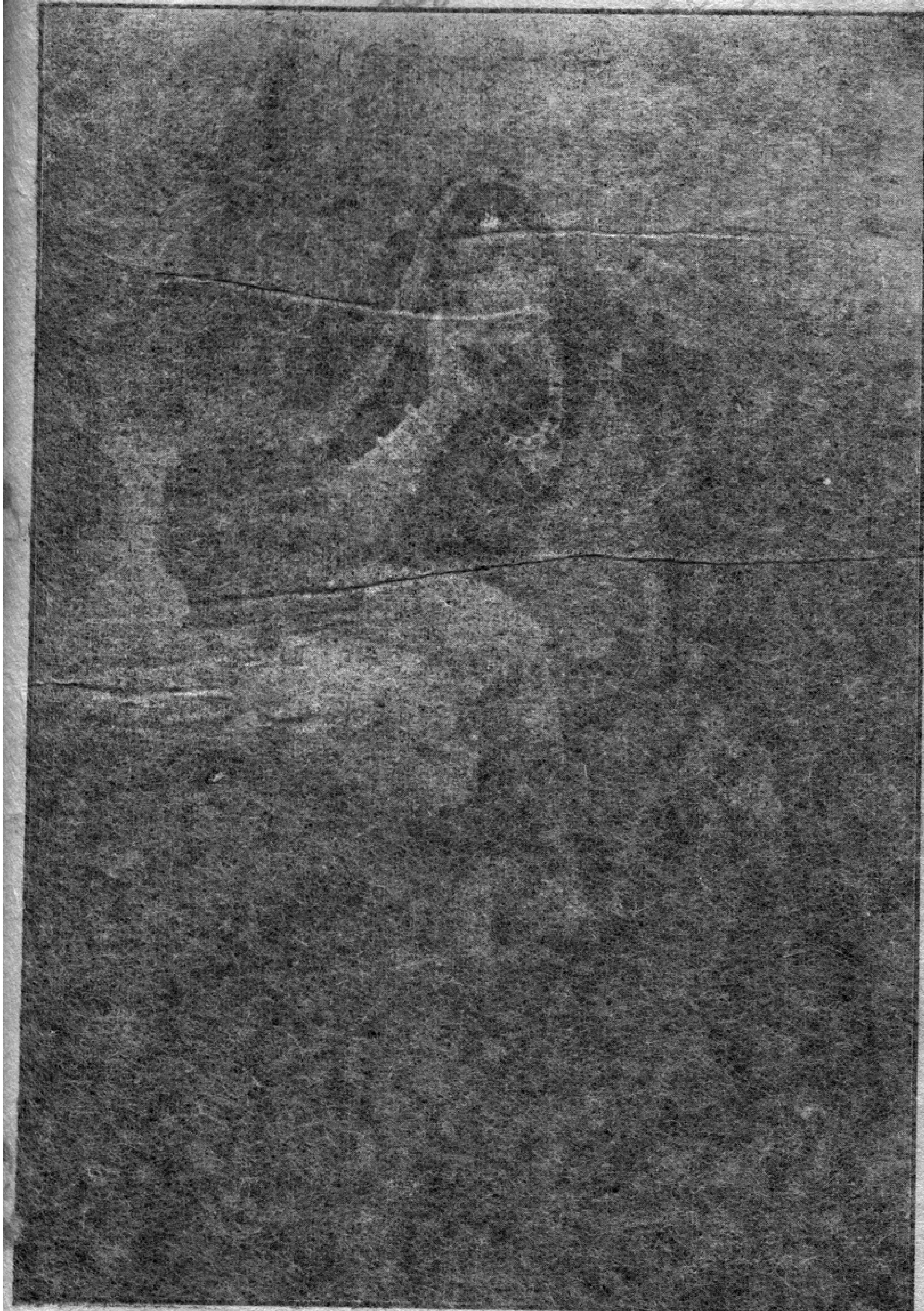
'ন্যাশন্যাল' থিয়েটারে যোগদান করিয়াছিল। এখানে ক্লাসিকে অভিনীত গিরিশবাবুর 'সংনাম' 'ভারত-গৌরব' নামে অভিনীত হয়। তিনকড়ি সংনামে বৈষ্ণবীর ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিল।

এক্ষণে তিনকড়ি 'ষ্টার' রঙ্গালয়েই অভিনেত্রীরূপে নিযুক্তা আছে।

শ্রীমতী সুশীলাবালা

বঙ্গীয় নাট্যশালার অভিনেত্রীকুলের মধ্যে যে একজন শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী, এ কথা নাট্যানুরাগীমাত্রেই এক বাক্যে স্বীকার করিবেন—সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই।

শ্রীমতী সুশীলাবালা দশ বৎসর বয়সে, শ্যামাপুকুর এ, এম, গার্লস্ স্কুল হইতে মধ্যবাঙ্গালা পরীক্ষায় অতিশয় সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়া অভিনয়-শিক্ষায় ব্রতী হয়। প্রথমে সুশীলা বাবু নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত 'মিনার্ভা' থিয়েটারে শিক্ষানবিসরূপে প্রবেশ করে; তৎপরে ঠনঠনিয়ার 'গেইটি' থিয়েটারে যোগদান করে। এই থিয়েটারে সুশীলা কয়েক মাস যত্ন-সহকারে অভিনয়-শিক্ষা করিয়াছিল। গেইটি থিয়েটারে শিক্ষার্থিনীরূপেই সুশীলা প্রবেশ করিয়াছিল, সুতারাং সেখানে তাহার বেতন নির্দ্ধারিত হয় নাই—এ কথা বলাই বাহুল্য। এই থিয়েটারে যখন নটগুরু গিরিশচন্দ্রের 'হারানিধি' অভিনীত হয়, তখন কর্ত্তৃপক্ষগণ সুশীলাকে হেমাঙ্গিনীর ভূমিকা প্রদান করিলেন। এই ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া সুশীলা যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিল—দর্শকবৃন্দের নিকট যেরূপ সুখ্যাতি লাভ করিল, তাহাতে গেইটি থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ সানন্দে সুশীলার বেতন ধার্য্য করিয়া দিলেন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াই



শ্রীমতী সুশীলাবালা।

'মিনার্ভায়' নটগুরু গিরিশচন্দ্রের অধ্যক্ষতা সময়েও সুশীলা 'মণিহরণ' 'নন্দদুলাল' 'সীতারাম' প্রভৃতি নাটক-নাটিকায় প্রধান প্রধান ভূমিকা লাভ করিয়া অসাধারণ কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়া অভিনয়-কুশলা অভিনেত্রীরূপে জনসমাজে পরিচিত হইল।

কালবশে নরেন্দ্রবাবুর থিয়েটার বন্ধ হইয়া যায়। অতঃপর শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাণ্ডে ও মহেন্দ্রকুমার মিত্র 'মিনার্ভা' থিয়েটার ক্রয় করেন। নটগুরু গিরিশচন্দ্র এই থিয়েটারের অধ্যক্ষ এবং শিক্ষক হন। গিরিশবাবুর শিক্ষকতায় সুশীলা এখানে 'বলিদান' 'সিরাজদ্দৌলা' 'মিরকাসিম' 'ছত্রপতি শিবাজী' 'শান্তি কি শান্তি' 'য্যায়সা কা ত্যায়সা' এবং প্রসিদ্ধ নাট্যকার ডি, এল, রায়ের 'রাণাপ্রতাপ' 'দুর্গাদাস' 'সাজাহান' 'মিবারপতন' প্রভৃতি নাটকের প্রধান প্রধান স্ত্রী চরিত্রগুলি বিশেষ সুখ্যাতির সহিত অভিনয় করে। এই সময় 'মিনার্ভা' থিয়েটারের কর্তৃপক্ষগণ—সুপ্রসিদ্ধ 'ষ্টার' থিয়েটারের যশোবৈজয়ন্তি 'চন্দ্রশেখর' অভিনয়ে প্রবৃত্ত হন। সুশীলাকে 'চন্দ্রশেখর' নাটকে 'দলনী'র ভূমিকা প্রদান করা হয়। সুশীলা প্রথমে এই ভূমিকা লইতে সম্মত হয় নাই; কিন্তু কর্তৃপক্ষগণ কর্তৃক বাধ্য হইয়া অবশেষে 'দলনী'র ভূমিকা গ্রহণ করে এবং গ্রামফোনের রেকর্ড হইতে 'দলনী'র গান শিক্ষা করিয়া এই ভূমিকায় অবতীর্ণা হয়। 'দলনী'র ভূমিকা সুন্দররূপে অভিনয় করিয়া সুশীলা নাট্যামোদী জনসাধারণের সুখ্যাতিলাভে সমর্থা হয়।

অতঃপর শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত পুরাতন ক্লাশাক্যালে থিয়েটারমণ্ডপ ভাঙ্গিয়া 'গ্রেটন্যাশান্যাল' থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা করেন। সুশীলা 'মিনার্ভা'র সংশ্রব ত্যাগ করিয়া এই থিয়েটারে যোগদান করে। অমরবাবুর নেতৃত্বে ও শিক্ষাকতায় সুশীলা 'গ্রেট ন্যাশান্যাল' থিয়েটারে 'জীবনে মরণে' ও 'বাজীরাও' নাটকে 'তাহের' ও 'গৌত-

ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অসাধারণ অভিনয়-কলা কুশলতার পরিচয় প্রদান করে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত 'ষ্টার' থিয়েটারের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করিলে সুশীলাও তাঁহার নেতৃত্বে 'ষ্টার' থিয়েটারে যোগদান করে। এখানে সুশীলা 'সৎসঙ্গ' 'জীবনসন্ধ্যা' 'জীবন-সংগ্রাম' 'খাসদখল' 'রাজসিংহ' প্রভৃতি নাটকগুলিতে প্রধান প্রধান স্ত্রী-চরিত্রগুলি গ্রহণ করিয়া দক্ষতার সহিত অভিনয় করে।

এক্ষণে 'ষ্টার' থিয়েটারে শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে নিযুক্ত থাকিয়া শ্রীমতী সুশীলাবালা সকল নাটকেই অভিনয় কলার বিকাশ করিয়া জনসাধারণের অন্তরে আনন্দ বিতরণ করিতেছে।

দানিবাবুর জীবন-কথা।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানি বাবু) বঙ্গীয় নাট্যশালার একজন স্বনামধন্য শক্তিশালী অভিনেতা। বঙ্গাব্দ ১২৭৫ সালের ২৮শে অগ্রহায়ণ তারিখে কলিকাতায় বাগবাজারে দানি বাবু জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে পাঠশালায় কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়া শ্যামবাজারস্থ মেট্রোপলিটন—ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্ত্তি হন। অতঃপর ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী ও জেনারেল এসেম্বলি ইনষ্টিটিউসনে পাঠ করিয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেন।

শৈশব হইতেই দানি বাবুর অন্তরে অভিনয়ানুরাগের সঞ্চার হয়। বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর দানি বাবু শ্যামপুকুর মাতুলালয়ে মাতুলপুত্র চুণী বাবু, নির্মল বাবু প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া নাট্যালোচনা করিতেন। আলোচনা—জল্পনা—কল্পনা ক্রমে কার্য্যে পরিণত হয়। ইঁহারা পাড়ায় আরও কয়েকজন সঙ্গী সংগ্রহ করিয়া কাগজের সিন

করিয়া "লক্ষণ বর্জ্জন" অভিনয় করেন। এই অভিনয়ে চুনী বাবু ?
দানি বাবু লক্ষণ, গঙ্গাধর বাবু (ইনি এক্ষণে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করি
স্বামী অখণ্ডানন্দ নামে পরিচিত) ব্রহ্মার ভূমিকা গ্রহণ করেন।—বালক-
দের এই 'ছেলেখেলা'কে প্রথমে অনেকেই তাচ্ছল্য করিয়াছিলেন,—
কিন্তু অভিনয় দেখিয়া তাঁহাদের সকলকেই কাঁদিতে হইয়াছিল।

এই সময় বাগবাজার বসুপাড়ার প্রসিদ্ধ অভিনেতা (অধুনা পর-লোকগত) বিনোদবিহারী সোম (পদবাবু) এক থিয়েটারের দল খোলেন। তিনি দানি বাবুকে তাঁহার দলে লইয়া যান ;—দানি বাবু এই সম্প্রদায়ে "নল-দময়ন্তী" নাটকে নলের ভূমিকা প্রাপ্ত হন এবং অভিনয়ে সুখ্যাতিলাভে সমর্থ হন।

নটগুরু গিরিশচন্দ্র এসময় 'ষ্টার' থিয়েটারের কর্ণধার। তিনি দানি-বাবুকে শিক্ষানবিশ রূপে কোন সরকারী আফিসে নিযুক্ত করিয়া দেন। কিন্তু এ বিষয়ে দানি বাবুর আদৌ আস্থা ছিল না,—তিনি কখনই নিয়মিত রূপে অফিসে যাইতেন না, প্রায়ই কামাই করিতেন ; কাজেই এ কার্য্যে তাঁহার আদৌ উন্নতি হইল না।—থিয়েটারের দিকেই তাঁহার প্রবল অনুরাগ এবং এই দিকেই তাঁহার মন পড়িয়া থাকিত ;—তিনি নানা প্রাইভেট থিয়েটারে যোগদান করিয়া অভিনয় করিতেন এবং এই সকল থিয়েটারের লোকেরা দানি বাবুকে 'প্রধান' বলিয়া মান্য গণ্য করিতেন। এই প্রকার অভিনয় ব্যাপারে দানি বাবুর বেশ সুখ্যাতি হয় ;—অনেকেই তখন বলিতেন,—"এই বালক ভবিষ্যতে তাহার পিতার ন্যায় উৎকৃষ্ট অভিনেতা হইবে।" সুপ্রসিদ্ধ প্রেমানন্দ ভারতী দানিবাবুর অভিনয় দেখিয়া তাঁহাকে "Young G. C. Ghose" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।

ফলতঃ আফিসের কার্য্যে দানিবাবুর আস্থা ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হই-তেছে দেখিয়া সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র দানিবাবুকে



'মৃণালিনী' নাটকে (প্রতিমাবিসর্জ্জনোদ্যত)

পশুপতির ভূমিকায় দানিবাবু।

পৃঃ—১০৭

'ষ্টার' থিয়েটারে লইয়া যাইবার সংকল্প করিলেন। তিনি এ সময় প্রত্যহ গিরিশবাবুর বাটীতে আসিতেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে তিনি গিরিশবাবুর নিকট এ প্রস্তাব করিলেন। গিরিশ বাবু আপত্তি করি বলিলেন,- পিতা-পুত্রে একত্র অভিনয় করা বড়ই লজ্জার কথা। অমৃত বাবু ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন যখন তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন,— অভিনয়ে যখন দানির অনুরাগ এবং স্বতঃই এই গুণের বিকাশ দে যাইতেছে, তখন ইহাতেই তাহার উন্নতি হইবে; ইহা ভিন্ন অপর কোনও কার্য্যেই সে সুবিধা করিতে পারিবে না।—গিরিশবাবু এ যুক্তিযুক্ত কথা শুনিয়া কিছু না বলিয়া গম্ভীর হইয়া রহিলেন।

অতঃপর অমৃতবাবু দানিবাবুকে 'ষ্টার' থিয়েটারে লইয়া গেলেন এবং গিরিশবাবুর অসাক্ষাতে গোপনে তাঁহাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অমৃতবাবুর শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া দানি বাবু প্রথমে "দক্ষ যজ্ঞে" বিষ্ণুর ভূমিকা অভিনয় করেন। তৎপরে "চণ্ড" নামক নূতন নাটক খোলা হইলে তাহাতে রঘুদেবের ভূমিকা অভিনয় করেন। এই রঘুদেবের ভূমিকায় বালক দানির অভিনয় দেখিয়া শ্রোতৃমণ্ডলি মুগ্ধ হন এবং "কে এ ছোকরা" বলিয়া রঙ্গমঞ্চে একটা ধ্বনি উত্থিত হয়। শীঘ্রই সকলে দানি বাবুকে নট-গুরু গিরিশচন্দ্রের যোগ্য পুত্র বলিয়া জানিতে পারিলেন।

দানিবাবু অভিনয়ে সুখ্যাতির অধিকারী হইলেও অভিনয়-শিক্ষার্থ গম্ভীর পিতার সম্মুখে যাইতে কদাচ সাহস করিতেন না। অমৃতবাবুই গোপনে স্বতন্ত্রভাবে তাঁহাকে শিক্ষাদান করিতেন। এই জন্য দানি বাবু বরাবর অমৃতবাবুকেই গুরু বলিয়া মান্য করিতেন। এই সময় অঘোর পাঠকের "দক্ষ যজ্ঞ" যাত্রার দল প্রতিষ্ঠিত হয়। দানিবাবু এই দলে 'দক্ষ যজ্ঞে' মহাদেব সাজিয়া দর্শকগণের নিকট প্রভূত প্রশংসালাভ করেন।



'সিরাজদ্দৌলা'র ভূমিকায় দানিবাবু।

পৃঃ—১০৯

'ষ্টারে'র সম্প্রদায়ের মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়ায় কতকগুলি অভিনেতা ও অভিনেত্রী বাহির হইয়া গিয়া 'বীণা' রঙ্গমঞ্চে 'সিটি' থিয়েটারের নাম প্রতিষ্ঠা করিয়া অভিনয় আরম্ভ করেন। দানিবাবুও এই থিয়েটারে যোগদান করেন। তিনি এস্থানে অধিকাংশ নাটকেই নায়কের ভূমিকা অভিনয় করেন। এই সকল অভিনয়ে দানিবাবুর বেশ নাম হয়,—কারণ এখানে তিনি গুরু অমৃত মিত্রের গৃহীত ভূমিকাগুলি বিশেষ যোগ্যতার সহিত অভিনয় করিতেছিলেন।

ইহার পর 'মিনার্ভা' থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সময় হইতে দানিবাবু দস্তুর মত গিরিশচন্দ্রের নিকট শিক্ষা পাইতে লাগিলেন। এই স্থানেই নটগুরুর নিকট দানিবাবুর সূক্ষ্ম কলা-বিদ্যা-শিক্ষার হাতে-খড়ি। ইহারই ফলে 'ম্যাকবেথে' ম্যাকবে, 'মুকুল মুঞ্জরায়' মুকুল, 'জনায়' প্রবীর, 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসে' বৃহন্নলা, 'করমেতিবাইয়ে' আলোক প্রভৃতি ভূমিকায় দানিবাবু যথেষ্ট যশোলাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রতিষ্ঠিত "ক্লাসিক" থিয়েটারে অভিনীত নানা নাটকে দানিবাবু নানা ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। সে এক দিন গিয়াছে,—যখন বঙ্গীয় নাট্যজগতের প্রায় সকল সার সার রত্ন-গুলিই "ক্লাসিকে" সমবেত হইয়াছিলেন!—রঙ্গালয়ের অমন দোর্দণ্ড-প্রতাপ—অমন দেশব্যাপী সুখ্যাতি-গৌরব বুঝি বঙ্গীয় নাট্যজগতে আর কোনও নাট্যশালার অদৃষ্টেই ঘটে নাই!—আবার পক্ষান্তরে অমন অপ্রত্যাশিত কল্পনাতীত শোচনীয় পতনও বুঝি কেহ কখন' প্রত্যক্ষ করে নাই! গৌরব ও পতনের এমন অতুলনীয় মর্ম্মন্তুদ আদর্শ—নাট্য-জগতের ইতিহাসে অতি বিরল!—এই "ক্লাসিক" থিয়েটারেই প্রকৃত প্রস্তাবে দানিবাবুর অভিনয়-প্রতিভার বিকাশ হয়,—জনসাধা-রণের দৃষ্টি তাঁহার উপর বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়।

অতঃপর দানিবাবু 'মিনার্ভা' থিয়েটারে যোগদান করেন। এখানে



'মনের মতনে' মির্জ্জানের ভূমিকায় দানিবাবু।

পৃঃ—১১১

মিঃ ডি, এল, রায়ের ঐতিহাসিক নাটকাবলি এবং নাট্য-সম্রাট গিরিশচন্দ্রের 'শঙ্করাচার্য্য' 'সিরাজদ্দৌলা' 'মীরকাসিম' 'অশোক' 'তপোবল' প্রভৃতি—নাটকে নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অভিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন।

গিরিশচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর 'মিনার্ভা' থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ দানিবাবুকেই ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত করেন। এক্ষণে তাঁহারই অধ্যক্ষতায় 'মিনার্ভা' থিয়েটার পরিচালিত হইতেছে।

দানিবাবুর অভিনয়ের বিশেষত্ব এই,—যখন তিনি যে রসের অভিনয় করেন, সেই রসানুরূপ চলন বলন মুখভঙ্গি, হস্তপদ সঞ্চালন প্রভৃতি এমন স্বাভাবিক ভাবে করিতে থাকেন, দর্শকগণ যেন সেই চরিত্র জীবন্ত দেখিতে পান। বস্তুতঃ যাঁহারা দানিবাবুর অভিনয় দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন, তিনি ভগবানদত্ত ক্ষমতাপন্ন স্বভাব অভিনেতা।

ষ্টার থিয়েটারের অধ্যক্ষ, জনপ্রিয় অভিনেতা ও সুপ্রতিষ্ঠিত নাট্যকার



শ্রীযুত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।



'সীতারামে'র ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথ।



সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা—শ্রীযুত কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী।

কুঞ্জবাবু বঙ্গীয় নাট্যশালার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা। শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত "রাণী ভবানী" নাটকে ইনি 'দয়ারামে'র ভূমিকা গ্রহণ করিয়া স্থায়ী যশের অধিকারী হন। উপরে তাহারই চিত্র প্রকাশিত হইয়াছে। কুঞ্জবাবু এক্ষণে 'ষ্টারে'ই নিযুক্ত আছেন।



সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী—শ্রীমতী নরীসুন্দরী।

নরীসুন্দরীর যশকাহিনী শুধু বঙ্গদেশেই সীমাবদ্ধ নহে,—সমগ্র ভারতে এবং ভারতবর্ষের বাহিরেও এই প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রীর সুযশ বিঘোষিত।—'চন্দ্রশেখরে' 'দলনী'র ভূমিকায় ইহার অসাধারণ প্রসিদ্ধি—ইহা সেই আদর্শ ভূমিকারই প্রতিকৃতি। নরীসুন্দরী এক্ষণে 'ষ্টার' থিয়েটারে অভিনয়কার্য্যে ব্যাপৃতা।



সুপ্রতিষ্ঠিতা অভিনেত্রী—শ্রীমতী কুসুমকুমারী।

শ্রীমতী কুসুমকুমারী বঙ্গীয় নাট্যশালার অন্যতমা প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রী। অমরবাবুর 'ক্লাসিক' থিয়েটারেই ইহার প্রতিভার উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে। অভিনয়শাস্ত্রে সর্ব্বদিকপ্রসারিণী প্রতিভার প্রভাবে কুসুমকুমারী নাট্যানুরাগী জনসাধারণের সুখ্যাতির অধিকারিণী হয়। কুসুমকুমারী এখন 'ষ্টারে' অভিনয় করিতেছে। উপরের চিত্রে 'চাবুক' নামক নাট্যরঙ্গে জাপানী নর্ত্তকীর ভূমিকায় কুসুমকুমারীর চিত্র প্রকাশিত।



সুভদ্রা—শ্রীমতী কুসুমকুমারী।

কঞ্চুকী—স্বর্গীয় অঘোরনাথ

... খ্যাতনামা অভিনেতা ছিলেন।



প্রথিতযশা অভিনেত্রী—শ্রীমতী বিনোদিনী।

বিনোদিনী 'ষ্টার' থিয়েটারে অভিনয় কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া প্রভূত যশ অর্জ্জন করিয়াছিল। এক সময় ইহার অভিনয়-নৈপুণ্যে নাট্যজগতে ধন্য ধন্য ধ্বনি উঠিয়াছিল। বিনোদিনী এক্ষণে রঙ্গালয়ের সংশ্রব শূন্য।



উর্ব্বশীর ভূমিকায়—শ্রীমতী রাণীসুন্দরী।



নৃত্যগীতকুশলা অভিনেত্রী—পরলোকগতা "রাণী"

এই অভিনেত্রী 'ক্লাসিক' থিয়েটারে অভিনয় করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। 'মনের মতন' গীতিনাট্যে 'পরিয়া'র ভূমিকায় ইহার প্রতিভার বিকাশ হয়; তাহার চিত্র প্রকাশিত হইল।



প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী – শ্রীমতী হরিসুন্দরী (ব্ল্যাকী)

“ভ্রমরে” ‘রোহিণী’র ভূমিকায় এই অভিনেত্রী প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। তাহারই চিত্র উপরে প্রকাশিত হইল।



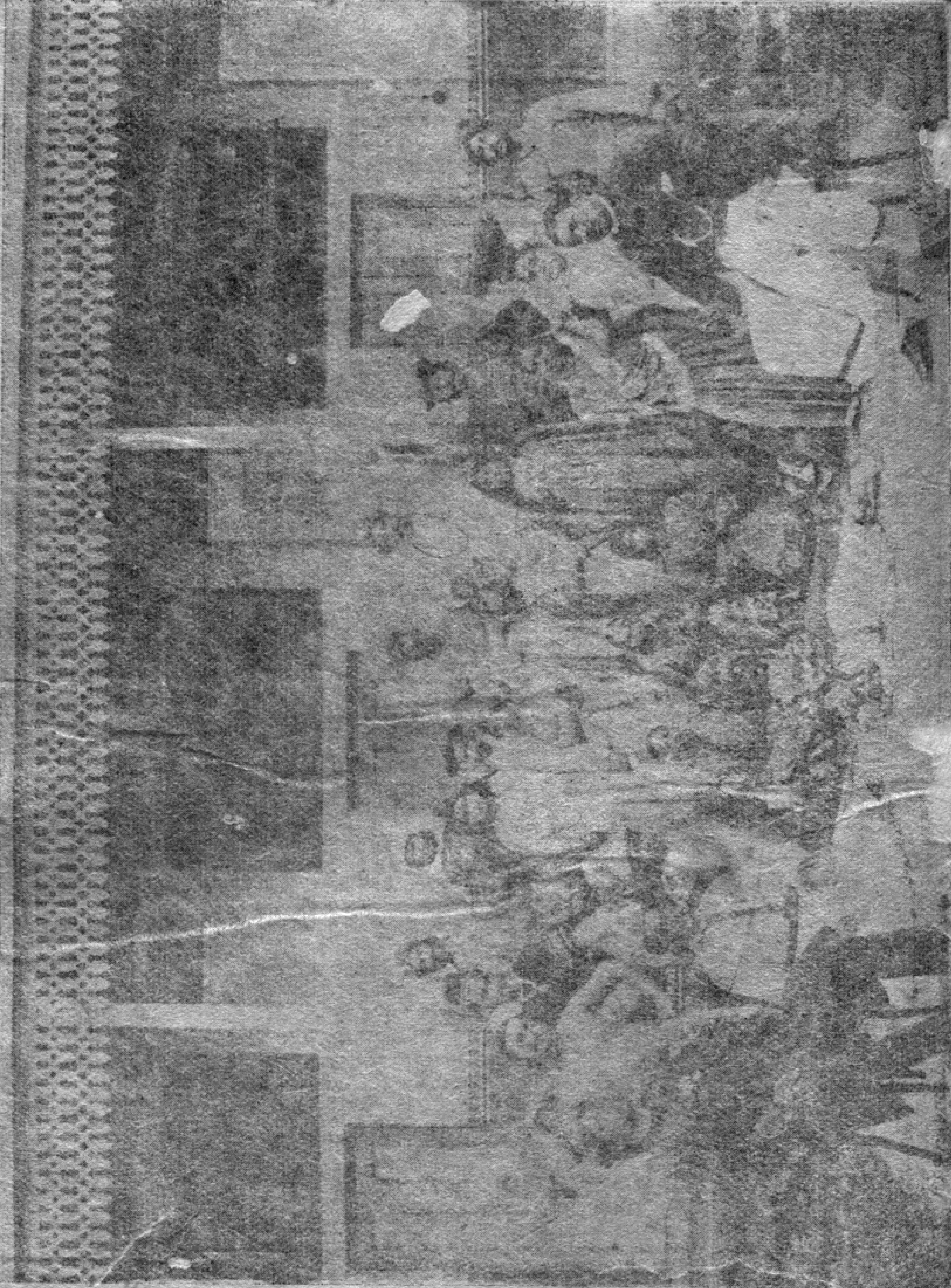
নাট্যাচার্য্য শ্রীযুত অমৃতলাল বসু।



নটকুলশেখর স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর।



সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র।



ষ্টার থিয়েটারের ভূতপূর্ব্ব ও বর্ত্তমান অভিনেতা ও অভিনেতৃবৃন্দ।

১। শ্রীযুত রামতারণ সান্ন্যাল। ২। ৺অমৃতলাল মিত্র। ৩। গুরুগুনর্খাঁর ভূমিকায় ৺সুরেন্দ্র

। পাতখোলা ওয়ালার চরিত্রে—শ্রীকাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়। ৫। মীর কাসিমের ভূমিকায়—

ধুরী। ৬। বড়বাবুর ভূমিকায়—শ্রীউপেন্দ্রনাথ মিত্র। ৭। প্রতাপের ভূমিকায়—

ায়ার। ৮। দলনীর ভূমিকায়—শ্রীমতী নরীসুন্দরী। ৯। নিতাইয়ের ভূমিকায়—পরলো

কা গঙ্গামনী। ১০। লয়লার ভূমিকায়—শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা। ১১। দুল্লর্তার ভূমিকায়—